হায় বাঙ্গালীর মেয়ে !

শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ।

ভূদেব পাবলিশিং হাউস
৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ।

শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায়।
বুধোদয় প্রেস্।
৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দু'টী কথা।

আজকাল বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কন্যাদায় পিতৃমাতৃদায় অপেক্ষা সহ
গুণ অধিক চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া যে কিরূ
দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আব
দুর্ভাগ্যক্রমে যে গৃহস্থের তিন চারিটী কন্যা, ক্রমশঃ একটীর পর আ
একটী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিতেছে, তিনি অগত্যা গার্হস্থ্য জীবনে
সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইতেছেন। এমন কি অনন্যোপা
হইয়া কন্যার ও নিজের মরণকামনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন।
অধিকন্তু বঙ্গীয় হিন্দু সমাজকে অজস্র কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া কথঞ্চি
শান্তিলাভের প্রয়াস পাইতেছেন।

কেন এমন হইল? বঙ্গের সুসন্তানগণ কেন কল্পিত স্বার্থ ত্যা
করিতে পারেন না? কেন জঘন্য হেয় পণপ্রথার মূলোৎপাটন করিতে
কৃতসঙ্কল্প হয়েন না? এই ঘৃণিত পণগ্রহণ প্রথার কল্যাণে কত নি
পরাধা কন্যা কুপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে, কত নিরীহ বালিকার জীবন বি
ময় হইতেছে, কত গুণবতী রূপবতী কিশোরী অকাল মৃত্যুর আশ্রয় গ্র
করিতেছে! অবিবাহিত বঙ্গীয় যুবকগণ! এই সকল ভীষণ ও বীভ
দৃশ্য তোমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়েই এই ক্ষু
উপন্যাসের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে একটী কথাও অতিরঞ্জি
হয় নাই; আমাদের সম্মুখে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহাই সাদা কথ
প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ জন্য দশম অধ্যায়ের শেষা
হইতে কয়েক ছত্র এখানেই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—

"প্রিয় যুবকগণ! তোমরাই এই পতিত হিন্দু সমাজের আশা ভরসা, তোমরাই উদ্ধার কর্ত্তা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!' ঐ দেখ, জননী বঙ্গভূমি তোমাদের মুখ চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। অতএব আলস্যত্যাগ কর, উঠ, জাগ, জাগাও! সকলে বদ্ধ পরিকর হও। এই হীন পণ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত কর। জগৎকে দেখাও তোমরা বঙ্গের সুসন্তান, তোমরাও মানুষ; দেখাও তোমরা উচ্চশিক্ষালাভ করিয়াছ, জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছ।......"

গ্রন্থকারের প্রার্থনা এই যে উপরোক্ত ভেরীনিনাদ সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগরিত করুক। লেখকের সম্পূর্ণ আশা আছে যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রত্যেক গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে এবং অনেক অর্থলোলুপ অভিভাবককে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিবে। আভাময়ীর ন্যায় দেবী স্বরূপা, অথচ স্থির সঙ্কল্পা, গৃহিণী যে সংসারের অভিভাবিকা, সে সংসার হইতে পণগ্রহণ প্রথা নিশ্চয় বিতাড়িত হইবে।

শান্তিকুটীর,
অম্বালা, পঞ্জাব।
সংবৎ ১৩৩১ সাল

ইতি, গ্রন্থকারস্য।

হায় বাঙ্গালীর মেয়ে

[১]

"এমন ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে কি হ'বে? মেয়েটাকে পা' কর্‌বার একটা ব্যবস্থা তো করতেই হ'বে।"

"কর্‌তে হ'বে সে তো জানি। কিন্তু না পার্‌লে কি কর্‌ব? এক ব্যবস্থা হ'তে পাবে, মেয়েটার গলায় কলসি বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিতে পার্‌লে সব গোল চুকে' যায়।"

"তোমার যেমন কথা! বাপ হয়ে এমন কথা মুখে আন কি করে'?"

"এ ভিন্ন আর উপায় নেই যে! হয় কন্যাকে হত্যা করা, নয় আত্ম-হত্যা।"

সুকুমারী অতি দীনভাবে কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিলেন পরে তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "কি আবল্ তাবল বক্‌ছ গা! তোমার কথা শুনে' গায় কাঁটা দিচ্ছে যে! তা'র চেয়ে আমাকেই সাবাড় করে' দাও না কেন?"

পশুপতি বলিলেন, "তোমার অপরাধ?"

সুকুমারী উত্তর করিলেন, "আমার অপরাধ, মেয়ে বিইয়েছি।"

পশুপতি হাসিয়া বলিলেন, "তা' হলে আমার তোমার চেয়েও বেশি অপরাধ, কেন না আমি মেয়ের জন্ম দিয়েছি।"

কৃত্রিম হাসি হাসিয়া সুকুমারী কহিলেন, "যে চুরি করে সেও চোর আর যে চোরাই মাল নেয় সেও চোর; আর কুসুম আমাদের বাম।

চারাই মাস। সকলেরই এক শাস্তি। এস তবে, তিন জনে এক সঙ্গে গলায় দড়ি বেঁধে গঙ্গায় ডুবে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

পশুপতি। আর কোলের ছেলেটা?

সুকুমারী। সে কোন অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত হ'য়ে যা'বে। ঈশ্বর তা'কে রক্ষে কর্‌বেন।

পশুপতি বলিলেন, "বেশ পরামর্শ দিচ্ছ যা' হ'ক।"

সুকুমারী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "মেয়েটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আপনারা বেঁচে থাকার চেয়ে বংশের অস্তিত্ব লোপ হওয়াই ভাল।"

সান্ত্বনা দিয়া পশুপতি কহিলেন, "ছিঃ! একেবারে এত কাতর হ'লে কি হ'বে? কুসুমের বিয়ের ফুল ফুট্‌লে আপনা হ'তেই ওর বর জুট্‌বে।"

সুকুমারী কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "হায়, আমাদের এ পোড়া হিন্দু সমাজে টাকা ঢাল্‌তে না পার্‌লে কি আর অমনি বর জুট্‌বে?"

পশুপতি বিরক্তির সহিত কহিলেন, "না জোটে, মেয়ে চিরকাল আই-বড় থাক্‌বে।"

সুকুমারী বলিলেন, "তা'তেও কি রক্ষে আছে? কত কথা উঠ্‌বে! গ্রামের মাতব্বরেরা যোট পাকিয়ে আমাদের একঘরে কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। ওদিকে পাড়ার বকাটে ছেলেগুলোর জ্বালায় গ্রামে তিষ্ঠান দায় হ'বে।—মেয়েটা এই পোষ মাসে চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়েছে, এরি মধ্যে ভয়ে ওকে বাড়ীর বা'র কর্‌তে সাহস হয় না। যদি 'কেউ অপমান করে' বসে, তা'হ'লে মাথা কাটা যা'বে।"

পশুপতি। তা' না হয়, কোন জানা শোনা ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে রাঁধুনীবৃত্তি করে' খা'বে।

সুকুমারী। সে গুড়েও বালি! জান না, আইবড় মেয়ের হাতের

জল শুদ্ধ হয় না ? ওর হাতে খা'বে কে ? কোথাও খেড়ে আইব রাঁধুনী দেখেছ কি ?

পশুপতি। তা'ই তো ! তুমি যে আমায় ফাঁপরে ফেল্লে।

সুকুমারী। আমি ফেল্লুম, না হিন্দুধর্ম্মের শাসন আর হিন্দু সমাজের বন্ধন আমাদের বেঁধে মারবার ব্যবস্থা আগে থেকেই ক'রে রেখেছে ?

পশুপতি অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "যা'ক্‌গে ও সব। ওকে কোন ভাল ধাইয়ের কাছে কিম্বা কোন ধাত্রী স্কুলে শিক্ষা দিলে ধাইগিরি করে' বেশ স্বাধীনভাবে সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।"

সুকুমারী কহিলেন, "বাঃ ! বেশ বুদ্ধি তোমার ! বামুনের মেয়ে ধাইগিরি করে' খা'বে ? ছি ছি !"

পশুপতি সাশ্চর্য্যে উত্তর করিলেন, "এতে আর দোষটা কি হয়েছে যে একেবারে ছি ছি করে' উঠ্‌লে ? ব্রাহ্মণের ছেলে ডাক্তার হয়ে ধাইয়ের কাজ করছে, তা'তে দোষ হয় না। যত দোষ মেয়ের বেলায়।"

সুকুমারী বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ গো ! যত দোষ মেয়ের বেলায়। পুরুষের সাত খুন মাপ, আর মেয়ে মানুষের বিনা দোষে ফাঁসির ব্যবস্থা ! এই হ'ল সভ্য হিন্দু সমাজের সভ্যতার চূড়ান্ত !"

ইহার উপর পশুপতির আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে সুকুমারী বিমর্ষভাবে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ের জন্যে তো কত জায়গায় ঘুরে' বেড়া'লে, কত লোকের খোসামোদ করলে। একবার গোপালপুরের উকীল মশাইয়ের কাছে চেষ্টা করে' দেখ্‌লে হয় না ? শুনেছি তাঁ'র ছেলেটি বেশ লেখাপড়া শিখেছে, আর তিনি নিজেও নাকি পরের উপকার করে' থাকেন।"

পশুপতি উত্তর করিলেন, "ওঃ বাবা ! ছেলে বি এ পাশ দিয়ে

…এম্‌ এ পড়্‌ছে, তা'র দর হয় তো বিশ হাজার টাকা হেঁকে বস্‌বেন। …সে ছেলের আশা করা আমার মতন সামান্য গৃহস্থের পক্ষে বামনের চাঁদে হাত বাড়ানর সমান। গিন্নী, তাঁ'রা হ'লেন বড় লোক, সেখানে গেলে তাঁ'রা হয় তো কথাই কইবেন না। সাধে কি আমি সে মুখো হই নি?"

সুকুমারী সগর্ব্বে কহিলেন, "কেন, আমাদের মেয়েও তো ফেলা যায় না। অমন সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে পেলে তাঁরা আদর করে ঘরে তুলে নেবেন।"

পশুপতি কৃত্রিম হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আ পোড়া কপাল! আজ কাল গোল গোল সাদা সাদা চক্‌চকে জিনিসগুলির মতন সুন্দর আর কিছুই নেই। মেয়ে পরীই হ'ক, আর পেত্নীই হ'ক, টাকা চাই-ই চাই। টাকা হ'লে সকল মেয়েই পার হয়ে যায়। পূর্ব্বে ছিল 'সর্ব্ব দোষ হরে গোরা', এখন হয়েছে 'সর্ব্বদোষ হরে টাকা', বুঝ্‌লে?"

সুকুমারী কহিলেন, "ভাল, একবার চেষ্টা করে' দেখ্‌লে ক্ষতি কি?"

পশুপতি বলিলেন, "তোমার কথা শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এতদিন ধরে' চেষ্টা কি কম করেছি? আচ্ছা, উকীল বাবুর ওখানেও একবার হয়ে আস্‌ব। এত লোকের হাতে অপদস্থ হয়েছি, এঁর হাতেও না হয়' হ'ব, তা'র আর কি? 'বোঝার উপর শাকের আঁটিটি'। হা ভগবন্‌, তোমার মনে এই ছিল!"

[২]

পশুপতি মুখোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রামনগর নামে একটী পল্লীগ্রামে। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৩ বৎসর। যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা শ্রীপতি

গোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় প্রায় পাঁচ শত বিঘা জমি ছিল; তাহার ইতেই একপ্রকার স্বচ্ছল অবস্থায় তিনি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ত্র পশুপতিকে তিনি হুগলী কলেজে বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছেলেন। পশুপতিও বেশ মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়াতে বি এ পরীক্ষা না দিয়াই তাহাকে কলেজ ছাড়িতে হইল। তিনি আর চাকরির চেষ্টা না করিয়া বাটীতেই স্থির হইয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন এবং পৈতৃক বিষয় রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

পশুপতির স্বভাবচরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। কথাবার্ত্তায় সকলের সহিতই প্রিয়ভাষণ করিতেন। সে নিমিত্ত তিনি ক্রমশঃ গ্রামবাসিগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহার পত্নী সুকুমারীর সৌজন্য ও ভদ্র ব্যবহারে প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাকে অতীব স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বাটীতে কাহারও অসুখ হইলে কিম্বা অন্য কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই অযাচিত ভাবে এই দম্পতির সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতেন।

কন্যা কুসুমকুমারী রূপে গুণে জননী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিলেন না। বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপের পূর্ণবিকাশ হইয়া তাঁহাকে একটী সজীব দেবী প্রতিমায় পরিণত করিল। সে সৌন্দর্য্যে প্রাখর্য্য ছিল না, সে দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য ছিল না, সে রূপে দাহিকা শক্তি ছিল না। শরৎকালের মেঘবিমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ সে রূপ, শারদ শশীর মত সুন্দর সে মুখখানি। সে বদন-নিঃসৃত মৃদু বাক্যগুলি যেন সুধাধারা বর্ষণ করিত, একবার শুনিলে শ্রবণ যুগলের তৃপ্তি হইত না। কিশোরীর লজ্জা বিনম্র নয়নদ্বয় যেন স্বভাবতঃই আনত।

এই সকল কারণে সুকুমারী ও কুমারী কুসুমকুমারীকে তাঁহার

বয়স্যাগণ অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। বিবাহ যোগ্য বয়স হওয়াতে আজকাল কুসুমকুমারী কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাটীর বাহির হইতেন না। সুতরাং তাঁহাকে প্রায়ই নিজকক্ষে একাকিনী থাকিতে দেখা যাইত।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত পশুপতি ও সুকুমারীর পরস্পর কথোপকথনের সময়ে কুসুমকুমারী পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। হঠাৎ পিতার কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর হওয়াতে তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয় কক্ষের মধ্যস্থিত অর্গলবদ্ধ দ্বারের সমীপস্থ হইয়া কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "গলায় কলসি বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে" ইত্যাদি বাক্য তিনি প্রথমেই শুনিয়াছিলেন এবং তাহাতেই জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার পিতা মাতা বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত নহেন ও এসকল কথা তাঁহারই উদ্দেশে কথিত হইতেছে। সেইজন্যই তিনি আড়ি পাতিতে গিয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহার মত গুণবতী কন্যার এরূপ কু-অভ্যাস থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নহে।

যাহা হউক, কুসুমকুমারী উভয়ের কথাবার্ত্তা যতদূর পারিলেন, শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া তাঁহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও অনুতাপের উদয় হইল। তিনি নিজের জীবনকে শত ধিক্কার দিতে দিতে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হায়! শেষে আমিই মা বাবার অশান্তির কারণ হলুম? মা স্তন্যপান করিয়ে আমাকে এত বড়টী করলেন কি এইজন্যে? যে পিতার আমি এত আদরের মেয়ে ছিলুম, যিনি আমাকে ছেলে বেলায় একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারতেন না, আজ কি না সেই স্নেহময় পিতা কন্যার মৃত্যুকামনা করছেন? মাগো, তোমার গর্ভেই আমার মরণ হয় নি কেন? তা' হ'লে আর এ স্বার্থপর

জগতের আলো দেখ্‌তে হ'ত না ; তা' হ'লে এ সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিতুম না। হে ভগবন্‌, কেন আমাকে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম দিয়েছিলে ? কি পাপে আমার এ শাস্তি ? কি পাপে আমার বাপ মার এই দারুণ মনস্তাপ ?"

যদিও এই কথাগুলি কুসুমকুমারী মনে মনেই বলিতেছিলেন, তথাপি তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। শয্যার উপর শায়িত হইয়া উপাধানে মুখ গুঁজিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার প্রতিবেশিনী ও বন্ধু শ্রীমতী স্বর্ণলতা কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কুসুম, ও কুসুম, ঘুমচ্ছিস্‌ না কি ?"

কুসুমকুমারী অপ্রতিভ হইয়া একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "না দিদি, ঘুমাই নি। এস, ঘরের মধ্যে এস: ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

স্বর্ণলতা একদৃষ্টে কুসুম কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। এক্ষণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং স্বকীয় অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় মুছাইতে মুছাইতে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ভাই ? কাঁদ্‌ছ কেন ?"

কুসুমকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি অধিকতর ব্যগ্রভাবে বলিলেন "লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, চুপ করে রইলে যে ? আমার কাছে কথা লুকিও না।"

কুসুমকুমারী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখানে কথা কইলে ওঁরা শুন্‌তে পাবেন। চল, তোমাদের বাড়ী যাই।"

স্বর্ণলতা মনে করিলেন, কোন কারণে ইঁহার পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া থাকিবেন। সেজন্য আগ্রহভরে উঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তবে চল।"

কুসুমকুমারী পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন, "না দিদি, আমি এখন যা'ব

। যদি মা খোঁজেন ———".

স্বর্ণলতা বলিলেন. "তা জিগ্যেস করে' এস না।"

কুসুমকুমারী উত্তর করিলেন, "আমি এ সময়ে ওঁদের সমুখে যেতে ারব না।"

স্বর্ণলতা একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "ভাল আমিই 'গ্যেস করে' আস্‌ছি।' তুমি ততক্ষণ আধসাজা পানগুলো সেজে াও।"

এই বলিয়া স্বর্ণলতা বহির্দ্বার দিয়া বাহির হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে ত্যাগমন পূর্ব্বক কুসুমকে বলিলেন, "চল এখন।"

[৩]

পশুপতি বাবুর বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রায়তন দ্বিতল গৃহে পূর্ব্বকৃষ্ণ বসু নামে জনৈক গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিতেন। অপূর্ব্ববাবু ালী ও বর্দ্ধমান জেলা হইতে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান তেন। তাহাতে বেশ দু' পয়সা লাভ হইত। তাহাতেই তিনি সচ্ছল- াবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পরিবারের মধ্যে এক বিধবা তা ও সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণলতা বর্ত্তমান। অপূর্ব্বকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলকৃষ্ণ হাজারীবাগে চাকরি করেন এবং সেইখানেই সপরিবারে অব- ্তি করেন।

অপূর্ব্বকৃষ্ণের কিঞ্চিন্ন্যূন দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার ঃক্রম এক্ষণে ২১ বৎসর এবং স্বর্ণলতা অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া- ্ন। সুতরাং স্বর্ণলতা ও কুসুমকুমারী সমবয়স্কা বলিলেই হয়। সেই ারণ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব। অবসর পাইলেই পরস্পর দেখা-

সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন ।

নিজকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র স্বর্ণলতা কহিলেন, "তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছিল যে আজ হয়তো তুমি বাপ মার কাছে বকুনি খেয়েছ, তা'ই কাঁদছিলে; কিন্তু কই, তাঁদের তো মুখভার বা রাগত ভাব দেখ্‌তে পেলুম না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কুসুমকুমারী উত্তর করিলেন, "তাঁরা রাগ করতে গেলেন কেন, দিদি? আর আমি এমন কাজ করতেই বা গেলুম কেন, যা'তে বকুনি খেতে হয়? বলব কি দিদি, আমার মরণ হ'লেই মঙ্গল। ওঁদের কষ্ট আর দেখা যায় না; আমিই ওঁদের জীবন বিষময় করে' তুলেছি।"

বাধা দিয়া স্বর্ণলতা বিমর্ষভাবে বলিলেন, "বুঝেছি বোন, আর বলতে হ'বে না। আমাদের হিন্দুর ঘরে মেয়ের বিয়ে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠ্‌ল কি, মা বাপের একবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ হ'ল। কেমন, তোমার বিয়ের কথাই হয়ে থাক্‌বে, না?"

কুসুমকুমারী কাতর স্বরে কহিলেন, "হাঁ দিদি, এইমাত্র পোড়া কপালীর বিয়ে নিয়ে,—বিয়ে কেন বলি মরণ নিয়ে,—দুজনে কত কথা হচ্ছিল। মা কত দুঃখ করছিলেন, বাবা কত হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছিলেন। শুনে শুনে আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছিল, তা' বুঝ্‌তেই পারছি। মনে হচ্ছিল, হে যম, এখনও আমায় ভুলে রয়েছ কেন?"

সান্ত্বনা দিয়া স্বর্ণলতা বলিলেন, "ও সব পাগলামির কথা যেতে দাও। এখন যমকেও ডাকতে হ'বে না, বনবাসেও যেতে হ'বে না। বিয়ের ফুল ফুট্‌লে বর এসে তোমায় আপনি ডেকে নিয়ে যা'বে।"

"দিদির যেমন কথা!" এই বলিয়া কুসুমকুমারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া

সিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "ওসব কাজের কথা নয় দিদি। [illegible]য়ের নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে। আচ্ছা দিদি, এমন কোন [illegible]পায় আছে, যা'তে করে' বিয়ে নামক ভয়ঙ্কর কাণ্ডের হাত থেকে [illegible]রিত্রাণ পেতে পারি ?"

কৃত্রিম হাসি হাসিয়া স্বর্ণলতা উত্তর করিলেন, "আরে পাগ্‌লী, বিয়েটা [illegible]ক এতই ভয়ানক জিনিস, যে তার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাবি ?"

কুসুমকুমারী কহিলেন "মাইরী দিদি, যদি দেশ ছেড়ে পালা'বার জো [illegible]াকত, তো আজই কোথাও গিয়ে চিরকালের জন্ম এ পোড়ামুখ লুকো-[illegible]ম। কিন্তু পোড়া মেয়ে মানুষের কপালে যে তাও সইবে না। এখনি [illegible]ামশুদ্ধ চিচিকার পড়ে' যা'বে। এখন নিশ্চিন্দি হ'য়ে মরতে পেলেই [illegible]ব গোল চুকে যায়।"

স্বর্ণলতা কুসুমের চিবুকে করার্পণ করতঃ কহিলেন, "ছি ভাই, ও সব [illegible]থা মুখে আনতে নেই। এমন ননীর পুতুল কি ভেঙ্গে ফেলবার [illegible]ন্যেই ঈশ্বর গড়েছেন ? এ সুন্দর ফুলটী কি ফুটতে না ফুটতেই ঝরে [illegible]ড়তে পারে ?"

কুসুমকুমারী মুখ সরাইয়া লইয়া কহিলেন, "পোড়া শরীরের আর [illegible]্যাখ্যানা করতে হ'বে না দিদি। তোমার এ ফুলটিকে কেউ নখ দিয়ে ছিড়ে কুচি কুচি করে' পায়ের তলায় রগড়ে ফেলে; এর অস্তিত্বলোপ করে [illegible]য়, তাহ'লেই এর জন্ম সফল হয়।"

স্বর্ণলতা কহিলেন, "যে এ ফুলটাকে ছিঁড়ে নেবে, সে বুকে করে' না [illegible]খে থাকতে পারবে না।"

বাধা দিয়া কুসুমকুমারী বলিলেন, "ফুলের মুখে আগুন। চলোয় যাক [illegible]মন ফুল ! পুড়ে ছাই হয়ে যা'ক।"

[illegible]নের আবেগবশতঃ কুসুমকুমারীর মুখ হইতে আর বাক্যনিঃসরণ

হইল না। উহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে স্বর্ণলতা এদিক্ ওদিক্কার বাজে কথা পাড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কুসুমকুমারী বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দিদি, এই যে মিন্সেরা ছেলের বিয়ে দেবার সময়ে টাকা নেয়, সে কি ছেলের দাম বলে নেয়?"

স্বর্ণলতা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "মেয়েকে অনুগ্রহ করে ব্যাটার বউ করবেন, তাই মেয়ের বাপের কাছ থেকে 'পণ' আদায় করে থাকেন।

কুসুম। যে মেয়ের বাপ পণ না দিতে পারবে, সে মেয়ের আর বিয়ে হ'বে না?

স্বর্ণলতা। না হয় নাই হ'ক; কুছ পরোয়া নেই! ছেলের বিয়ে তো আর আটকা'বে না। যে বেশি পণ দিতে পারবে, তা'র মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হ'বে।

কুসুম। তা'র মানে এই হ'ল যে, যে বেশি দাম দিতে পারবে, ছেলে সেই নেবে। এ ছেলে বিক্রী করা না তো আর কি?

স্বর্ণলতা। বিক্রী কি করে' হ'ল, পাগলী? ছেলে তো আর শ্বশুর বাড়ী ঘর করতে যায় না, মেয়েই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাকে।

কুসুম। তবে আবার ছেলের বাপ টাকা নেয় কেন? শোন দিদি, আমি যা' বুঝতে পেরেছি তা' বলছি।—যে পাঁটা যত ভারি, অর্থাৎ যা'র গায়ে বেশি মাংস, সেই পাঁটা বেশি দামে বিকোয়। তেমনি যে ছেলে বেশি মোটা সোটা, সেই ছেলের দাম তত বেশী হয়।

স্বর্ণলতা হাসিতে হাসিতে কুসুমকুমারীর গালে ঠোনা মারিয়া বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ ভাই। তা' হ'লে খুব রোগা দেখে একটা ছেলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করতে পারলে তোমার বাপকে বেশী টাকা দিতে হ'বে না।"

কুসুমকুমারী কৃত্রিম হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তা' তো বটেই দিদি।

মাবার যদি একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, তা' হ'লে আমারও আইবড় নাম খণ্ডে' যায়, আর বাবারও একটী পয়সা খরচ হয় না।"

স্বর্ণলতা বলিলেন, "বাঃ! কি বুদ্ধি তোমার! ওগো, তা' নয় গো, তা' নয়। বলি পাঁটার মাংসর চেয়ে মটনের, অর্থাৎ ভ্যাড়ার মাংসর দাম বেশী হয় জান?"

কুসুম। হাঁ, তা' তো শুনেছি, খাই নি যদিও।

স্বর্ণলতা। কেন দাম বেশী হয় বল দেখি?

কুসুম। শুনেছি, পাঁটার চেয়ে ভ্যাড়ার মাংস খেতে ভাল হয়।

স্বর্ণলতা। ঠিক বলেছ। আবার সচরাচর যে মটন বাজারে বিক্রী হয়, গ্রামফেড্ মটন (Gramfed mutton) অর্থাৎ ছোলা খেকো ভ্যাড়ার মাংসর দর তা'র চেয়ে বেশী হয়। কেমন, নয়?

কুসুম। তা' তো হ'বেই। ছোলা খাওয়া'তে যে অনেক পয়সা খরচ হয়।

স্বর্ণলতা। তা'ও বটে, আর ছোলা খেয়ে খেয়ে মাংসর চর্ব্বি বেশী হয়।

কুসুম। তা'র মানে, চর্ব্বিওয়ালা মাংসর দামই সবচেয়ে বেশী।

স্বর্ণলতা। নিশ্চয়ই। বেকন, অর্থাৎ শোরের মাংসর সব চেয়ে বেশী চর্ব্বি থাকে, সেইজন্য এই মাংসর দামও সব চেয়ে বেশী; আর—, নাক সিঁটকোচ্ছ যে?—তুমি আমি যেন ঘেন্না করলুম, কিন্তু শিখ, কাশ্মীরী পণ্ডিত, আর ইংরেজদের তো কথাই নেই, এরা সকলেই বুনো শোরের মাংস আদর করে' খায়।

কুসুমকুমারী নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ম্যাগো! দিদির এ কি সব বর্ণনা হচ্ছে? শুনে' শুনে' আমার যে পেটের ভাতগুলো পর্য্যন্ত

গলার কাছে উঠে আসছে।

স্বর্ণলতা হাসিয়া বলিলেন; "এখন বিয়ের সমস্যাটা ভাল করে' বুঝতে পারবে। শোন —এণ্ট্রেন্স পাশ ছেলে হল পাঁটার মাংস; এফ্ এ পাশ ছেলে হল মটন; আর বি এ পাশ ছেলে হল গ্রাম-ফেড্ মটন। আবার এম্ এ পাশ দিলেই সে ছেলে হয়ে গেল——, তা'র এত দাম যে গৃহস্থ মানুষের পক্ষে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। *

কুসুমকুমারী উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, দিদি, বেশ। এমন সোজা কথাটাও লোকে বুঝতে পারে না। ধৃষ্টতা মাপ করো দিদি; বলি বোনাই মশাই কোন্ শ্রেণীর মাংসর দরে বিকিয়েছিলেন?"

স্বর্ণলতা স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "তিনি কোন পাশই দেন নি; কাজেই তাঁকে পাখীর মাংসের দরে পেয়েছিলুম।"

"আমার অদৃষ্টে পাখীর মাংসও জুটবে না," এই কথা বলিয়া ফেলিয়া কুসুমকুমারী লজ্জায় এক দৌড়ে কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন।

স্বর্ণলতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই কুসুম-কোমলা স্বভাবসুন্দরী কিশোরীর ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, এবং বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, "কি আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয়! রূপের অভাব নেই, গুণের অভাব

* "বি এ" ও "এম্ এ" উপাধিধারী প্রিয় যুবকবৃন্দের নিকট গ্রন্থকারের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন এ বৃদ্ধের উপর গালিবর্ষণ না করেন। উপরে অবিবাহিত যুবকগণের যে শ্রেণী বিভাগ করা হইল, তাহা তাঁহাদের অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কি, তাঁহারা প্রত্যেক শ্রেণীর যুবকের বিবাহমূল্যও নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না। এক্ষণে শিক্ষিত যুবকগণ স্বয়ং মাথা না তুলিলে সমাজের এ দারুণ কলঙ্ক অপসারিত হইবে না, হইবে না, হইবে না!!!

নেই, এমন সোণারচাঁদ মেয়ের বিয়ের জন্য আবার ভাবতে হয়? ব্রাহ্ম সমাজে হ'লে কি আর এ মেয়ে এতদিন পড়ে' থাকতে পেত? পোড়া হিন্দুসমাজের হ'ল কি? হে ঈশ্বর, একবার মুখ তুলে কি চাইবে না?"

[৪]

গোপালপুরে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের নিবাস। গোপালপুর গ্রাম চুঁচুড়া হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত, সুতরাং তিনি নিজের মোটরেই প্রত্যহ হুগলী কোর্টে যাতায়াত করিয়া থাকেন। তিনি সাত বৎসর ধরিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আজকাল ওকালতীতে তাঁহার বেশ পসার জমিয়া গিয়াছে; সেজন্য এই কয় বৎসরেই অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও একটী বিধবা ভগিনী। প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র বি এ, পাশ করিয়া এম এ, পড়িতেছে; তাঁহার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র। দ্বিতীয় পুত্র যতীশচন্দ্র এনট্রেন্স ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছে। কন্যাটী তিন বৎসর বয়স্কা বালিকা মাত্র। ভগিনী হরসুন্দরী বাবুর বয়োজ্যেষ্ঠা।

অদ্য রবিবার, প্রাতঃকাল। কোর্ট নাই বলিয়া উকীল বাবু এক খানি উঁচী চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে কয়েক খানি চেয়ারে তিন জন মক্কেল উপবিষ্ট। ইঁহারা বড় রকমের মক্কেল এবং ইঁহাদের মকদ্দমাও কিছু জটিল রকমের। সেজন্য উকীল মহাশয় ইঁহাদিগকে অবকাশ সময়ে ডাকিয়াছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল ইঁহাদের কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর বলিলেন, "হাঁ, আপনাদের কাছে যে সকল কাগজ আছে, তা' তো দেখ্‌লাম। এখন কোর্টের

নথীও ভাল করে' দেখতে হ'বে। তা'রপর আমি বলতে পারব, আপনাদের কেস কিরকম দাঁড়া'বে। বুঝছেন তো, মামলা বড় সোজা নয়, অনেক মার পাঁচ আছে। বিলক্ষণ মাথা ঘামা'তে হ'বে তবে গিয়ে এর কিনারা করতে পারব।"

একটী ভদ্রলোক বলিলেন, "তা' তো বটেই মশাই। গোলমেলে না হ'লে কি আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসি? কারণ বেশ জানি যে এ মকদ্দমা চালান যে সে উকীলের কাজ নয়।"

সুধীরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারিখ কবে পড়েছে?"

ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন, "আসছে বুধবার, ১৬ তারিখে, ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেবের এজলাসে শুনানি হ'বে।"

সুধীরচন্দ্র মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে কহিলেন, "এঃ, তা'ই তো। মাত্র দু' দিন মাঝে আছে। তা'হ'লে কোর্টের নথী কালই দেখতে হ'বে দেখছি। আচ্ছা, কত টাকা দিতে পারবেন, শুনি।"

রমেশবাবু (ভদ্রলোকটীর নাম রমেশচন্দ্র) বলিলেন, "মশাই, আপনিই বলুন, কত টাকা হ'লে আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক হয়। তবে আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দায়ে পড়েছি, দয়া করে' যাতে কম হয় - "

উকীল মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন, "দেখুন, ওসব কাজের কথা নয়। মামলা করতে গেলেই পয়সা খরচ হয়, তা' তো জানেন। শুনুন, পাঁচ শ' টাকার এক পয়সা কমে এ কেস্ নিতে পারব না।"

রমেশবাবু কাতর স্বরে বলিলেন, "এযে অনেক টাকা! এত টাকা দিতে গেলে ঘটী বাটী বিক্রী করতে হ'বে। মশাই, একটু বুঝে সুজে বল্লে ভাল হয়।"

সুধীরচন্দ্র কর্কশ ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার এক কথা। হুগলী কোর্টে উকীলের তো [illegible] হয়. আপনারা

স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারেন। আমি তা'তে বিরক্ত হ'ব না। আর এও বলে' দিচ্ছি, যখন আপনাদের কাগজ পত্র দেখেছি, তখন আপনাদের বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড়া'ব না।"

রমেশবাবুর সহযোগী বলিলেন, "আপনার সৌজন্য কে না জানে? সেইজন্যেই লোকে আপনার কাছে এসে থাকে। যা' হ'ক, আমরা টাকার জোগাড় করি, তা'র পর বৈকালে এসে আপনাকে কাগজ পত্র দিয়ে যা'ব।"

সুধীরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "তা' হ'বে না মশাই। আপনারা কি বাজারদর যাচাই কর্‌তে এসেছিলেন? যদি আমাকে উকীল কর্‌তে চা'ন, তা' হ'লে এখনি অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে মোক্তার নামায় দস্তখত করে' যা'ন। আমি আর বেশী সময় আপনাদের দিতে পারি না।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "যে আজ্ঞে।" এই বলিয়া টাকা বাহির করিয়া গণিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে বাটীর সম্মুখে অশ্বারোহণে একটী প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং বাহিরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষে অশ্বকে বাঁধিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

পাঠক পাঠিকাকে কি বলিতে হইবে, ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পশুপতি বাবু? মাঠে শস্যাদির অবস্থা প্রভৃতি পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ইনি একটী বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ অশ্ব রাখিয়াছিলেন। বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার মহোদয়গণের ন্যায় ইনি আলস্যপ্রিয় ও আয়েসী ছিলেন না। প্রয়োজন হইলে ইনি অশ্বপৃষ্ঠে দশ পনেরো ক্রোশ পথ বিনা ক্লেশে অতিক্রম করিয়া বাটী ফিরিতেন। ইহাতে যে কেবল তাঁহার বিষয়কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, এমন নহে; বরং তিনি বেশ সুস্থ শরীরে

কালাতিপাত করিতেন।

গতকল্য সুকুমারী তাঁহাকে অনেক করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে একবার এই উকিল বাবুর সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া দেখেন। তা'ই স্ত্রীর কথা এড়াইতে না পারিয়া অদ্য তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঁহার দ্বারস্থ হইয়াছেন।

[৫]

পশুপতি উকিলবাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু সুধীরচন্দ্র একদৃষ্টে সেই ঠনঠনায়মান রজত খণ্ডগুলির দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি আকর্ষিত হইয়াও হইল না। অগত্যা পশুপতি নিজেই একখানি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন।

চেয়ার টানার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করাতে তিনি পশুপতির দিকে চাহিলেন। পশুপতি তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি জন্য আসা হয়েছে? কোন মকদ্দমা আছে কি?"

পশুপতি কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আছে। আপনি আগে এঁদের বিদায় করুন, তা'র পর আমি কথা পাড়্ছি।"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "আপনি কাগজ পত্র দেখা'তে পারেন। এঁদের সঙ্গে আমার কাজ সারা হয়ে গেছে, কেবল টাকাটা গুণে নিলেই হয়।"

এই বলিয়া রমেশচন্দ্র প্রদত্ত ২৫০৲ টাকা নগদ ও নথীপত্র ক্যাসবাক্সের মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদিগকে আগামী কল্য ১১টার সময়ে কোর্টে আসিতে বলিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলে সুধীরচন্দ্র পশুপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

"শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায়।"

"কোথা হ'তে আসা হচ্ছে?"

"রামনগর থেকে আসছি।"

"রামনগর না এই হুগলি জেলাতেই?"

"আজ্ঞে হাঁ। এখান থেকে আট ক্রোশের উপর হ'বে।"

"কিসে করে' এলেন? কই গাড়ির শব্দ তো শুনতে পেলাম না।"

"আজ্ঞে, ঘোড়ায় চড়ে' এসেছি।"

"ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আছে না কি?"

"অভ্যাস বিলক্ষণ আছে। কিছু জমিদারী আছে, তা'ই দেখতে শুনতে প্রায়ই যেতে হয় বলে' একটা ঘোড়া রেখেছি।"

সুধীরচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি দেখছি একজন জমিদার, এঁকে হস্তগত করতে পারলে বেশ দু'পয়সা পাওয়া যা'বে।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "বেশ বেশ, ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস থাকা খুব ভাল। আমাদের আর হয়ে ওঠে না, মকদ্দমা নিয়েই দিন কেটে যায়।—ওরে, কে আছিস, বাবুকে তামাক দিয়ে যা'। আপনার মকদ্দমার কাগজ পত্র তো কই আপনার সঙ্গে দেখছি না।"

পশুপতি মৌখিক সৌজন্য দেখাইয়া বলিলেন, "আমি তামাক খাই না।—মকদ্দমার কাগজ পত্র নেই, মুখেই বলতে চাই।"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "তবে বলুন।"

পশুপতি ভাবিলেন, এত গৌরচন্দ্রিকার পর একেবারে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব কি করিয়া করেন। যাহাহউক, দুর্গানাম স্মরণপূর্বক বলিয়া ফেলিলেন, "আমার একটি অবিবাহিতা কন্যা—"

বাধা দিয়া উকিল মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "তা'কে কি কেউ বা'র করে' নিয়ে গেছে? পুলিসে খবর করা হয়েছিল কি?"

বিরক্ত হইয়া পশুপতি উত্তর করিলেন, "না না, সে সব নয়। আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই আপনি যে একটা মস্তো বিদ্‌ঘুটে মকদ্দমা খাড়া করে' ফেল্লেন।"

সুধীরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের কথা পেড়েছেন যখন, তখন হয় তা'র বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌তে এসেছেন; নয় কেউ তা'কে বা'র করে' নিয়ে গিয়েছে বা নিয়ে যা'বার চেষ্টা করেছে। তা' না হ'লে আর আপনি আমার কাছে কেন আস্‌বেন?"

পশুপতি কহিলেন, "তা প্রথমটা ভেবে নিলেও তো নিতে পারতেন।"

সুধীরচন্দ্র পুনরপি হাসিয়া বলিলেন, "ও:! তা'ই বলতে হয়। তা মেয়ের সম্বন্ধ এখানে কোথায় হচ্ছে?"

পশুপতি। কোথাও হয় নি, কর্‌তে এসেছি।

সুধীরচন্দ্র। কা'দের বাড়ীতে?

পশুপতি। এই আপনারই বাড়ীতে। অন্য কোন বাড়ীতে সম্বন্ধ কর্‌তে হ'লে আপনার কাছে আসব কেন?

সুধীরচন্দ্র। (সাশ্চর্য্যে) বটে? আমার বাড়ীতে? আপনার মেয়েটী কত বড়? দেখ্‌তে কেমন?

পশুপতি। মেয়ের বয়স এই পনেরোয় পড়েছে।

"ধেড়ে মেয়ে! ভাল, দেখ্‌তে কেমন?"

"সে অনুগ্রহ করে' একবার দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন।"

"মেয়ে সঙ্গে করে' এনেছেন না কি? তা' হ'লে একবার বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিলে আমি দেখে আস্‌তে পারি।"

"আপনি কি বল্‌ছেন? লোকে কি মেয়ে সঙ্গে করে' নিয়ে সম্বন্ধ করে' বেড়ায়?"

"দেখ্‌বার কথা বল্লেন কি না, তাই ভেবেছিলাম হয় তো সঙ্গে করে'

এনেছেন। তা আপনি চটেন কেন? মেয়েটা দেখ্‌তে কেমন, বলে' ফেল্লেই তো গোল চুকে যায়।"

"মেয়ের ফটো সঙ্গে এনেছি, আপনি দেখ্‌তে পারেন।" এই বলিয়া পশুপতি কুসুমকুমারীর একখানি ছায়াচিত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুধীরচন্দ্র একবার ফটোখানির দিকে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন, "ভাল, মেয়ের ফটোই হ'ক, আর আসল মেয়েকেই হ'ক,এর পর দেখ্‌লে চলবে। এখন দক্ষিণের ব্যবস্থাটা কি রকম হ'বে বলুন দেখি।"

পশুপতি কহিলেন, "কন্যা সম্প্রদান আমি কর্‌ব। কিন্তু দানের দক্ষিণা স্বরূপ আমি যা' কিছু হাত তুলে দিব, আপনি কি তা স্বীকার কর্‌বেন?"

সুধীরচন্দ্র বিদ্রূপাত্মক দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন, "বটে? তবেই আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে!"

পশুপতি কহিলেন, "আপনিই তো আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন যে দক্ষিণের ব্যবস্থাটা কি রকম হ'বে। তা'ই আমি শাস্ত্রের ব্যবস্থা আপনাকে শোনা'লুম, কারণ যে ব্যক্তি দান করে, দক্ষিণেও সে আপন সামর্থ্য অনুসারে দিয়ে থাকে। আমি দান কর্‌ব, আর বর হাত পেতে সে দান গ্রহণ কর্‌বেন, এতে আপনার বক্তব্য কিছুই নেই। এই হ'ল সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা।"

সুধীরচন্দ্র অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "আপনি যে দেখ্‌ছি হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করে' দিলেন।"

পশুপতি কহিলেন, "আমরা হিন্দু, আমাদের হিন্দুমতে বিবাহ হয়ে থাকে বলে'ই শাস্ত্রের কথা পেড়েছিলুম; সেজন্য মাপ কর্‌বেন। এখন সভ্য সমাজের ব্যবস্থা অনুযায়ী আপনিই বলুন, কত ও কি কি দিতে হ'বে।"

সুধীরচন্দ্র মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "তবে শুনুন। নোটবুক থাকে তো টুকে নিন, এর পর ভুলে' যা'বেন।"

পশুপতি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমাকে তো আর কোন মক্কেলের প্রেসী (Precis) নিতে হ'বে না, আপনি অমনিই বলুন।"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "এ প্রেসির চেয়েও বাড়া। প্রথম, কন্যার অলঙ্কার সর্ব্বশুদ্ধ বেশি নয়, ২০০ ভরি সোণা দিলেই হ'বে; রূপার গহনা আমাদের বাড়ীতে কেউ পরে না। তা'ছাড়া ২৫০৲ টাকার বেনারসী চেলি ও তা'র উপযুক্ত ব্লাউজ দিতে হ'বে। বরের পণ বাবত নগদ ৫০০১৲ টাকা, এবং বরাভরণ বাবত সোণার ঘড়ী ও চেন ৩৫০৲ টাকার ও হীরের আংটী ২৫০৲ টাকার; আর চেলীর জোড় আন্দাজ ১৫০৲ টাকার। দান সামগ্রী রূপার বাসন দিলেই চল্‌বে, এই আন্দাজ ৩০০৲ টাকার; এর উপর পিতল কাঁসার বাসন দিতে চা'ন ভালই, নচেৎ বিশেষ দরকার নেই। নমস্কারী কাপড়ের মধ্যে ১০ খানা গরদ ও ৫১ জোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও সাড়ী চাই। তা'রপর রইল ফুলশয্যার তত্ত্ব, সে যেমন ভাল বোঝেন, সেইমত দেবেন: অর্থাৎ মেয়ের জন্যে আট আঙ্গুল চওড়া জরি পাড় ঢাকাই সাড়ী ও কিংখাপের ব্লাউজ; আর ছেলের জন্যে ভাল জরি পাড় ঢাকাই ধুতি ও রেশমের জামা উড়ানি, আর শয্যার জন্যে বিলাতি দোকানের স্প্রীং দেওয়া ছাপ্পর খাট, গদি, বিছানা, লেপ ও মশারি, আর আরসী দেওয়া ড্রেসিং টেবিল, ড্রয়িং রূমের এক সেট গদি দেওয়া কৌচ ও চেয়ার এবং বাথরুমের ব্যবহার যোগ্য মার্ব্বেলের ওয়াস হ্যাণ্ড্‌ষ্ট্যাণ্ড (wash-hand stand) ও ক্রকারি (crockery)। এ সব মনে থাক্‌বে তো? অবশ্য এক শ' জন বরযাত্রীর যাওয়া আসার রাহা-খরচ স্বতন্ত্র লাগ্‌বে। এইগুলি দিতে স্বীকার করেন, তবে ছেলেকে বা'র কর্‌তে পারি। নইলে আর মাথা ঘামাই'বার দরকার নেই।"

পশুপতি অবাক্ হইয়া এই নির্লজ্জ প্রস্তাব শুনিতেছিলেন। উকীল মহাশয়ের বাক্য সমাপ্ত হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মাত্র ১৫।১৬হাজার টাকার ফর্দ্দ হ'বে! তা মশাই আমি তো আর রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিনি যে তা'র সঙ্গে অৰ্দ্ধেক রাজত্ব দিতে হ'বে।"

সুধীরচন্দ্র অম্লান বদনে উত্তর করিলেন, "এই যদি অর্দ্ধেক রাজত্ব হয়, তবেই আপনার রাজত্বের বহর বোঝা গেছে।"

পশুপতি কহিলেন, "মশাই, আপনারও কি এতই দারিদ্র্যের অবস্থা হয়েছে যে ব্যাটার বিয়ে দিয়ে পরের মাথায় হাত বুলিয়ে রাতারাতি বড় মানুষ হ'তে চা'ন?"

সুধীরচন্দ্র কুপিতস্বরে বলিলেন, "আপনি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হ'তে এসেছেন, না আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে? আমি পচিশ হাজার টাকার ফর্দ্দ দিই নি, এই আপনার পরম ভাগ্য। ফটো দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটার শ্রী আছে, তা'ই আপনার উপর বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হচ্ছে।"

পশুপতি অবজ্ঞাভরে কহিলেন, "সেজন্যে বিশেষ বাধিত হলুম। স্পষ্ট বল্‌তে কি, এমন করে' কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হ'তেও চাই না। মেয়েকে নিজের হাতে খুন করে' ফাঁসি যাওয়াও ভাল, তবু আপনার মতন অর্থলোলুপ কাপুরুষের বাড়ীতে, সামর্থ্য থাক্‌লেও, মেয়ে দেওয়া উচিত নয়।"

সুধীরচন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পশুপতির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আপনার সাহস তো কম নয়? আমার বাড়ীতে বসে' আমাকেই গালাগালি দিচ্ছেন!"

পশুপতি উত্তর করিলেন, "খোঁড়াকে খোঁড়া বল্লে যদি গালাগালি দেওয়া হয়, তবে তা'ই সই। যে লোক নিজের ছেলেকে বিক্রী করতে

পারে, সে তো কসাইয়েরও বাড়া।"

উকীল মহাশয় রূঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনি মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন, না পেয়াদাকে ডাকতে হ'বে? জানেন, আপনার নামে ডিফ্যামেশন-চার্জ্জ (defamation charge) আন্‌তে পারি?"

পশুপতি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা' বেশ পারেন, কারণ আপনি উকীল মানুষ। বলি অত গরম হ'লে চল্‌বে না, স্থির হয়ে বসুন। আমারও শরীরটা দেখ্‌ছেন, সহজে আমার সঙ্গে পার্‌বেন না।"

বেগতিক দেখিয়া উকিল বাবু পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

[৬]

উভয়ে সংযত হইয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিলে সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "অনর্থক বচসা করে' লাভ নেই। এখন স্নানাহার কর্‌তে হ'বে, আপনি বিদায় হ'তে পারেন।"

পশুপতি। বিদায় তো হ'বই মশাই। আপনার বাড়ীতে পাত পাড়্‌তে আসি নি, সে ভয় কর্‌বেন না।

সুধীরচন্দ্র। আপনি একমুঠো অন্নগ্রহণ কর্‌লে তো আমার অভাব হ'বে না।

পশুপতি। যত অভাব হয় আপনার, ছেলের বিয়ে দেবার সময়। বলি আপনার কিসের অভাব, যে আপনি এত বড় একটা লম্বা চওড়া ফর্দ্দ দিলেন? ছেলের বিয়ে দিয়ে কি কেউ বড়মানুষ হয়েছে?"

সুধীরচন্দ্র। বড়মানুষ হ'বার কথা নয় গো ঠাকুর। যে যেমন মানুষ, তা'র তেমনি সম্মান রাখ্‌তে তো হয়?

পশুপতি। বেশ কথা। আপনি যেমন বড়লোক, আপনি যদি নগর

একটা টাকা পণ নিয়ে ছেলের বিয়ে দেন, তা'তে আপনার বেশি মান, না মেয়ের বাপকে সর্ব্বস্বান্ত করে' গহনা, টাকা, কাপড়, বাসন, মায় ফার্ণিচার, যত পারেন আদায় করাতে বেশি মান ?

সুধীরচন্দ্র। তা'হলে একটা ভিখারী ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নিতে হয়।

পশুপতি। ভিখারী ব্রাহ্মণের কেন? শুদ্ধাচারী সুব্রাহ্মণের ঘর হ'লেই হল। পূর্ব্বে ছিল কুলীনের মর্য্যাদা ; এখন সে কুলীনও নেই, সে মর্য্যাদাও নেই। এখন মর্য্যাদা হয়েছে পাশের। ছেলে এ পাশ করলে, তো তা'র দাম হ'ল দশ হাজার ; আর ও পাশ করলে, তো বিশ হাজার !

সুধীরচন্দ্র। এ পাশ ও পাশ সহজ কথা না কি ? ছেলেকে এক একটা পাশ দেওয়াতে কত খরচ পড়ে জানেন তো ?

পশুপতি। তা'ই পাশ দেওয়াবার খরচটা মেয়ের বাপের ঘাড় দিয়ে আদায় করতে চা'ন ? ছি ছিঃ ! ছেলেকে লেখাপড়া শেখান কি বাপের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয় ?

সুধীরচন্দ্র। আপনি যে দেখছি একেবারে সপ্তমে চড়ে' লেকচার ঝাড়তে আরম্ভ করে দিলেন।

পশুপতি। বাজে কথায় ভুলব না ঠাকুর। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, তবে ছাড়ব। বলি আপনি যে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, সেটা কি নিজের কর্ত্তব্য বলে' করছেন, না স্পেকুলেশন (speculation) হিসেবে ? অর্থাৎ বিয়ের সময়ে খরচ খরচা বাদে দু'চার হাজার টাকা লাভ মারবার আশায় ?

সুধীরচন্দ্র। ছেলে নিয়ে কি কেউ ব্যবসা করে' থাকে ?

পশুপতি। ব্যবসা নয় তো কি ? আজকাল ভদ্র হিন্দু সমাজে তা'ই তো হচ্ছে। এই আপনি ছেলের পাশের কথায় খরচের কথা

পাড়্‌লেন, কেন বলুন দেখি ?

সুধীরচন্দ্র। আপনি কি জেরা কর্‌তে বসেছেন ?

পশুপতি। আপনি প্রত্যহই করে' থাকেন, আমি না হয় একদিন কর্‌লুম, তা'তে ক্ষতি কি ? ছেলের পড়ায় অনেক টাকা খরচ হয়েছে, সে তো সুখের বিষয়। আপনার টাকা আছে, খরচ কর্‌তে পেরেছেন, তা'ই ছেলে বিদ্বান্ হয়েছে। আর যা'র টাকা নেই, ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগা'তে পারে না বলে' তা'র আপশোষ থেকে যায়। ছেলে মূর্খ হয়ে থাক্‌লে আপনারই লোকসান, কারণ জানেন তো, বড় লোকের মূর্খ ছেলে হ'য়ে সে ছেলে হ'তেই বিষয় সম্পত্তি উড়ে যায়।

সুধীরচন্দ্র বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "এসব কথা শোনা'বার জন্যে তো আপনাকে ডাকা হয় নি। আমি যা' করেছি বা কর্‌ব, সেজন্যে আমিই দায়ী।

পশুপতি কহিলেন, "বেশ কথা। কিন্তু এখন যে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌তে চাইছেন, তা'র মাথাটা শক্ত কি না দেখা উচিত নয় কি ?"

সুধীরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সে দেখ্‌বার আমার প্রয়োজন নেই। যা'র শক্ত মাথা দেখ্‌ব, তা'রই মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌ব। আপনার শক্তি থাকে, আমার ফর্দ্দোয় স্বাক্ষর করে' এগ্রিমেণ্ট লিখে দিন, তা'রপর আমি গিয়ে মেয়ে দেখে আস্‌ব।"

"আর যদি শক্তি না থাকে ?"

"সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার ঐ এক কথা। তবে আপনি অনেকক্ষণ ধরে' বকাবকি করে' আমার সময় নষ্ট করেছেন, তা'ই আপনার খাতিরে নগদ ৫০০৲ টাকা ছেড়ে দিতে রাজি আছি।"

"না মশাই, আপনার এ অনুগ্রহে দরকার নেই ; যথেষ্ট হয়েছে।" এই

বলিয়া পশুপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উকীলবাবু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি দেবারই শক্তি নেই, তবে এসেছিলেন কেন? আর এতক্ষণ ধরে' বিরক্তই বা করলেন কেন?"

পশুপতিও উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি কি জানতুম যে একজন হৃদয়হীন পশুর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে' কথা কইতে হ'বে? মানুষের টাকা হ'লে কি একেবারে হিতাহিত জ্ঞান, দয়া, মায়া, সকলই নষ্ট হয়ে যায়?"

বাধা দিয়া সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "আপনি আবল তাবল্ যা' মুখে আস্ছে, বকে' চলেছেন। আপনি মনে করেছেন কি?"

অম্লান বদনে পশুপতি বলিলেন, "মনে প্রথমে যা' করেছিলুম, এখনও তা'ই করছি। জগতে এক স্বার্থ বই কি আর জিনিষ নেই? বড়-লোকের পুরে দগুবৎ! এর চেয়ে ছোট লোকের মধ্যে মনুষ্যত্ব অনেক বেশী দেখতে পাওয়া যায়।"

সুধীরচন্দ্র অবজ্ঞাভরে কহিলেন, "তা' সেই ভাল। আমাদের পাড়ায় এক ঘর বাগদী বাস করে, তা'দের একটা বড় সড় ছেলে আছে, সেইটী আপনার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। আপনার পয়সাও লাগবে না, মেয়েও পার হয়ে যা'বে।"

পশুপতি রোষকষায়িত নেত্রে কহিলেন, "কসাইয়ের ছেলের চেয়ে বাগদীর ছেলে ঢের ভাল। সে ছেলে তো আর ওজনদরে বিকোবে না।"

সুধীরচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, "ওরে কে আছিস্ রে, এদিকে আয়।"

বলিবামাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু তাহাকে হুকুম করিলেন, "এ বাবুটীকে বাইরের পথ দেখিয়ে দে তো!—যা'ন, আপনি এখনই বেরোন।"

পশুপতি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁা, আমার কথা ভাল লাগ্‌বে কেন? ছেলেকে নিলেমে দিন, খুব দর চড়্‌বে।"

সুধীরচন্দ্র ভৃত্যকে ধমক দিয়া কহিলেন, "দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্‌ কি, বাবুকে বা'র করে দিয়ে আয় না।"

পশুপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হস্তস্থিত হণ্টিং হুইপ (চাবুক) প্রদর্শন পূর্ব্বক ভৃত্যকে কহিলেন, "আয় দেখি, কে আমায় বার করতে পারে? এখনই তো'কে আর তো'র বাবুকে ধরাশায়ী না করি, তো আমার নাম পশুপতি মুখুজ্যে নয়।"

ভৃত্য করপুটে নিবেদন করিল, "আজ্ঞে, আমি আপনার দাস।" পরে উকীল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, মাঠাকুরুণ আপনাকে বল্‌ছেন, যে বেলা হয়েছে, এ সময়ে ব্রাহ্মণের ছেলেকে কিছু জল খাবার না খাইয়ে অভুক্ত যেতে দেবেন না।"

পশুপতি বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! চণ্ডালের ঘরেও দেবী আছেন!" পরে ভৃত্যকে বলিলেন, "মাকে বলো, আমি এ বাড়ীতে জল গ্রহণ করতে পারব না। আরও বলো যে বাগ্দীর বাড়ীর জল এ বাড়ীর জলের চেয়ে ঢের শুদ্ধ। খেতে হয় সেখানেই খা'ব, যেখানে মেয়ে দিতে হ'বে।"

এই বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সবলে কশাঘাত করিলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্বারোহীকে লইয়া অশ্ব অদৃশ্য হইল।

সুধীরচন্দ্র "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্‌" এবদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

[৭]

পশুপতি প্রস্থান করিবার পর উকীল মহাশয়, ওরফে সুধীরচন্দ্র, কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য পূর্ব্বেই পাশ কাটাইয়া গৃহিণীর নিকট সংবাদ প্রদানার্থ চলিয়া গিয়াছিল। সুধীরচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে কখনও কাহারও হস্তে এরূপ গুরুতর ভাবে অপমানিত ও অপদস্থ হয়েন নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যারপর নাই অপমানিত হইলেন, অথচ অপমানের প্রতিশোধও লইতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ বিমর্ষ হইয়াছিলেন।

সুধীরচন্দ্র একাকী বসিয়া আগন্তুকের ধৃষ্টতার কথা মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে গৃহিণী মহোদয়ার অকস্মাৎ শুভাগমন হইল। উকীল গৃহিণীর নাম শ্রীমতী আভাময়ী দেবী। তিনি স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "বলি নাইতে খেতে হ'বে না কি? মাম্‌লা মকদ্দমা তো বারো মাসই আছে, তা'র জন্যে অমন করে' বসে' ভাব্‌লে কি হ'বে?"

এই বলিয়া আভাময়ী বাহিরের দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। সুধীরচন্দ্র অসময়ে বৈঠকখানায় প্রণয়িণীর দর্শনলাভের আশা করেন নাই। সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, "মামলা মকদ্দমার কথা ভাব্‌ছি না গো ঠাকরুণ। একটা ছোট লোক এসে যা' মুখে এল কতকগুলো বকে' গেল, আর আমি তা'র মুখের মতন দিতে পার্‌লুম না বলে' বড়ই আপশোষ হচ্ছে।"

আভাময়ী স্মিতমুখে বলিলেন, "তাঁ'কে ছোটলোক কি করে' ঠাওরা'লে? অমন সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে' ছোট লোকেরা বেড়ায় না। আর

তিনি যা' কিছু বলেছেন, সে আমাদের ব্যাভারের উপযুক্তই হয়েছে।

দন্তবিকাশ করিয়া উকীল মহাশয় বলিলেন, "গিন্নী ঠাকরুণের আবার আড়িপাতা রোগ কবে থেকে হয়েছে? তা'ই তো বলি গিন্নী আমার হঠাৎ এসময়ে বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হ'লেন কেন।"

আভাময়ী কহিলেন, "আড়ি পাত্‌তে গেলুম কেন? প্রথম প্রথম তোমাদের যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তা'র শব্দ বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত পহুঁছায় নি। শেষাশেষি তোমরা দু'জনেই যে চেঁচিয়ে বকাবকি করছিলে, সে সব রাস্তার লোক পর্য্যন্ত শুনে' থাক্‌বে। বেগতিক দেখে আমি চাকরটাকে আড়াল থেকে দেখ্‌তে বল্লুম; ভয় হ'ল, শেষে হাতাহাতি না হয়।"

সুধীরচন্দ্র গৃহিণীর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "সে জন্যে তোমার কাছে বিশেষ বাধিত হ'লাম। কিন্তু লোকটাকে জলযোগ করা'বার জন্যে সাধা হচ্ছিল কেন? ব্যাটা আমাকে স্বচ্ছন্দে গালাগাল দিয়ে গেল, আর গিন্নী আমার বলে' পাঠা'লেন কি না, যেন একটু জল না খাইয়ে গলাধাক্কা না দেওয়া হয়। বলিহারি যাই!"

আভাময়ী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে! একজন ভদ্রলোক "

"ভদ্রলোক নয়, ছোট লোক—"

"হ্যাঁ, দেশে তুমিই এক ভদ্রলোক আছ, বাকি সকলেই ছোট লোক! এমন নইলে বুদ্ধি।"

"তুমিও ঝগড়া করতে বস্‌লে না কি?"

আভাময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বালাই, ঝগড়া কর্‌বার কি আর লোক নেই, যে তোমার সঙ্গেই করতে হ'বে? বলছিলুম কি যে একজন লোক—ভদ্র লোকই হ'ক, আর ছোট লোকই হ'ক,—তোমার ছেলের

সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এল, তা'র সঙ্গে কি না একেবারে হাতাহাতি হ'বার উপক্রম ! এর মানে কি ? কেন এমন হ'ল ?"

সুধীরচন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এর কৈফিয়ত কি তোমার কাছে দিতে হ'বে ঠাক্‌রুণ ? কেন বল দেখি ?"

আভাময়ী বলিলেন, "নাও, রঙ্গ রাখ। কি হয়েছিল বল না।"

সুধীরচন্দ্রকে এইবার যথাযথ উত্তর দিতেই হইল, কারণ পত্নী নাছোড়বান্দা। বলিলেন, "মেয়ের বিয়েতে যা'যা' দিতে হ'বে, তা'র ফর্দ্দ তাঁ'কে দিলুম। তিনি একেবারে রাগে গব্‌গব্ করতে করতে বকাবকি আরম্ভ করে' দিলেন ; এমন কি শেষে আমাকে কসাই পর্য্যন্ত বলতে ছাড়লেন না। আমি তাঁ'কে বল্লাম, যদি তাঁ'র টাকা দেবারই শক্তি না থাকে, তা'হ'লে আমাদের পাড়ার কোনো বাগ্‌দীর ঘরে মেয়ে দিলে তাঁ'র টাকাও লাগ্‌বে না, মেয়েও উদ্ধার হয়ে যা'বে। সে হতভাগা বল্লে কি না যে কসাইয়ের ছেলের চাইতে বাগদীর ছেলে অনেক ভাল। বল দেখি আভা, এতে রাগ হয় না ? ইচ্ছে হচ্ছিল, এক চোট শিক্ষা দিই। কিন্তু তা'র হাতে হণ্টর ছিল, আর আমি ছিলাম নিরস্ত্র ; কাজেই মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতে হ'ল।"

ব্যঙ্গচ্ছলে আভাময়ী কহিলেন, "তুমি বড় বীরপুরুষ, তা' জানি। গরীব মক্কেল বেচারীদের ঘাড় ভাঙ্গতে খুব দড়।"

সুধীরচন্দ্র গোঁফে চাড় দিয়া বলিলেন, "তা'রা কি আর সাধে টাকা ঢালে ? এই বুদ্ধির সেলামী দেয়, জান্‌লে ? ক'টা উকীল আমার মতন মাথা খেলা'তে পারে বল দেখি ?"

আভাময়ী কহিলেন, "এঁর সঙ্গেও ওকালতি ফলা'তে গিয়েছিলে আর কি ? তাই এমন দুর্গতি হয়েছিল। বলি ফর্দ্দটা কি রকম দেওয়া হয়েছিল, শুনতে পাই কি ?"

সুধীরচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি শুনে' আর করবে কি? তোমার তো আর মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে না।"

"মেয়ের বিয়ে কখনও তো দিতেই হ'বে। এখন না হয়, দশ বছর পরে।"

"ওঃ! তখন দেখা যা'বে। এখন তো তুই ছেলের বিয়েতে কিছু আদায় করা যা'ক।"

এই বলিয়া সুধীরচন্দ্র পশুপতিকে যে পণ আদির ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তাহা পত্নীকে শুনাইলেন। পত্নী অবাক হইয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। পরে কৃত্রিম গম্ভীরতা সহকারে কহিলেন, "হ্যাঁ, বেশ হয়েছে! কেবল দু'টো কথা আরও ভুল গিয়েছ দেখ্‌ছি। ছেলেকে দু' বছর বিলেতে পড়া'তে হ'বে তা'র খরচ, আর ছেলে এর পর বউ নিয়ে ঘর করবে, সেজন্যে কলকেতায় একটা তেতোলা বাড়ী কেন্‌বার খরচ, এ দু'টা খরচও মেয়ের বাপের ন্যায্য দেয়।"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "বেশ লোক তুমি।—"

বাধা দিয়া আভাময়ী বলিলেন, "বেশ লোক আমি, না বেশ লোক তুমি? এত বড় যে একটা ফর্দ্দ দিয়ে বস্‌লে, তা সে ভদ্রলোকটার সঙ্গতি আছে কি না, তা'ও জানবার চেষ্টা করেছিলে কি?"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "সে সব আমার জন্‌বার দরকার কি? আমি তা'কেও বলেছিলাম, আর তোমাকেও বল্‌ছি, যে দিতে পার্‌বে, তা'র মেয়েকেই নেব।—"

"সে ম্যাথর হ'ক, আর মুদ্দোফরাসই হ'ক।"

"তোমার যেমন কথা। ব্রাহ্মণ কি আর টাকাওয়ালা হয় না, না ব্রাহ্মণের ঘরে মেয়ে পাওয়া যায় না?"

"ভাল ঘর, ভাল মেয়ে, আর টাকা, এ একসঙ্গে ত্রিবেণী যোগ

কোথাও পা'বে না। এত কামড় দিলে ক্ষিতীশের আর বিয়ে দেওয়াই হয়ে উঠ্‌বে না দেখ্‌ছি।"

সগর্ব্বে উকিলবাবু বলিয়া উঠিলেন; "ক্ষিতীশের আবার বিয়ের ভাবনা? অমন ছেলে একবার বাজারে ফেল্‌তে পার্‌লে লোকে লুফে নেবে।"

আভাময়ী ঘৃণাভরে বলিলেন, "কি অর্থপিশাচই হয়েছ তুমি! এমন করে' লোকের কাছে টাকা চাইতে কি একটুও লজ্জা হয় না?"

সুধীরচন্দ্র উত্তর করিলেন, "টাকা চাইতে লজ্জা কর্‌লে এতদিন হয় তো পেটেই খেতে পেতাম না।"

বাধা দিয়া আভাময়ী বলিলেন, "আরে সে টাকা নেওয়া অন্য কথা। তুমি একজনের কাজ করে' দিলে, সে তোমার পরিশ্রমের বদলে টাকা দিলে, সে টাকা কেন নেবে না? কিন্তু ছেলের বিয়ের নাম করে' কোন্ হিসেবে দাঁও মার্‌তে চাও?"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "তোমায় কে বোঝা'বে বল? এতে আর তা'তে কোন তফাৎ আমি তো দেখ্‌তে পাই না। তা'তেও একজনের উপকার করে' টাকা নিই, এতেও একজনের উপকার করে' টাকা নেব। দুই একই কথা।"

আভাময়ী হাসিয়া বলিলেন' "কি সূক্ষ্ম উকিলী বুদ্ধি তোমার!"

সুধীরচন্দ্র বুক ঠুকিয়া কহিলেন, "তা' আর একবার বল্‌তে? বল কি আভা, একজনকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা কি কম উপকার করা?"

আভাময়ী। তোমাদের মতন অর্থপিশাচেরাই কন্যাদায়ের সৃষ্টি করেছেন, নইলে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো মা বাপের পক্ষে আহ্লাদের বিষয়। সকলেরই যদি হিতাহিত জ্ঞান থাকে, তা'হলে আর কন্যাদায়, কি পুত্রদায়, কিছুই থাকে না।

সুধীরচন্দ্র। বলি পুত্রদায়টা কি ?

আভাময়ী। তা'ও জান না ? তোমরা টাকা নিয়ে ছেলে বিক্রী কর, আবার পশ্চিমে অনেক জাতের মধ্যে টাকা নিয়ে মেয়ে বিক্রী করার প্রথা আছে। তা'দের মধ্যে ছেলের বাপের টাকা না থাকলে পুত্রদায় উপস্থিত হয়। তাই বলছিলুম, মেয়ে বিক্রী করাতেও যে পাপ, ছেলে বিক্রী করাতেও সেই পাপ।

সুধীরচন্দ্র। ছেলে বিক্রী আবার কে করে থাকে ?

আভাময়ী ভর্ৎসনাসূচক স্বরে কহিলেন, "এযে বিক্রী করারও অধম। ছিঃ! তোমার ব্যাভার দেখে শুনে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়। পোড়া কপাল আমার, যে এমন ছেলেকে পেটে ধরেছিলুম। না জানি লোকে আমাকে কত গালাগাল দেয়।

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "তোমাকে গালাগাল দিতে যা'বে কেন ? গাল দেবার হয়, আমাকে দেবে।"

আভাময়ী কাতরস্বরে বলিলেন, "গাল খা'বে, তবু নিজের গোঁ ছাড়বে না। আর আমাকেই বা লোকে বাদ দেবে কেন ? কে বিশ্বাস কর্বে যে স্ত্রীর মতামত না নিয়ে, এমন কি স্ত্রীকে না জানিয়ে পর্য্যন্ত, তুমি কেবল অর্থ লালসায় অন্ধ হয়ে কত কন্যাদায়গ্রস্তদের মনে কষ্ট দিচ্ছ ? তা'দের অভিসম্পাত কি কেবল তোমার উপরেই পড়্বে ? আর মনেই কর যেন লোকে কেবল তোমাকে অভিশাপ দিলে ; আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তা'তে কি আমারও অমঙ্গল হ'বে না ? আর যে ছেলের নাম করে' হা টাকা হা টাকা করছ, তা'র অমঙ্গল হ'বে না ? বংশের অমঙ্গল হ'বে না ?"

আবেগবশে আভাময়ীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষোভে রোষে তাঁহার নেত্রদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, দুই একবিন্দু

অশ্রু স্থানচ্যুত হইয়া গণ্ডের উপরি দিয়া বহিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল দ্বারা ধারা দুইটী মুছিয়া ফেলিলেন এবং নিজের স্ত্রী-সুলভ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হওয়াতে কুণ্ঠিত হইয়া আনত বদনে বসিয়া রহিলেন।

পত্নীর মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া সুধীরচন্দ্র কিয়ৎ পরিমাণে বিচলিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয় ও ম্লানমুখ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা'র জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! আরে আমি কি টাকা নিয়ে ধু'য়ে খা'ব? তোমাদের জন্যেই তো টাকা উপার্জ্জন করতে হয়।"

"চুলোয় যা'ক এমন টাকা, যে টাকা ছেলের নাম ক'রে উপার্জ্জন করতে হয়। তোমার টাকাতেও আমার দরকার নেই, তোমার দেওয়া গহনাতেও দরকার নেই। আর তোমাকে ছেলের বিয়েও দিতে হ'বে না। তা'র জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, সে নিজেই দেখে শুনে পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করবে। তা'কে বলে দেব, ব্রাহ্মমতে কোন ভদ্র ব্রাহ্ম ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে; দেখ্‌ব তোমার টাকা নেওয়া কোথায় থাকে।"

আভাময়ী নিতান্ত গদগদস্বরে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিলেন। সুধীরচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া সহধর্ম্মিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া আভাময়ী কহিলেন, "অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? আমার মুখ থেকে তো আর টাকা বেরোচ্চে না যে হাত পেতে ধরবে।"

"তোমার শুধু মুখখানা পেলেই হ'ল?" এই বলিয়া সুধীরচন্দ্র সোহাগভরে পত্নীর কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "গুরুমশাই, ঢের হয়েছে, এখন ঘরে চল। ক্ষিদে পেয়েছে।"

"ক্ষিধে পেয়েছে তা'তে ক্ষতি নেই, এখন টাকার ক্ষিধেটা একটু কম্‌লেই বাঁচি," এই বলিয়া আভাময়ী স্বামীর অনুসরণ করিলেন।

[৮]

পশুপতি বাটী পঁহুছিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অশ্বপাল আহ্বানের প্রতীক্ষা না করিয়াই অশ্ব লইয়া স্থানান্তরে গমন করিল। পশুপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সুকুমারী ব্যগ্রভাবে আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বামীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বসো, খবর ভাল তো?"

কুসুমকুমারী মাতার নিকটে বসিয়া ছোট ভাইটীকে ভাত খাওয়াইতেছিলেন। খোকার বয়স তিন বৎসর, নাম মোহিতমোহন। পিতাকে দেখিবামাত্র সে ভোজন ছাড়িয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য হাত বাড়াইল। কুসুমকুমারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া থালের কাছে বসাইতে বসাইতে বলিলেন, "এখন কি বাবার কোলে ওঠে? দেখ্‌ছ না, উনি ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘেমে উঠেছেন?"

ইত্যবসরে পশুপতি পত্নী প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং সুকুমারী ত্বরিতগমনে একখানি পাখা আনিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। যদিও সবে ফাল্গুন মাস পড়িয়াছে তথাপি রৌদ্রের উত্তাপ বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। সেই হেতু পশুপতি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সুকুমারী স্বামীর মুখের গাম্ভীর্য্য অবলোকন করিয়া স্বতঃই অপ্রিয় সংবাদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তথাপি স্বামীর মুখ পানে সপ্রেমদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু সুবিধে হ'ল কি?"

পশুপতি কৃত্রিম হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "সুবিধে? হাঁ, বেশ

সুবিধে! ছ্যা ছ্যা! এমন অভদ্রের বাড়ীতেও লোকে পা দেয়? আমি তো আগেই বলেছিলুম, অমন বড় লোকের বাড়ীতে যাওয়া কেবল অপমানিত হওয়া। উঃ! কি ভয়ানক অর্থপিশাচ! বলব কি, লোকটা এ জগতে কেবল টাকাই চিনেছে। না জানে ভদ্রতা, না আছে চক্ষু-লজ্জা, আর না আছে দয়া মায়া। আগা গোড়া স্বার্থে ভরা।"

সুকুমারী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তাই তো। লোকের মুখে শুনেছিলুম বড় পরোপকারী, বড় ভদ্র। আহা, এই রোদে এতটা পথ যাওয়া আসা করে'ও কোন কাজ হ'ল না, কেবল কষ্টই সার হ'ল।— ও কুসুম, এক গেলাস চিনির পানা শিগ্‌গির ক'রে এনে দেতো!— সেখানে কিছু জল টল খেয়েছিলে কি?"

পশুপতি উত্তর করিলেন, "সে চণ্ডালের বাড়ীতে জলগ্রহণ করবে কে?"

ইতিমধ্যে কুসুমকুমারী মোহিতকে লইয়া মুখ ধুইয়া দিলেন এবং ঝটিতি চিনির পানা প্রস্তুত করিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

পশুপতি বলিতে লাগিলেন, "কসাই গো কসাই! তিনি যে ফর্দ্দ শোনালেন, সে সবশুদ্ধ অন্ততঃ পনেরো ষোল হাজার টাকার কম নয়। ছেলেটা যদি ওজনে দু'মণ হয়, সম্ভবতঃ দু'মণেরও কম হ'বে, তা'হ'লে সের করা দু'শ' টাকার বেশি পড়ল!"

সুকুমারী অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরি-শেষে বলিলেন, "বল কি? এ যে শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। হায় হায়! দেশের অবস্থা হ'ল কি? বড় লোকেরা এ রকম করলে গরীবেরা যায় কোথায়।"

মুখভঙ্গী করিয়া পশুপতি বলিলেন, "বড় লোকদেরই মত বেশী খাঁই। মধ্যবিৎ গৃহস্থ ঘরে এতটা নেই। আজকাল বড়লোকের ঘরে অন্ততঃ

এক শ' টাকা সেরের কম বিয়ের ছেলে বিকোয় না।- এঁর তো কথাই নেই ; ইনি একেবারে চড়িয়ে দর হেঁকেছেন। তাই বলে' এসেছি যে ছেলেকে নিলেমে দিলে আরও বেশি দাম উঠ্‌তে পারে।"

"তিনি কি বল্লেন ?"

"বল্‌বেন আর কি, একেবারে বজ্রাহত। হতভাগা বল্লে কি জান ? বল্লে, তা'দের পাড়ায় এক ঘর বাগ্দী আছে, তা'দের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে পয়সা লাগ্‌বে না !"

সুকুমারী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "যা'ক, ঢের হয়েছে। এমন লক্ষ্মীছাড়ার কাছেও তোমায় পাঠিয়েছিলুম।—"

বাধা দিয়া পশুপতি কহিলেন, "আমিও খুব শুনিয়ে দিয়েছি। বল্লুম কসাইয়ের ছেলের চেয়ে বাগ্দীর ছেলে অনেক ভাল।"

এমন সময়ে সরবতের গেলাস লইয়া কুসুমকুমারী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং অন্যমনস্ক ভাবে পিতার সম্মুখে ধরিলেন। পশুপতি সর-বত পান করিতে করিতে কন্যার মুখপানে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "মা, তুমি বিয়ের জন্যে কিছুমাত্র ভেব না। বড় মানুষের মুখে ঝাঁটা মেরে একটা গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। তা'রাও তোমায় নিয়ে সুখী হ'বে, আর তুমিও সুখে থাকবে। মেয়ের ভাগ্য নিজের সঙ্গে।"

কুসুমকুমারী অবনতমুখে গেলাসের অপেক্ষায় অনেক কষ্টে দাঁড়াইয়াছিলেন। পিতার বাক্য শেষ হইবামাত্র গেলাস লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। পিতা হাসিয়া বলিলেন, "বসো মা, আমায় খেতে তো দাও।"

এই বলিয়া আর একটু সরবত পান করিলেন। সুকুমারীকে কহি-লেন, "দেখ, কুসুমের এমন ঘরে বিয়ে দেব, যেখানে—"

বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে কুসুমকুমারী এক দৌড়ে কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন। পশুপতি ডাক দিয়া কহিলেন, "এই নাও, গ্লাস নিয়ে যাও মা। আমি গ্লাসটা ধরে' থাকব না কি ?"

অগত্যা কুসুমকুমারী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতার হস্ত হইতে গেলাস লইয়া গমনোদ্যতা হইলেন। পশুপতি কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করছি মা, তুমি রাজরাণী হ'বে।"

কুসুমকুমারী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী বলিলেন, "আহা, তা'ই হ'ক। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ভগবান্ অবশ্য মুখ তুলে চাইবেন।—এখন এস, নাইবে খা'বে চল।"

[৯]

"আচ্ছা মা, তোমরা আমার বিয়ের জন্যে এত উতলা হয়েছ কেন ?"

"উতলা কি সাধে হয়েছি ? যতদিন ছোট ছিলে, ততদিন তো আর বিয়ে বিয়ে করে' বেড়াই নি। এখন ভগবানের কৃপায় ডাগর ডোগরটী হয়েছ, আর কি বিয়ে রোকা যায় ?"

"আমি বিয়ে করব না মা। এক মুটো ভাত খেতে দিও; আমি খোকাকে মানুষ করব, আর তোমার কাছে পড়ে থাকব।"

"মেয়েকে কি আর কেউ সাধ করে' পরের ঘরে পাঠা'তে চায় ? জান তো মা, 'পিতার অধীন বাল্যকালে, স্বামীর অধীন যৌবন হ'লে'।"

"পোড়া-যৌবনে আগুন লাগুক। আমি মাথার চুল কাটিয়ে থান কাপড় পরব। কেউ জিগ্যেস করলে বলো, 'এটী আমার বিধবা মেয়ে'।"

"ষাট্ ষাট্ ! ছি, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে ?"

"তা'তে কি হয়েছে মা ? কত লোকের বাড়ীতে আমার বয়সী বিধবা মেয়ে রয়েছে, তা'তে তো কোন দোষ হয় না।"

"কি বকছিস্ পাগলী ? আমার সমুখে এমন অমঙ্গলের কথা বলিস্ নি, বল্‌ছি।"

"না মা, আমি সত্যি বল্‌ছি, এতে বাড়ীর কোন অমঙ্গল হ'বে না। যা' হয়, আমার হ'বে, তা'র জন্যে ভেব না। আমি আর তোমাদের কষ্ট দেখ্‌তে পারি না।"

"কষ্ট কি মা ? এই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কোথাও না কোথাও বর জুটেই যা'বে। ভগবান্ তোমার বর জুটিয়েই রেখেছেন, কেবল খবরটা খোঁজ করে' নেওয়া বই তো নয়।"

"তবে খোঁজ করবার দরকার কি মা ? চুপ করে' ঘরে বসে' থাক। ঘটনাচক্রে যা' হ'বার, আপনিই হ'বে।"

সুকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "তবে আর ভাবনা কি ? বাজার থেকে চাল, ডাল, তরকারি কিনেও কাজ নেই, আর ভাত ব্যঞ্জন রেঁধেও কাজ নেই। চল, সব হাঁ করে' বসে' থাকি গিয়ে, ভগবান্ মুখে ভাতের গ্রাস তুলে' দেবেন।"

কুসুমকুমারী বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন, "তবে আর কেন বল্‌ছ, যে ভগবান্ সব ঠিক করে'ই রেখেছেন ? শোন মা, এ সকল কাজের কথা নয়। আমি বিয়ে করব না বল্‌ছি। যদি বিয়ের জন্যে বেশি গোলমাল করে' বেড়াও, তা'হলে' শেষে তোমাদের পস্তা'তে হ'বে, বলে দিচ্ছি।

সুকুমারী কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সাদরে বলিলেন, "ছি মা, ও সব কি কথা ? হিন্দুর ঘরে কি বড় আইবুড় মেয়ে রাখ্‌তে আছে ?"

বাধা দিয়া কুসুমকুমারী কহিলেন, "রাখ্‌তে নেই তো কি বিষ খাইয়ে মার্‌তে হয় ? রেখে দাও মা শাস্ত্রের কথা।"

"শাস্ত্র না মেনে চল্লে যে সমাজে একঘরে করবে।"

"বেশ কথা! শাস্ত্র যদি বলে যে মেয়েকে যেমন করে' হ'ক, এক-জনের হাতে সঁপে' দেওয়া চাইই, তবে বাবা যে সেই বাগ্দীর ঘরের কথা বলছিলেন, সেইখানে আমার বিয়ে দিয়ে দাও না। তা'হ'লে সব গোল মিটে যায়।"

সুকুমারী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! উনি কি তা'ই বল্-ছিলেন? যে বাবুটীর বাড়ী উনি কাল গিয়েছিলেন, তিনিই শেষে অপ-মান করবার জন্যে বলেছিলেন, যে 'যদি টাকা দিতে না পার, তো সেই বাগ্দীর ঘরে মেয়ে দাও গে যাও।' সেই কথা না শুনে' উনি তাঁ'র সঙ্গে ঝগড়া করে' সোজা বাড়ী ফিরে' এসেছিলেন। মিন্সের আস্পর্দ্ধা দেখ।"

কুসুমকুমারী কৃত্রিম হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আমিও তো সেই কথাই বলছিলুম মা। বাগদীর ঘরে বিয়ে দাও, তোমরাও নিশ্চিন্দি হ'বে, আমিও নিশ্চিন্দি হ'ব।"

সুকুমারী কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "রেখে দাও তোমার গিন্নীপনা। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ, তিনি সুরাহা করে' দেবেন।"

"কোন দরকার নেই মা," এই বলিয়া কুসুমকুমারী নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুকুমারী কন্যার এরূপ বিসদৃশ বার্ত্তালাপে আশ্চর্য্যান্বিতা ও উৎ-কণ্ঠিতা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "যে মেয়ের মুখে কখনও কথাটী র্য্যন্ত শুনতে পেতুম না, আজ হঠাৎ সে আপনা হ'তে এত কথা পাড়্-লই বা কেন, আর শেষকালে এমন রুক্ষভাবের কথাগুলোই বা নিয়ে গেল কেন? আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। হে মা দুর্গা, মেয়ের আমার গতি করে দাও মা। মা কালী, ওকে সুমতি দাও।"

কুসুমকুমারী কক্ষে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। পরে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আর কেন? মা বাপকে আর মনঃকষ্ট দেওয়া কিসের জন্যে? তাঁ'দের দীর্ঘনিশ্বাসের তপ্ত বাতাস গায়ে লেগে গা ঝল্‌সে যাচ্ছে। এ হতভাগিনী পোড়া-কপালীর জন্যেই না তাঁ'দের এত কষ্ট। আমি না থাক্‌লে তো আর তাঁ'দের এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'ত না। তবে আর আমার বেঁচে থাকায় লাভ কি? কিসের জন্যে এ পোড়া প্রাণ রাখা? বরং আমি ম'লে সংসারের একটা বোঝা নাম্‌বে, পৃথিবীর ভার হাল্‌কা হ'বে।—আমি বেশ জানি, আমার জন্যে কেউ কাঁদ্‌বে না। আমার মরণ হ'লে মা বাপের মনে আপাততঃ কষ্ট অবশ্য হ'বে, কিন্তু শেষে তাঁরা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বাঁচ্‌বেন। আমি তবে নিজের জীবন দিয়ে তাঁ'দের এ উপকার টুকু কেন না করি?"

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলি-লেন, "দেব, দেব, এ জীবন দেব। মা, এ অভাগিনীর জন্যে আর ভেব না। বাবা, তোমার আদরের মেয়ে আর তোমাকে ত্যক্ত কর্‌তে আস্‌বে না, আর তোমায় এ পোড়ামুখ দেখা'বে না।"

এই বলিয়া কুসুমকুমারী সুচারুরূপে কেশবিন্যাস করিলেন এবং এক খানি রং করা কাপড় পরিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। খোকা মোহিত-মোহন হাসিতে হাসিতে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "দিদি, তুমি কি আজ চোচ্ছুল্‌বাঁদী দা'বে?"

সাদরে মুখচুম্বন করিয়া কুসুমকুমারী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, "হাঁ

খোকা, আমি আজ শ্বশুরবাড়ী যা'ব। আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবে না তো?

মোহিত বলিল, "আমি তবে কা'ল্ কাপে খোবো?"

কুসুমকুমারী কহিলেন, "কেন, মার কাছে শোবে। মার সঙ্গে খা'বে দা'বে, মা কাপড় পরিয়ে দেবে।"

কুপিতস্বরে মোহিত বলিয়া উঠিল, "না, আমি দেতে দোব না; মাল কাতে খোব না। আমি তোমাল পঙ্গে দাব।"

হাসিতে হাসিতে কুসুম বলিলেন, "না ধন আমি শ্বশুরবাড়ী যা'ব না।"

তাঁহার অজ্ঞাতসারে একবিন্দু অশ্রুবারি নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। তিনি খোকার অগোচরে অঞ্চলের সাহায্যে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। পরে খোকাকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা ভাই, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে কি? খাবার খা'বে?"

খোকার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক কুসুম-কুমারী উহাকে খা'বার ঘরে লইয়া গেলেন এবং উহার হস্তে দুইটী ড়মো গজা দিয়া বলিলেন, "যাও মোহিত, মার কাছে বসে' খাবার খাওগে যাও। আমি একবার বোসেদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি।"

"শীগ্‌গিল ফিলে এথো", এই বলিয়া খোকা এক দৌড়ে মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

কুসুমকুমারী একবার ভাবিলেন, "যাই, স্বর্ণলতা দিদির সঙ্গে শেষ দেখাটা করে' আসি।" কিন্তু সাহসে কুলাইল না, পাছে কথায় কথায় নিজের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। পরে সাশ্রুনয়নে জননীর কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে কহিলেন, "মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়ে চিরকালের জন্য তোমার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে' বিদায়

গ্রহণ করছে। তোমার কোলে প্রতিপালিত হয়ে এত বড়টী হয়েছি, কিন্তু আজ বিশ্বাসঘাতিকার মতন তোমারই হৃদয়ে শেল বিঁধ্‌তে বসেছি। এই বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, এই বাড়ীর ধূলোয় হামা দিতে শিখেছি, এই বাড়ীর ছায়ায় বাস করে' স্বর্গসুখ ভোগ করেছি; আজ সেই সাধের বাড়ী, সেই স্নেহের আশ্রয়, জন্মের মতন ত্যাগ করে' চল্লুম। হায় মা, আমার অপরাধ নিও না।"

এই বলিয়া একখানি মলিন বস্ত্রে গাত্র আবৃত করিয়া বাটীর বাহির হইলেন, এবং এদিক্ ওদিক চাহিয়া একটী গলিপথ ধরিয়া একেবারে মাঠের উপর উঠিলেন। মাঠের মধ্য দিয়া সদর রাস্তা গিয়াছে, তাহার পরপারে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারে রাস্তার দিকে বাঁধা ঘাট। ঘাটের দুই পার্শ্বে অনেকগুলি বড় বড় ঘনচ্ছায় বৃক্ষ জলের উপর বিস্তৃত সন্ধ্যার ছায়াকে ঘনীভূত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সদর-রাস্তার উপর পুষ্করিণী, সেজন্য গ্রামের মেয়েরা এদিকে প্রায়ই আইসেন না। বিশেষতঃ সন্ধ্যার আগমনে এস্থান একেবারে নির্জ্জন।

কুসুমকুমারী ত্বরিত গমনে ঘাটে নামিয়া সর্ব্বনিয়স্থিত ধাপের উপর দাঁড়াইয়া অস্তমিত সূর্য্যের লোহিতাভ ম্লান রশ্মিজালে রঞ্জিত পশ্চিম গগনের দিকে চাহিয়া একমনে ভগবানকে স্মরণ করিলেন। পরে পিতা-মাতার চরণোদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "মা,— বাবা,— আজ তোমাদের আপদ্ বালাই দূর হ'ল। ভগবান্ তোমাদের সুখী করুন। আর মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌তে হ'বে না।"

এই বলিতে বলিতে দুই হস্ত উত্তোলন করতঃ জলে ঝাঁপ দিলেন মুহূর্ত্তমধ্যে সব ফুরাইল! সোণার প্রতিমার অকালে বিসর্জ্জন সমাধা হইল! নিরাশ্রয়া অনাদৃতা স্বর্ণলতিকা বাত্যাহতা হইয়া দূরে প্রক্ষিপ্ত

হইল! অনাঘ্রাত সুকোমল কুসুমকলিকা বিকশিত হইতে না হইতেই কীটদষ্ট হইয়া ধূলায় ঝরিয়া পড়িল।

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের জয় জয়কার হউক! এতাবৎ অনেকগুলি নিরপরাধা সরলা বালিকার বিদারিত হৃদয়ের উত্তপ্ত রক্তধারায় যে সমাজের দেহ পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে, আজি আর একটী সংসারানভিজ্ঞা কিশোরী সেই লোলজিহ্ব নিষ্ঠুর সমাজের পরিতৃপ্তি হেতু নিজেকে নিজে বলিদান দিল। আর আমরা বঙ্গমাতার সুসন্তান হইয়া এই ভীষণ নিদারুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত করিয়া বাঙ্গালী জন্ম সার্থক করিলাম।

হায়! মাতৃগর্ভেই আমাদের মৃত্যু হয় নাই কেন? তাহা হইলে আর এ বীভৎস ও করুণ দৃশ্য দেখিতে হইত না। আমরাই তো বঙ্গসমাজ; আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ—কল্পিত স্বার্থ ত্যাগ না করিলে সমাজের অধোগতি অবশ্যম্ভাবিনী। এই নৃশংস কুমারী-বলি দেখিয়া শুনিয়া যখন বঙ্গীয় যুবকগণের নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারির পরিবর্ত্তে রক্তধারা বহিবে ও সেই সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিবে, তখন জানিব, ভগবান্ আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন; তখন জানিব, জগতের চক্ষে বাঙ্গালী জাতি আবার একটী সভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

প্রিয় যুবকগণ! তোমরাই এই পতিত হিন্দু সমাজের আশা ভরসা; তোমরাই উদ্ধারকর্ত্তা। অতএব "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" ঐ দেখ জননী জন্মভূমি তোমাদের মুখ চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তোমরা আলস্য ত্যাগ কর, আর নির্জ্জীব থাকিও না। উঠ, জাগ, জাগাও! সকলে বদ্ধপরিকর হও। এই নীচ নিষ্ঠুর পণ প্রথার বিরোধী হইয়া ইহার মূলে কুঠারাঘাত কর। জগৎকে দেখাও, তোমরা বঙ্গের সুসন্তান, তোমরাও মানুষ; দেখাও তোমরা উচ্চশিক্ষালাভ করিয়াছ, জ্ঞানার্জ্জন

করিয়াছ। আপনাদের মুখোজ্জল কর! বংশের মুখোজ্জল কর! জন্মভূমির মুখোজ্জল কর!!!

পাঠক, এ উপন্যাস নহে, এটী গ্রন্থকারের তপ্ত হৃদয়-শোণিতের উৎস! ইহার প্রতি অক্ষর, প্রতি রেখা, প্রতি বিন্দু, সেই শোণিতে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রার্থনা এই, যে ইহার প্রত্যেক শোণিত-রেখা সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে, মর্ম্মে,অন্তরে, চিরতরে অঙ্কিত হইয়া থাকুক

আর পাঠিকাগণকে কি বলিব? তাঁহাদের প্রাণ মান রক্ষার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা।

[১১]

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত শোচনীয় ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত পরেই দেখা গেল, একখানি মোটরকার অতি দ্রুতবেগে পুষ্করিণীর সম্মুখস্থিত পথের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মোটরকারে দুইটী যুবক উপবিষ্ট ছিলেন। একটীর বয়স আন্দাজ ২২।২৩ বৎসর ও অপরটীর ১৬।১৭ বৎসর হইবে। সম্মুখে একজন শফার মোটর চালাইতেছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতে-ছিলেন। মোটরকার পুষ্করিণী অতিক্রম করিবামাত্র যুবক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শফার, থাম, থাম।"

আদেশ পাইবামাত্র শফার মোটরের গতি রোধ করিল। যুবক এবার বলিলেন, "শীগ্‌গির পুকুরের ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

যুবক শফারকে আদেশ দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সমানে পুষ্করিণীর দিকেই ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দাদা?"

তিনি কোন উত্তর না দিয়া মোটর ঘাটের উপর পহুঁছিবামাত্র লাফ দিয়া নীচে নামিলেন এবং জলের উপর অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া শফারকে বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছ কি, যেন কোন মেয়েমানুষের চুল ভাসছে? শীগ্‌গির গার কাপড় খুলে আমার সঙ্গে জলে নাম।"

এই বলিতে বলিতে স্বীয় গাত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক জলে ঝাঁপ দিলেন। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শফার তাঁহার অনুসরণ করিল। কনিষ্ঠ যুবক ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া এই আকস্মিক বিপদে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে জলের উপর চাহিয়া রহিলেন।

যুবক বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে ভাসমান কেশরাশির নিকটে পঁহুছিয়া এক গুচ্ছ কেশ আকর্ষণপূর্ব্বক দেখিলেন, হস্তে ভার বোধ হইতেছে। তখন মৃতপ্রায় কুসুমকুমারীর মস্তক জল হইতে উত্তোলন করিয়া শফারকে বলিলেন, "এর পায়ের দিকে ধরে' ঘাটের দিকে টেনে নিয়ে চল, আমি মাথাটা ধরছি।

উভয়ে সন্তরণ দিতে দিতে উহাকে ঘাটের নিকট উপনীত করিলেন। তখন তৃতীয় যুবকটিও তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল এবং তিনজনে ধরাধরি করিয়া উহাকে একেবারে মোটরকারে তুলিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক দেখিলেন, মেয়েটির শরীরের উত্তাপ এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তবে নিশ্বাস পড়িতেছে না, কারণ উদরে জল প্রবেশ করাতে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অনুমান করিলেন, মেয়েটি এইমাত্র জলমগ্ন হইয়া থাকিবে। একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলিলেন, "কেউ কাছে আছ তো শীগ্‌গির এস গো, কাদের মেয়ে পুকুরে ডুবে মরেছে।"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না দেখিয়া যুবক শফারকে বলিলেন "মোটর (full speed) ফুলস্পীডে চালিয়ে যত শীঘ্র পার, বাড়ী

পঁহুছে দাও। দেখা যা'ক, যদি একে এখনও বাঁচা'তে পারি। এখানে তো লোক খুঁজ্‌তে গেলে এর প্রাণের আশা ছাড়্‌তে হয়।"

আদেশ পাইয়া মোটর চালক পূরা দমে মোটর ছাড়িয়া দিল। যুবক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, "এ অবস্থায় একে এতটা পথ এই ভাবে নিয়ে গেলে পথেই মারা যা'বে। এর গা মুছিয়ে ভিজে কাপড়খানা এখনি ছাড়া'তে হ'বে যে।"

কনিষ্ঠ যুবক বলিলেন, "এত দিন, আমার কোট নিয়ে ওর গায়ে ঢাকা দিন, তা'র পর আঁচলটা নিংড়ে বেশ করে' ওর গা মুছে' ফেলুন। আর এই আমাদের দু'জনের উড়ানি দিয়ে ওর সমস্ত দেহটা জড়িয়ে দি'ন। দেখ্‌বেন যেন কোথাও ভিজে না থাকে।"

"কি বিপদ," বলিয়া উভয় ভ্রাতায় কোন প্রকারে লজ্জানিবারণ পূর্ব্বক মেয়েটির গা মুছাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইলেন। অপরিচিতা বয়ঃস্থা বালিকার এরূপ শোচনীয় অসহায় অবস্থা দেখিয়া উভয়েই বিশেষ ব্যথিত হইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক উহার অনিন্দ্যরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঈশ্বরের নিকট বারংবার উহার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মোটরকার একটি বৃহৎ দ্বিতল বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী থামিবামাত্র কনিষ্ঠের উপর দেহটিকে ধরিয়া রাখিবার ভারার্পণ করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক দ্রুতগতিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মাতাকে ডাকিলেন এবং শীঘ্র ঝীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; মাতা উৎকণ্ঠিতচিত্তে একেবারে সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন এবং গাড়ীর মধ্যে একটি বালিকার মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া, "ওমা, এ কি?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

যুবক বলিলেন, "মেয়েটি একটি পুকুরে ডুবে গিয়েছিল। পুকুরের

কাছে অনেক হাঁকাহাঁকি করে'ও কা'রও সাড়া পেলুম না বলে ওকে তুলে' এখানে এনেছি। এখনও চেষ্টা করলে বেঁচে যেতে পারে। আপনি শীগ্‌গির ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দি'ন আর কাপড় ছাড়িয়ে সেঁক দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।"

বলা বাহুল্য, জননী অগত্যা পুত্রের উপদেশানুযায়ী কার্য্য সমাধা করিলেন। এদিকে যুবক স্বয়ং মোটরকারে আরোহণপূর্ব্বক কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, এবং মৃতকল্পা কুসুমকুমারীর শয্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বাবু উহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, বেঁচে যা'বে। বোধ হয় বেশীক্ষণ জলের মধ্যে ছিল না।"

যুবক কহিলেন, "না, বোধ হয় বেশীক্ষণ ছিল না।"

ডাক্তারবাবু যন্ত্র দ্বারা উহার উদরস্থ জল বাহির করিয়া দিবামাত্র উহার নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে কুসুমকুমারী চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন। দেখিয়া সকলেই বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। ডাক্তারবাবু স্বয়ং গরম কাপড়ে উহার গাত্র আচ্ছাদিত করিলেন এবং নিজের সম্মুখে উহার মাথায়, বুকে, হাতে ও পায়ে কিয়ৎক্ষণ সেঁক দেওয়াইলেন। ক্রমে কুসুমকুমারী দুই একটী কথা কহিতে পারিলেন দেখিয়া ডাক্তারবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "মেয়েটীকে এর পর জিজ্ঞাসা করে' জানবেন যে ও আত্মহত্যা করবার জন্যে জলে ডুবেছিল, কি জল আনতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে' থাকে, তা'হ'লে সে কথাটা যেন প্রকাশ না পায়, কারণ পুলিসের কাণে গেলে ওর নামে মকদ্দমা খাড়া হ'তে পারে। তাই সাবধান করে' দিলুম।"

[১২]

পাঠক পাঠিকা, এ কাহার বাটী, চিনিতে পারিয়াছেন কি? বোধ হয় বলিতে হইবে না, এ বাটী আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকিল মহাশয়ের। ইতিপূর্ব্বে যে বাটী হইতে পশুপতিবাবু অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন, আজি বিধির নির্ব্বন্ধে তাঁহারই কন্যা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া সেই বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুধীরচন্দ্রের দুই পুত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র। পিতার অনুমতি লইয়া দুই ভ্রাতায় কোন কোন দিন মোটর যোগে সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইতেন। আজিও মোটরে আরোহণপূর্ব্বক উভয়ে রামনগর গ্রামের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে উঁহাদের হস্তেই জলমগ্না অভাগিনী কুসুমকুমারীর প্রাণরক্ষা হইল।

বাটীমধ্যে যে সময়ে কুসুমকে লইয়া হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, বাটীর কর্ত্তা সুধীরচন্দ্র তখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিয়া অন্তঃপুরে শয্যায় শায়িতা অপরিচিতা কিশোরীকে, তথা উহার সেবায় নিযুক্তা গৃহিণী ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে দেখিয়া চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং বৃত্তান্ত কি, জানিবার জন্য গৃহিণীর মুখপানে চাহিলেন। আভাময়ী সংক্ষেপে ঘটনাটির আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "মেয়েটীর এখন প্রাণের আশা হয়েছে।"

সুধীরচন্দ্র ক্ষিতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ গ্রামের পুকুর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছ?"

ক্ষিতীশ উত্তর করিলেন, "গ্রামের নাম কই জান্তে পারলুম না, কারণ সেখানে ত্রিসীমায় মানুষ ছিল না। পুকুরটী গ্রাম থেকে কিছু দূরে,

তা'ই সন্ধান নেবার সুবিধে হ'ল না। আর বিলম্ব করতেও সাহস হ'ল না, কারণ এদিকে মেয়েটা মারা যায়।"

সুধীরচন্দ্র কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমাদের কোন্ গ্রামে বাড়ী?"

কুসুমকুমারী কোন উত্তর না দিয়া চক্ষুঃ নিমীলিত করিলেন। তাহা দেখিয়া আভাময়ী বলিলেন, "আহা, ওর কি এখন কথা কইবার শক্তি আছে? একটু সাম্‌লে উঠ্‌লে তখন দেখা যা'বে।"

সুধীরচন্দ্র নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং ক্ষিতীশকে ডাকিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র নিকটে আসিলে বলিলেন, "কোত্থেকে এ আপদ নিয়ে এলে? মেয়েটাকে জল থেকে কে তুল্লে?"

ক্ষিতীশ উত্তর করিলেন, "কে আর তুল্‌বে বাবা? সেখানে কা'কেও দেখ্‌তে পেলাম না, তাই শফার ও আমি পুকুরে নেমে ওকে ধরাধরি করে' মোটরে তুলেছিলুম।"

সুধীরচন্দ্র। তোমার সাহস কম নয় তো? কোথাকার কে একটা মেয়ে, তা'র জন্যে নিজে এমন গোঁয়ার্তুমি কর্‌তে আছে? যদি ডুবে' যেতে?

ক্ষিতীশ। জন্ম মৃত্যু তো মানুষের সঙ্গেই রয়েছে। তা'ই বলে' একটা মানুষের প্রাণরক্ষা কর্‌বার চেষ্টা করা কি উচিত নয়?

সুধীরচন্দ্র। বেশ, খুব বাহাদুর হয়েছ। প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছ, এই আমাদের পুণ্যবল। এখন একবার শফারটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, গ্রামের নাম জানে কি না। মেয়েটার একটা ব্যবস্থা তো কর্‌তে হবে।

ক্ষিতীশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া শফারকে ডাকিতে গেলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বাবার সবেতেই তাড়াতাড়ি। মেয়েটি উঠে বস্‌তে

হাঁট্‌তে পারুক; তখন ওর ব্যবস্থা ওর মা বাপেরা আপনিই করবে। আহা, এমন মুখ খানি দেখে ওঁর একটু দয়া হ'ল না? এখানে দু'দিন রাখ্‌লে পাছে টাকা খরচ হয়, বাবার সেই ভাবনা হয়েছে।"

যাহা হউক,-ক্ষিতীশ শফারকে পিতার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, স্বয়ং উঁহার সঙ্গে আসা আবশ্যক মনে করিলেন না। কিন্তু শফারও গ্রামের নাম বলিতে পারিল না। এই মাত্র বলিল, "সে পুকুরটা এখান থেকে প্রায় আট ক্রোশ হ'বে। যদি হুকুম দেন, তো এখনি মোটরে করে' সেখানে গিয়ে গ্রামের নাম জেনে আসি, আর মেয়েটীর বাড়ীর সন্ধানও নিয়ে আসি।"

সুধীরচন্দ্র মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, আর এক টীন পেট্রোল নষ্ট করে' এস, পেট্রোলে বুঝি পয়সা লাগে না? কেন পাজী ব্যাটা, হেঁটে যেতে পার না কি? এত বাবু হয়ে গিয়েছ?"

শফার উত্তর করিল, "আজ্ঞে, হেঁটে যেতে পার্‌ব না কেন? আপনি হুকুম দেন, তো ভোরে উঠে সেখানে গিয়ে সমস্ত খবর নিয়ে চলে' আসি। আর মেয়েটীর কেউ সেখানে থাকে, তো তা'কেও সঙ্গে করে' আনি।"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "তা'রপর? আমি কাল কোর্ট কামাই করি আর কি? কি মনিবের খয়ের খোয়া রে! কেন, এখনি যেতে কি দোষ? যেতে আস্‌তে ১৫।১৬ ক্রোশ পথ, স্বচ্ছন্দে রাতারাতি ফিরে আস্‌তে পার।"

শফার কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "সেখানে গিয়ে গ্রামে তল্লাস করে' ওদের বাড়ী খুঁজে বা'র করতে হ'বে। সে কি আর এই অন্ধকার রাত্তিরে হয়?"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "ওঃ! ভূতে ধর্‌বে! বুঝেছি তোমার যত যোগ্যতা। দূর হও এখান থেকে।"

শফার প্রসন্ন চিত্তে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রভুর আদেশ পালন করিল। সুধীরচন্দ্র ভাবিলেন, "কোথাকার কে, কি হ'বে ওর জন্যে মাথা ঘামিয়ে? ওর বাপ মা কেউ থাকে, তো আপনা হ'তেই সন্ধান নেবে। তবে মেয়েটা বেশিদিন পড়ে' না থাকে। ডাক্তারের একটা ভিজিট যা' দেওয়া হয়েছে, সেই যথেষ্ট।"

এই বলিয়া নিজকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেন। সাড়া পাইয়া আভাময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "মেয়েটা মরে' যা'বে না তো?"

আভাময়ী উত্তর করিলেন, "নাঃ, মরতে কেন গেল? দু'চার দিনে সেরে উঠ্‌বে বলে' আশা হয়।"

সুধীরচন্দ্র চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দু'—চার—দিন লাগ্‌বে? ভাল আপদে ফেলেছে বটে। আবার ডাক্তার আন্‌তে হ'বে না তো? অত ফাল্‌তু পয়সা নেই।"

আভাময়ী কহিলেন, "একটা মানুষ মরে' বাঁচা, সে তো আর মুখের কথা নয়। আহা, দিব্যি মেয়েটী, কি করে' তার এমন দশা হল বল্‌তে পারি না।"

সুধীরচন্দ্র উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তা'ই বলে' ওটাকে পুষে রাখ্‌তে হ'বে না কি? যত শীগ্‌গির পারি, ওকে বিদায় কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ছি। কাল সকালেই ওর নাম, গ্রাম আর বাড়ীর ঠিকানাটা কথায় কথায় জেনে নিও। তা'রপর আমি সব ঠিক করে' নেব।"

আভাময়ী কহিলেন, "হ্যাঁ, কাল জিগেস্‌ করে' দেখ্‌ব। আজ ক'বার চেষ্টা কর্‌লুম, নাম বল্লে কুসুমকুমারী; আর কিছু বল্লে না, জিগ্যেস কর্‌লে কাঁদে, আর বলে, 'তোমরা আমাকে কেন বাঁচা'লে, আমি তো বেশ মরে গিয়েছিলুম'।"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলযোগ আছে।"

"আছে বই কি," বলিয়া আভাময়ী সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কুসুমকুমারীকে একবার দেখিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

[১৩]

সুধীরচন্দ্রের বিধবা ভগিনী হরসুন্দরী রাত্রে কুসুমকুমারীর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। ক্ষিতীশ ও যতীশ দুই ভ্রাতাও সেইখানে রহিলেন। যতীশের ক্ষণেক পরে নিদ্রাকর্ষণ হইলে ক্ষিতীশ তাহাকে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে কহিলেন। হরসুন্দরী নামেই বসিয়া রহিলেন, কারণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এরূপ নিদ্রাবেশ আসিতেছিল যে কয়েকবার চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বেগতিক দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "পিসীমা, আপনি এই খানেই একটু শুয়ে পড়ুন, আমি জেগে আছি।"

হরসুন্দরী কহিলেন, "না, না, তুমি কেন জেগে থাকবে, আমি এই যে বসে' আছি।"

হাসিয়া ক্ষিতীশ বলিলেন, "আপনি এই যে পড়ে' যাচ্ছিলেন। বরং আপনি এখন শোন, এর পর আমি আপনাকে তুলে' দেব। এখন কেবল একটু দুধ খাওয়া'তে হ'বে, তা'রপর আপাততঃ আর কোন কাজ নেই। সেই শেষরাত্রে আবার দেখা যা'বে।"

"তবে আমাকে সেই সময়ে জাগিয়ে দিও," এই বলিয়া পার্শ্বস্থ শয্যায় শয়ন করিলেন, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ইত্যবসরে ক্ষিতীশ ষ্টোভে দুধ গরম করিয়া কুসুমকুমারীর মুখের

কাছে দুধের বাটী ধরিলেন। কুসুমকুমারী নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও শারীরিক অবসাদ বশতঃ এখনও জাগিয়াছিলেন। বলিলেন, "আপনি কেন এ অভাগিনীর জন্যে এত কষ্ট কর্‌ছেন?"

ক্ষিতীশ উত্তর করিলেন, "কষ্ট কিছুই নয়। তুমি দুধটুকু শীগ্‌গির খেয়ে নাও, জুড়িয়ে যা'বে।"

কুসুমকুমারী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না এবং অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধটুকু নিঃশেষ করিলেন। পরিশেষে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "দেখুন, আপনি আর রাত জাগ্‌বেন না, নিজের ঘরে গিয়ে শোন গে যা'ন। এইবার আমিও ঘুমা'বার চেষ্টা দেখি।"

ক্ষিতীশচন্দ্র কহিলেন, "তুমি ঘুমোও না, তোমার ঘুম এলে তা'রপর আমি উঠে' যাব। কিন্তু একটা কথার জন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি, বল্‌বে কি?"

কুসুমকুমারী। যদিও আমার প্রাণরক্ষা হওয়াতে নিতান্ত অসুখী হয়েছি, তবু আপনি আমার প্রাণদাতা, আপনার কাছে কোন কথাই লুকা'ব না।

ক্ষিতীশচন্দ্র। তবে তোমাদের গ্রামের নাম কি বল দেখি। আর বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন জান্‌তে ইচ্ছা করি।

কুসুমকুমারী। আমাদের গ্রামের নাম রামনগর। বাবার নাম শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায়। বাড়ীতে বাবা, মা আর একটী ছোট ভাই আছে মাত্র।

ক্ষিতীশচন্দ্র। বেশ কথা। তা তোমার এমন কুবুদ্ধি হ'ল কেন? কোন্ দুঃখে এ বয়সে জলে ডুবে মর্‌তে গিয়েছিলে?

কুসুমকুমারী লজ্জাবনতমুখী হইয়া নিরুত্তর রহিলেন দেখিয়া ক্ষিতীশ পুনরায় কহিলেন, "এই না তুমি বল্লে, আমার কাছে কোন কথা লুকা'বে

না? বল, সত্যি করে বল, আমি কা'রও কাছে প্রকাশ করব না।—মা বাপ কি তোমায় কষ্ট দিতেন?"

কুসুমকুমারী ব্যগ্রভাবে উত্তর করিলেন, "না, না, তাঁরা আমাকে বড় ভালবাসেন।"

"তবে—পাড়ার লোকে কেউ অপমান কর্‌বার চেষ্টা করেছিল?" এই বলিতে বলিতে ক্ষিতীশচন্দ্র কুসুমের দক্ষিণ চক্ষুর উপর হইতে কয়েক গাছি কেশ অপসারিত করিলেন।

কুসুমকুমারী সমধিক সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন, "পাড়ার লোকের সাধ্যি কি যে আমার অপমান কর্‌তে পারে? কিন্তু আপনার কাছে বল্‌তে বড় বাধো বাধো ঠেক্‌ছে। আপনি শুনে' না জানি কি মনে কর্‌বেন।"

ক্ষিতীশচন্দ্র উহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে কহিলেন, "কুসুম, লক্ষ্মীটী আমার, সব খুলে না বল্লে আমি বড় দুঃখিত হ'ব। আমার সমুখে লজ্জা করো না।"

কুসুম তখনও নিরুত্তর রহিলেন দেখিয়া ক্ষিতীশ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "না বল তো এই আমি রাগ করে' উঠে' চল্লুম।"

এই বলিয়া উঠিবার ভান করিলেন। কুসুমকুমারী তাড়াতাড়ি নিজ ক্ষীণহস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি রাগ কর্‌বেন না, আমি বল্‌ছি।"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কুসুম তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশেষ লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ছিঃ, আমি কি করছি? উনি কি মনে কর্‌বেন?" পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি ভদ্রলোকের ছেলে; আপনার সুমুখে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্‌তে হ'ল, যে আমার বাপ মাকে কন্যাদায় হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই আমি নিজেকে

বলি দিয়েছিলুম। কিন্তু দেখ ছি ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানকৃত পাপের শাস্তি দেবার জন্যে আপনাকে অভাবনীয়রূপে সেখানে পাঠিয়ে আমার এ অকিঞ্চিৎকর জীবন রক্ষা কর্‌লেন।”

এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্যস্ত হইয়া ক্ষিতীশ উঁহার মুখমণ্ডল হইতে আবরণ অপসৃত করিয়া তাহারই সাহায্যে উঁহার নয়নদ্বয় মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, “ছি কুসুম,এ সামান্য বিষয়ের জন্যে তুমি আর অনুতপ্ত হ’য়ো না। এখনও তুমি বিলক্ষণ দুর্ব্বল, ওঠ্‌বার শক্তি এখনও হয় নি। এ সময়ে আমি আর তোমার কাছে এ সব কথার উত্থাপন কর্‌ব না। তোমার কোন ভয় নেই কুসুম, আমি তোমায় রক্ষে কর্‌ব।”

কুসুমকুমারী জোড়হস্তে কহিলেন, “দোহাই ভগবানের, আপনি আমার জন্যে কোন কষ্টই স্বীকার কর্‌বেন না। আমার অদৃষ্টে যা’ আছে, তা’ই হ’বে ; নইলে বিধাতা মরা মানুষকে কেন বাঁচিয়ে দিলেন ?

ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বলিলেন, “তোমার অদৃষ্টে যা’ আছে, তা’ তো হ’বেই, সে আমিও জানি কুসুম। তা’ছাড়া এও জানি যে তোমার কপালে নিশ্চয় সুখ আছে, তাইতেই আবার বেঁচে উঠেছ। এখন দুর্ভাবনাকে মনে স্থান দিও না, তা’হ’লে শিগ্‌গির সার্‌তে পার্‌বে না। তোমার নিজের ঘরেই রয়েছ মনে করে’ নিশ্চিন্ত থাক।

কুসুমকুমারী মনে মনে বলিলেন. “হায়, সে কি আর ঈশ্বর কর্‌বেন ? এখনও কত লাঞ্ছনা ভোগ আমার পোড়া অদৃষ্টে আছে, তা’ই সুখে মর্‌তে পেলুম না।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “এ হতভাগিনীর যখন মরণ নেই, তখন না খেয়ে দেয়েও বেশ সেরে উঠ্‌বে। আপনি সেজন্যে ভাব্‌বেন না।”

বাধা দিয়া ক্ষিতীশ কহিলেন, “নাও, আর পাগলামী কর্‌তে হ’বে

না। এই ওষুধটুকু খাও দেখি। ডাক্তার বলে গিয়েছেন, যদি দুর্ব্বল বোধ হয়, তা'হ'লে এক খোরাক খাইয়ে দিও।"

কুসুম কহিলেন, "কই, আমি তো দুর্ব্বল বোধ করছি না।"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিলেন, "এই এতক্ষণ ধরে তোমাকে বকালুম, নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আর দুর্ব্বল বোধ না হ'লেও এক খোরাক খেলে ঘুম আসবে।"

এই বলিয়া একপ্রকার বলপূর্ব্বক উঁহাকে ঔষধ পান করাইলেন।

[১৪]

ক্ষিতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কুসুমকুমারী এতক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তায় বস্তুতঃ মানসিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতেছিলেন। উত্তেজক ঔষধের গুণে অনেকটা উপকার বোধ করিলেন।

পরে ক্ষিতীশ কহিলেন, "এইবার ঘুমা'বার চেষ্টা দেখ।"

"আর আপনি?"

"তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই আমি পিসীমাকে ডেকে দিয়ে যা'ব।"

"জেগে বসে' থাকবেন না যেন।"

"না না, তুমি ঘুমোও।"

ক্ষিতীশ যখন দেখিলেন যে কুসুমকুমারী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সম্পূর্ণরূপে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেখান হইতে উঠিয়া আপন কক্ষে গমন করিলেন। পরে টেবিল হইতে একখানি পুস্তক তুলিয়া লইয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া একাগ্রমনে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আপন

মনে বলিলেন, "আমার অনুমান ঠিক! এ সেই হচ্ছে। আমি ওকে যখন জল থেকে তুলেছিলুম, তখন ওর মুখ দেখ্‌তেই এই ফটোর কথা মনে পড়েছিল।"

পাঠকপাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, যখন পশুপতি বাবু সুধীর-চন্দ্রের নিকটে নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন উহার একখানি ফটো উকীল বাবুকে দেখাইয়াছিলেন। উকীল বাবু উহা দেখিয়াও ভাল করিয়া দেখেন নাই; সুতরাং পশুপতিও অন্য-মনস্কভাবে ফটোখানি টেবিলের উপর রাখিয়া অন্যান্য কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে যখন উভয় পক্ষই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তখন পশুপতি ক্রোধভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে সময়ে ফটোর কথা তাঁহার স্মরণ ছিল না; সে জন্য উহা টেবিলের এক পার্শ্বেই পড়িয়া রহিল।

বৈকালে ক্ষিতীশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ফটোখানি তাঁহার নয়ন-গোচর হওয়াতে তিনি উহা তুলিয়া লইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, যে এই কন্যাটীরই বিবাহের প্রস্তাব লইয়া প্রাতে উহার পিতার সহিত স্বীয় পিতার বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছিল। কন্যার রূপ দেখিয়া ক্ষিতীশ মোহিত হইলেন এবং পিতা অর্থলোভে এমন কন্যারত্নকে পায়ে ঠেলিলেন, সেজন্য মনে মনে তাঁহাকে শত ধিক্কার দিলেন। পরে ফটোখানি সযত্নে একখানি পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহারই পাণিগ্রহণ করিবেন, ও ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে পিতার অন্যায় আদেশ অমান্য করিবেন।

আজি ক্ষিতীশচন্দ্র দৈবানুকূল্যে অপ্রত্যাশিতরূপে নিজের বাঞ্ছিতকে স্বহস্তে কালের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া স্বগৃহে আনিতে পারিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার আনন্দের পরিসীমা নাই। একে একটী নিষ্পাপ নির-পরাধা কিশোরীর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপর

সর্ব্বতোভাবে স্পৃহনীয়া যে পাত্রী হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পিতা কর্তৃক এই গৃহ হইতে জন্মের মত বিতাড়িতা হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই আবার পিতার আশ্রয়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন, একথা বার বার মনে উদিত হওয়াতে তাঁহার উৎসাহের উৎস উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি সেই ফটো হস্তে লইয়া পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌ব, বাবা এ ফুলটী আমার হৃদয়বৃন্ত হ'তে কেমন করে' বিচ্যুত করেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে কি করে' বড়মানুষ হ'তে চা'ন, দেখ্‌ব। ওঁর টাকার কি অভাব যে টাকার জন্যে আমাকে জন্মের মতন অসুখী কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন? ছি ছি, ঘৃণার কথা!—অবশ্য, তিনি আমাকে মানুষ করেছেন, তাঁর স্নেহে প্রতিপালিত হয়ে এত বড়টি হয়েছি, লেখা-পড়া শিখেছি ও শিখ ছি, সেজন্যে তাঁ'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু তা'ই বলে' বিনাদোষে আমার বুকে ছুরি মার্‌বার তাঁর কি অধিকার আছে? আমি যেমন করে' পারি, ওঁর নীচ সঙ্কল্প ব্যর্থ কর্‌ব।"

এই বলিতে বলিতে ফটোখানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। পরে কুসুমকুমারীর কক্ষে পুনরাগমন করিয়া দেখিলেন, ভূতলে অবতীর্ণা স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় মুগ্ধা বালিকা ঘর আলো করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। ক্ষিতীশ ধীরে ধীরে চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং কুসুমকুমারীর কুসুমপেলব মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া উহার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার মনে কত কি ভাবের উদয় হইতেছিল, কে বলিতে পারে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, আপাততঃ পিতামাতার নিকট ইহার পরিচয় প্রকাশ করিবেন না এবং রামনগরেও সংবাদ দিবেন না, কারণ ইঁহার পিতা কোন গতিকে সন্ধান পাইয়া স্বয়ংই কন্যার সংবাদ লইতে আসিবেন; তখন আপনা হইতেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

ক্রমে রাত্রি তিনটা বাজিল। ক্ষিতীশ ভাবিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নয়; কেবল চুপ করে' এর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে' থাক্‌লে চল্‌বে না। অনেকক্ষণ হ'ল এর পেটে কিছু পড়েনি। এইবার একটু দুধ খাইয়ে শুয়ে পড়ি গিয়ে। পিসীমা তো রোগীর বেশ খবর নিচ্ছেন।"

উঠিয়া পূর্ব্বমত ষ্টোভে দুধ গরম করিয়া কুসুমকুমারীর গায় হাত দিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া উহার গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন, "কুসুম, ও কুসুম!"

কিশোরী থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিবার প্রয়াস পাইলেন। ক্ষিতীশ হস্তদ্বারা উহাকে নিবারণকরিয়া কহিলেন, "ভয় নেই কুসুম। এখন উঠ্‌তে যেও না, মাথা ঘুরে' পড়ে' যা'বে। এই দুধটুকু খেয়ে নাও, শেষ রাত্রি হয়ে এল।"

অপ্রতিভ হইয়া কুসুম বলিলেন, "আপনি কি সমানে জেগে রয়েছেন, আর আমি বেশ পড়ে' ঘুমচ্ছিলুম?"

"না, আমি সমানে এ ঘরে ছিলুম না" এই বলিয়া উহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক দুগ্ধপান করাইলেন। পরে পিসীমাতার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া ক্ষিতীশ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে পিসীমাতাকে বলিয়া গেলেন, "ওঁকে আর কিছু দিতে হ'বে না, উনি ঘুমিয়ে পড়লেই তুমি আবার শুয়ে পড়ো।"

কুসুমকুমারী হরসুন্দরীর দুই চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কাহার বাটীতে আসিয়াছি? ইঁহারা দেখিতেছি সকলেই আমাকে আপনার লোকের মত যত্ন করিতেছেন। বিশেষ, এই যে যুবকটী, ইনি তো—বলিতে পারি না—কি ভাবিয়া আমার প্রতি এতদূর স্নেহ দেখাইতেছেন। আমি তো জন্মে এত স্নেহ, এত ভালবাসা,

কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই। যেন কত কালের পরিচিত আপনার লোক। একটুও পর পর ভাব নাই, মোটেই অপরিচিতের মত ব্যবহার নাই।—কেমন মাথায় হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া, আমার নিকট হইতে কথা বাহির করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না, লজ্জায় মুখ ফুটিল না।—আর জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি জানিতে পারিতাম? ইঁহাকে কখনও দেখি নাই, ইঁহাদের বাটীর কাহাকেও জানি না, এ কোন্ গ্রাম এবং আমাদের বাটী হইতে কত দূর তাহাও জানি না; সুতরাং নাম ধাম জানিয়াই বা কি লাভ হইত? যখন ভগবান্ আমাকে ইঁহাদের আশ্রয়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!—তবে আশা হয় যে এই অপরিচিত পরমাত্মীয় হইতে আমার কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে না।"

[১৫]

পরদিবস প্রাতঃকালে আভাময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে কুসুমকুমারীকে দেখিতে আসিলেন। কুসুম তখন জাগিয়া একাকিনী শয্যায় শুইয়াছিলেন, কারণ হরসুন্দরী হস্তমুখাদি প্রক্ষালন মানসে ইতি-পূর্ব্বেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আভাময়ী কহিলেন, "একলাটী শুয়ে আছ মা? এখন কেমন আছ?"

কুসুমকুমারী উত্তর করিলেন, "আমি ভাল আছি মা। পিসীমা আমার কাছে বসেছিলেন, এইমাত্র বাইরে গিয়েছেন।"

আভাময়ী বলিলেন, "আমি ঝীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার মুখ হাত ধুইয়ে যা'বে।"

কাতরস্বরে কুসুমকুমারী কহিলেন, "মা, আপনারা আমাকে নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। দয়া করে' আমাকে বাপ মার কাছে পাঠিয়ে দিন, কিম্বা তাঁ'দের খবর দি'ন, তাঁরা এসে আমায় নিয়ে যা'ন।"

ব্যগ্রভাবে আভাময়ী উত্তর করিলেন, "সে তো বেশ কথা মা। আমরাও তো তা'ই চাই। আহা, তাঁ'রা কত ভাবছেন, কত খোঁজ করে' বেড়াচ্ছেন; হয় তো তোমার প্রাণের আশাই ছেড়ে দিয়ে বসে' আছেন। রাত্রে তোমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, মনে আছে বোধ হয়। কিন্তু তুমি কোন উত্তর দিলে না বলে' তোমায় বার বার ত্যক্ত করলুম না। এখন বলবে কি, তোমাদের বাড়ী কোথায়।"

কুসুমকুমারী কহিলেন, "আমাদের বাড়ী রামনগর গ্রামে। হ্যাঁ মা, সে গ্রাম এখান থেকে কত দূর? আমি তো কিছুই জানতে পারি নি কোথায় এসেছি আর কি করে' এসেছি।"

আভাময়ী সন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, "রামনগর?—রামনগর এখান থেকে আট দশ ক্রোশ হ'বে। তোমার বাপের নাম?"

কুসুমকুমারী উত্তর করিলেন, "বাবার নাম শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায়। জমিদারী করেন।"

নাম শুনিয়া আভাময়ী বিস্মিতা হইলেন। ভাবিলেন, "এই কি সেই মেয়ে, যা'র সম্বন্ধ নিয়ে পশুপতি নামে একজন ভদ্রলোক দিন কতক হ'ল এখানে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন? আহা, মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এর মুখখানি দেখলে উনি আর এর বাপকে এমন অপমানিত করে' তাড়িয়ে দিতে পারতেন না। ওঁকে এনে একবার মেয়েটীকে ভাল করে' দেখাই, তা'হ'লেই উনি আর পছন্দ না করে' থাকতে পারবেন না।"

আভাময়ীকে চিন্তান্বিতা দেখিয়া কুসুমকুমারী উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবছেন মা? একজন লোকের হাতে বাবার কাছে খবর পাঠা'লেই তিনি নিজে এখানে এসে পহুঁছা'বেন।"

আভাময়ী কহিলেন, "তোমার বাবার কাছে তো খবর পাঠা'বই গো।—আচ্ছা, তিনি কি তোমার বিয়ের কথা পাড়্‌বার জন্যে দিন কতক হ'ল এখানে এসেছিলেন?"

কুসুমকুমারী বলিলেন, "এখানে?—এ কা'র বাড়ী না জান্‌লে কি করে' বল্‌ব মা যে তিনি এখানে এসেছিলেন? তবে শুনেছি তিনি এক উকীল বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন।"

"আর বল্‌তে হ'বে না মা। এই সেই উকীল বাবুর বাড়ী।"

এই বলিয়া আভাময়ী সাদরে কুসুমের গণ্ডদেশে অধরস্পর্শ করিলেন ও বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তুমি আপনা হ'তেই এবাড়ীতে এসেছ, আর এখান থেকে যেতে পা'বে না।"

কুসুমকুমারী যুগপৎ বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু লজ্জাবশতঃ আভাময়ীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না। উঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া আভাময়ী পুনরায় স্নেহভরে কহিলেন, "আমি এখনই বাবুকে এ শুভসংবাদ দিচ্ছি, আর তোমার বাবাকেও ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার কোন চিন্তা নেই, তোমার বাবা এলে আমি বলে' ক'য়ে সব ঠিক করে' দেব।"

কুসুমকুমারী বলিলেন, "ও সকল কথা আমাকে কি বল্‌ছেন মা? তবে বাবা মার সমুখে দিব্যি খাচ্ছিলেন, শুনেছিলুম, যে তিনি এ বাড়ী মুখো আর কখনও হ'বেন না। সুতরাং তিনি আমার সংবাদ পেলেও হয় তো নিজে নিতে আস্‌বেন না।"

আভাময়ী আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "সে তখন দেখা যা'বে। তিনি

নিজে আস্‌তে না চা'ন, আমার ছেলে তোমাকে পহুঁছে দিয়ে আস্‌বে।"

কুসুমকুমারী। বাবা যে বল্‌ছিলেন, এ বাড়ীতে একটি দেবী আছেন, সে দেখ্‌ছি আপনিই। আপনার মতন উদার মন কোন মেয়েমানুষের দেখিনি। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

আভাময়ী। মা, তোমাকে নিয়েই আমি সুখী হ'ব। তুমি আমার বউ হ'লেই আমি শান্তি পা'ব।

কুসুমকুমারী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন ?"

আভাময়ী উত্তর করিলেন, "এই খানিকক্ষণ হ'ল। মেয়েটী এখন ভাল আছে, তাই ওর সঙ্গে দুটো কথা কইছিলুম। বাবা, তুমি এখনই ওর বাপের বাড়ী লোক পাঠাও, আর চিঠি লিখে দাও যে যত শীগ্‌গির পারেন, তাঁর মেয়েকে দেখে যা'ন। মেয়ে একটু সেরে সুরে না উঠ্‌লে ওকে যেতে দিচ্ছিনা, বুঝ্‌লে ? এই কথা কয়টী আমার জবানী লিখে দিও। তা'হ'লে তাঁর এখানে আস্‌তে কোন আপত্তি থাক্‌বে না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "তা বেশ, চিঠি দিয়ে এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কোথায় পাঠা'ব ?"

"কেন, রামনগরে পশুপতি মুখুজ্যের বাড়ী। মা আমাকে সব কথা বলেছে। কেমন, তো'র বউ পছন্দ হয়েছে তো ?"

"মার যেমন কথা। কোথায় কিছু নেই, বউয়ের কথা উঠ্‌ল কোত্থেকে ?"

"তোমার পছন্দ হ'লেই আমি আর ওকে হাতছাড়া কর্‌ছি না।"

ক্ষিতীশচন্দ্র স্মিতবদনে বলিলেন, "ওকে একটু দুধ টুধ দেওয়া হয়েছে, না শুধু ওর বিয়ের সম্বন্ধই কর্‌ছেন ?"

আভাময়ী কহিলেন, "আমি ঝীর হাতে দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিজের সুমুখে খাইয়ে দিও। মুখ ধোবার জলও সেইসঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া আভাময়ী প্রস্থান করিলেন। ক্ষিতীশ কুসুমকুমারীর নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, "মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' কথাবার্ত্তা ক'য়ে ক্লান্তি বোধ হয়ে থাক্‌বে।"

কুসুমকুমারী বলিলেন, "না, আমি বেশী কথা কইনি। আপনার মা ঠাকরুণই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেন।"

ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিলেন, "এরই মধ্যে মার সঙ্গে বেশ ভাব করে' নিয়েছ দেখ্‌ছি।"

কুসুম ব্রীড়াবিনম্র স্বরে উত্তর করিলেন, "মা নিজের পরিচয় নিজেই দিলেন, নিজেই মার মতন করে' আদর করতে লাগ্‌লেন। তিনি আপনারই তো মা!"

এই বলিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিলেন। ক্ষিতীশও হাসিমুখে জিজ্ঞাসিলেন, "কেন, আমার অপরাধ?"

কুসুমকুমারী কহিলেন, "আপনিও কি কম? এমন করে' পরকে আপনার কর্‌তে—"

এমন সময়ে মুখপ্রক্ষালন জন্য জল লইয়া ঝী উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশ কুসুমকে কহিলেন, "উঠে বস্‌তে পার্‌বে কি? তা'হ'লে আমি ধরি, তুমি মুখ ধু'য়ে নাও।"

"আমি উঠ্‌ছি, আপনাকে ধর্‌তে হ'বে না।" এই বলিয়া কুসুমকুমারী উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিনা সাহায্যে উঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া ক্ষিতীশ শশব্যস্তে পৃষ্ঠদেশে ও বাহুতে হস্তরক্ষা করিয়া উঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন।

তাহা দেখিয়া ঝী নিকটে আসিয়া কুসুমকে ধরিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। মুখ প্রক্ষালন করাইয়া ঝী তাড়াতাড়ি দুগ্ধ আনিতে গেল।

ক্ষিতীশ বলিলেন, "আমি তো জানতুম কুসুম, তুমি একলা উঠ্‌তে পার্‌বে না। আমি না ধর্‌লে তুমি পড়ে' যেতে।"

কুসুমকুমারী স্মিতমুখে কহিলেন, "পড়ে' আর কোথায় যেতুম? আপনার সবতেই তাড়াতাড়ি।"

"তাড়াতাড়ি বই কি। এখন তো বল্‌বেই।"

এমন সময়ে ঝী দুগ্ধ ও কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্ষিতীশ ঝীকে কহিলেন, "খুব সাবধানে ওঁকে খাওয়া'বে, যেন পড়ে' টড়ে' না যা'ন। বুঝ্‌লে?"

এই বলিয়া উঁহার পৃষ্ঠের দিকে একটা মোটা বালিশ রাখিয়া দিলেন। পরে কুসুমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার বাপের কাছে লোক পাঠাই। তাঁ'রা কত আকাশ পাতাল ভাব্‌ছেন।"

অনুচ্চস্বরে কুসুমকুমারী কহিলেন, "তাঁ'রা নিশ্চিন্দি হয়ে থাক্‌বেন। মনে কর্‌ছেন, মেয়েটা গিয়েছে, আপদঃ শান্তি হয়েছে।"

ক্ষিতীশ কতকটা আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন,

"হায়, বাঙ্গালীর মেয়ে!

"কেন তুমি এই দেবীমূর্ত্তি নিয়ে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলে?"

[১৬]

সুধীরচন্দ্র প্রাতঃকালীন চা পান করিতে বসিয়াছেন। আভাময়ী স্বহস্তে একটী পাত্রে চা, দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন, এবং দুইখানি গরম টোষ্টে মাখম মাখাইয়া ভিন্ন পাত্রে রাখিলেন। সুধীর একখানি টোষ্টে কামড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি খা'বে না ?"

"এই যে খাচ্ছি," এই বলিয়া আভাময়ীও চা পানে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলদিন স্বামীর সহিত একত্র চা পান করা আভাময়ীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু আজি স্বামীর সহিত বিশেষ বাক্যালাপের প্রয়োজন ছিল বলিয়া নিজেই এক টেবিলে চা পান করিতে বসিয়া গেলেন।

চায়ের পেয়ালা তুলিয়া এক চুমুক চা খাইবার পর সুধীরচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "সে মেয়েটা কেমন আছে ?"

আভাময়ী উত্তর করিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছে ও কথাবার্ত্তা কই'ছে, কিন্তু এখনও এত দুর্ব্বল যে নিজে উঠে বস্‌তে পারে না।"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "কথা কও'ছে, তবে তা'র বাড়ীর কোন সন্ধান তা'র কাছ থেকে পেলে কি ?"

আভাময়ী বলিলেন, "হাঁ, কতক কতক পাওয়া গিয়েছে।—তোমাকে আর একটু চা দিই।" এই বলিয়া স্বামীর পাত্র পুনরায় চা দ্বারা পূর্ণ করিলেন। পরে আর একখানি প্লেটে কয়েকখানি বিস্কুট স্থাপনপূর্ব্বক স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "দু'খানা বিস্কুট নাও না, কাল বেশ ভাল বিস্কুট আনিয়েছিলুম।"

তিনি তাহা হইতে একখানি তুলিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিলেন, "কই, মেয়েটার কি সন্ধান পেলে, তা'তো বল্লে না। ওর যে আজই একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে।"

"ওর বাড়ী রাম নগর গ্রামে।—মেয়েটার মুখখানি ভাল করে' দেখনি তুমি; আহা, রং যেন ফেটে পড়ছে। মুখখানি দেখ্‌লে মনে হয় যে তুলি দিয়ে আঁকা, কথাবার্ত্তায় ও লজ্জায় যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

"কি বল্লে, রামনগরে? রামনগরে কা'দের বাড়ীর মেয়ে?"

"জমিদার পশুপতি মুখুজ্যের মেয়ে।—চা খেয়ে চল একবার তা'কে দেখে আসি। আহা, দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়।"

"তাকে কাল তো দেখেছি, আবার দেখ্‌ব কি? কি বল্লে, রাম নগরের পশুপতি মুখুজ্যের মেয়ে? এক পশুপতি তো সেদিন এসে আমাকে যা'চ্ছে তাই বলে' গেল, সেই না কি?"

আভাময়ী মুখ সংলগ্ন পাত্রস্থ চা টুকু নিঃশেষ করিয়া উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, সেই বাবুই বটে।"

বিস্মিত ও কুপিত হইয়া সুধীরচন্দ্র চায়ের পাত্র টেবিলে রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ? বল কি? সেই হাড়হাবাতের মেয়েটাকে ক্ষিতীশরা দুই ভাইয়ে এখানে তুলে' এনেছে! আর সেই মেয়ের রূপগুণের ব্যাখ্যানা তোমার মুখে আর ধরে না?"

আভাময়ী কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিলেন, "সত্যিই মুখে ধরে না। আর ছেলেদেরই বা দোষ কি? একটা জলজ্যান্ত মেয়ে জলে ডুবে মরছিল,—মরছিল কি, মরেই গিয়েছিল,—তা'র প্রাণরক্ষা করেছে, এর বাড়া সাহসের আর পুণ্যের কাজ কি আছে?"

সুধীর। তা পুণ্য করেছে, বেশ করেছে; কিন্তু তা'কে ঘরে আন্‌লে কেন? একটু চেষ্টা কর্‌লেই তো সেখানে ওর বাপের বাড়ীতে রেখে আস্‌তে পারত।

আভাময়ী। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে'ও যখন কা'রুও সাড়া পেলে না, আর ওদিকে মেয়েটীর প্রাণ বেরোয়, তখন ওকে তাড়াতাড়ি এখানে এনে ফেলা ভিন্ন অন্য উপায় কি ছিল? যা' হ'ক, ক্ষিতীশ ওর বাপের কাছে খবর পাঠিয়েছে। সে বেচারা সংবাদ পেয়েই দৌড়ে আস্‌বে সন্দেহ নেই। তুমি কাছারী থেকে ফিরে এলেই মেয়েটীর একটা ব্যবস্থা করা যা'বে।

সুধীর। না না, সে ছোট লোকটাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিও না। সেদিন আমাকে কিই না বলে গিয়েছে?

আভাময়ী। হাঁ, তুমিই বড় তা'র খাতির রেখেছিলে কি না। সে কথা যা'ক। আমার কিন্তু বড় সাধ, এই মেয়েটীকে বউ করি। এমন সোণার চাঁদ বউ এলে ঘরের লক্ষ্মীশ্রী ফিরে যায়।

সুধীর। আমার লক্ষ্মীশ্রী ফিরে গিয়ে কাজ নেই। তুমি আমার লক্ষ্মী বেঁচে থাক, তোমার ভাগ্যেই আমার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে আর হ'বে।

আভাময়ী হাসিয়া বলিলেন, "যা' বল্লে। তবে আর ছেলেদের বিয়ে দিয়েও কাজ নেই, বউ এনেও কাজ নেই।"

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "বউ আনব না কেন? বউয়ের মতন বউ পেলেই ঘরে তুলব।"

আভাময়ী। এ বুঝি বউয়ের মত বউ হ'বে না? তাই তো বল্‌-ছলুম, একবার চল দেখি আমার সঙ্গে, দেখে চোখ জুড়োবে।

সুধীরচন্দ্র। বউএর কোঁচড়ে এক ঝুড়ি টাকা খন্‌খন্ ঝন্‌ঝন্ কর্‌তে থাকিবে, তবেই সে বউকে দেখে চোখ জুড়োয়।

আভাময়ী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তুমি পৃথিবীতে কেবল ঐ একটী জিনিসই চিনেছ, তোমার কাছে অন্য কথা পাড়াই বৃথা।"

"আর না, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাইরে মক্কেলরা বসে' আছে বোধ

হয়," এই বলিয়া সুধীরচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৈঠকখানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আভাময়ী তাঁহাকে একপ্রকার বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ "একবার দেখেই যাও না" বলিয়া কুসুমকুমারীর কক্ষে লইয়া গেলেন।

কুসুমকুমারী তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন এবং ক্ষিতীশ চেয়ারে বসিয়া উহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। পিতা ও মাতাকে সমাগত দেখিয়া ক্ষিতীশ চেয়ার ছাড়িয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আভাময়ী কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ মা?"

কুসুমকুমারী মুখ নত করিয়া উত্তর করিলেন, "এখন ভাল আছি।"

ইত্যবসরে ক্ষিতীশ কি ভাবিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। আভাময়ী কুসুমকুমারীর আনত বদনমণ্ডল উভয় হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া স্বামীকে কহিলেন, "একবার দেখ দেখি, কি সুন্দর মুখখানি, চোখদুটীর কেমন ঢুলু ঢুলু চাহনি, মুখে যেন লজ্জা মাখান।"

সুধীরচন্দ্র একটী মাত্র "হুঁ!" করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কুসুমকুমারী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "ওঁর সুমুখে আমার সুখ্যেত করেন কেন? উনি তা'তে অসন্তুষ্টই হ'লেন। কারণ আমার বাপের ওপর উনি হাড়ে চটা।"

আভাময়ী সস্নেহে উত্তর করিলেন, "ভালকে ভাল বলব, তা'তে ভয় কি মা? তা উনি পছন্দ করুন আর নাই করুন। তোমাকে আমি বউ করবই করব।"

কুসুমকুমারী নিতান্ত কাতরস্বরে বলিলেন, "না মা আমি সে আশা করি না। বাবা অত টাকা কোথায় পা'বেন?"

আভাময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "টাকার জন্তে কাজ আটকা'বেনা, পাগলী মেয়ে।"

কুসুম কহিলেন, "মা আমি সামান্য গৃহস্থের মেয়ে, আপনাদের বউ হ'বার যোগ্য নই। যখন মরতে পেলুম না, তখন আমার পক্ষে আইবড় থাকাই ভাল।"

কুসুমের মাথায় হাত বুলাইয়া আভাময়ী বলিলেন' "বালাই, আইবড় থাকতে গেলে কেন? তুমি ওসব কুচিন্তাকে মনে স্থান দিও না। যখন আমার ছেলের মনে ধরেছে, তখন তা'কে অসুখী করতে চাই না। আর এমন বউ কেনই বা তা'র মনে না ধরবে? সে সব আমি ঠিক করে' নেব, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হ'বে না।—যাক্ সে কথা। আজ একটু মুগের ডালের খিচুড়ী করতে দিই, খেতে পারবে কি?"

কুসুম কহিলেন, "দেখব যদি পারি।"

"বেশ," বলিয়া আভাময়ী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(১৭)

পাঠক পাঠিকা, একবার রামনগরের সংবাদ লওয়া আবশ্যক হইয়াছে। দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে পশুপতি ও সুকুমারী কক্ষমধ্যে বসিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন এবং শিশু মোহিতমোহন কতকগুলি পুতুল লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছে। ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিল এবং কক্ষমধ্যে ঝী আলো দিয়া গেল। তখন খোকা উঠিয়া মাতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও বিষণ্ণবদনে কহিতে লাগিল, "মা, দিদি কোত্তায় গেল? লাত্তিল্ হয়ে গেতে, আমাল্ ভয় কত্তে। আমি দিদিল্ কোলে দাবো, দিদিল্ কাতে থোবো।"

শুনিয়া সুকুমারীর চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, "তাই তো, সে সন্ধ্যায়

পর তো কোথাও থাকে না।—ঝী, ও ঝী, খ্যাখ্‌ তো কুসুম কোথায় গেল।"

ঝী আদেশ পাইয়া চলিয়া গেল। পশুপতি কহিলেন, "বোসেদের বাড়ী হ'বে, সেখানেও দেখে আসে যেন।"

সুকুমারী বলিলেন, "সে আপনিই দেখে আস্‌বে। তা'দের বউয়ের সঙ্গে ওর ভারী ভাব, তা ঝী বেশ জানে।—কিন্তু আজ বিকেলে তা'র কথাগুলো যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছিল।"

পশুপতি। সে কি রকম ?

সুকুমারী। একটু যেন উগ্রমূর্ত্তি, যেন বিদ্রোহভাব বোধ হচ্ছিল, সেইজন্যে ভয় হচ্ছে।

পশুপতি। কই, তুমি এতক্ষণ তো সে কথা বল নি।

সুকুমারী বলিলেন, "মনের দুঃখে কোন সময়ে ও রকম মনের গতি হওয়া বিচিত্র নয়, তাই তা'র কথা গায় মাখিনি।—ঝী এখনও এল না যে। তুমি একটু দেখ্‌বে ?"

পশুপতি কহিলেন, "ঝী ফিরে আসুক।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, "দিদির তো কোন সন্ধান পেলুম না। বোসেদের বউকে জিগ্যেস কর্‌লুম। তিনি বল্লেন যে আজ বিকেলে তিনি তা'দের বাড়ী মোটেই যা'ন নি। আরও কত জায়গায় ঘুরে এলুম, কিন্তু তাঁ'কে কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না। তাই তো মা, কি হ'বে ?"

সুকুমারী বিশেষ চিন্তিতা হইয়া বলিলেন, "ওমা, কি হ'বে গো ? পোড়া কপালে আরও কত নিগ্রহ ভোগ আছে ?"

পশুপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "একটা হারিকেন দাও দেখি, চাকরকে সঙ্গে নিয়ে একবার সমস্ত গ্রামটা ঘুরে আসি। আশে-

পাশের পুকুরগুলোও দেখে আসি, কিন্তু যে অন্ধকার করেছে, এ সময়ে কি কিছু দেখতে পাওয়া যাবে ?"

সুকুমারী কহিলেন, "তাই তো গা। মা কালী না করুন, যদি কোন পুকুরে ডুবে থাকে, তা'হ'লে তো বাছা আমার সকল জ্বালার হাত এড়িয়েছে।"

পশুপতি বলিলেন, "আমাদের মুখে কালি দিয়ে কা'রও সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে থাকে যদি, তা'হ'লেই চিত্তির। ওপাড়ার সেই হরিশ ছোঁড়াটা কখন কখন এখানে আস্ত, তা'কে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হ'ত। কি করেছে, সেই জানে।"

সুকুমারী সতেজে উত্তর করিলেন' "না না, সে আমার লক্ষী মেয়ে, সে সংসারের কুটিলতার ধার ধারে না।"

এই বলিয়া তিনি একটী হারিকেন পাশের ঘর হইতে আনিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং একজন চাকরকেও তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। স্বামী বহির্গত হইলে ঝীর দ্বারা পাড়ার কয়েক-জনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন এবং কন্যার অনুসন্ধানে স্বামীকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলেই দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আগ্রহের সহিত মুখুজ্যে-গৃহিণীর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা পশুপতি বাবুর সহিত তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পুষ্করিণীর ধারে গিয়া আলোকের সাহায্যে জলের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেও ভুলিলেন না। অবশেষে বিফল-মনোরথ হইয়া রাত্রি এগারোটার পর বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

পশুপতিকে বিমর্ষভাবে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া সুকুমারী উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পশুপতি পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে

গেলেন, কিন্তু কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিবেন? বলিলেন, "মেয়েটা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে! আত্মহত্যা করে' থাকে, তা'হ'লেও গিয়েছে; অকূলে ঝাঁপ দিয়ে থাকে, তা'হ'লেও গিয়েছে।"

সেরাত্রে উভয়ের মধ্যে কাহারও আহার নিদ্রা হইল না। একমাত্র কন্যার অভাবে আজ ঘর আঁধার হইয়াছে। সুকুমারী বলিতে লাগিলেন, "হায়, যদি জানতুম, মেয়েটার রোগ হয়ে মারা গেছে, তা'হ'লেও বুঝতুম যে কি করব, চিকিৎসা তো যথাসাধ্য করা হ'ল, তবু বাঁচা'তে পারলুম না, সে ভগবানের ইচ্ছে।

পশুপতি কহিলেন, "এও ভগবানের ইচ্ছে, সুকুমারী। তুমি হয় তো বলবে, সমাজের অত্যাচারের জন্য আমরা তা'কে হারালুম, এ ভগবানের ইচ্ছে নয়।—"

বাধা দিয়া সুকুমারী বলিলেন, "তা তো নয়ই।"

পশুপতি কহিলেন, "এই যে সমাজের এমন শোচনীয় দশা হয়েছে, এও কি সেই ভগবানের ইচ্ছে নয়? আমাদের সমাজের রাক্ষুসে ক্ষিদে নিবৃত্তির জন্যে যখন শত শত নিরীহ নিরপরাধা বালিকা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, তখন আমাদের বড় সাধের আদরের মেয়েটিকেও বলিগ্রহণ করে' সেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হ'ক। নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বরের ইচ্ছেই এই যে, সমাজের ক্রমশঃ অধোগতি হ'তে থাকুক।"

সুকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, "সমাজের অধোগতিই হ'ক, আর উর্দ্ধগতিই হ'ক, আমার বুকের নিধিকে তো জন্মের মতন হারালুম, তাকে তো আর কোন হতভাগা আমার কোলে এনে দেবে না।"

এইরূপে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কখনও হৃদয়হীন সমাজকে, কখনও নিজ নিজ দুরদৃষ্টকে, আবার কখনও

হতভাগিনী কন্যাকে গালি দিতে দিতে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে কখন আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন না।

যে হত্যাকারীকে আদেশ জ্ঞাত করান হইয়াছে যে আগামী কল্য প্রাতে তাহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিত হইবে, সে হতভাগারও পূর্ব্বরাত্রে কোন না কোন সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। সেই জন্যই নিদ্রাদেবীর একটী নাম সন্তাপহারিণী। সুতরাং পশুপতি ও সুকুমারীও যে অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

প্রাতে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক পশুপতি পুনরায় কন্যার অনুসন্ধানে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে স্বগ্রামস্থ তিনটী যুবক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পশুপতি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি একবার আমাদের সঙ্গে আসুন; গ্রামের পশ্চিমে সদর রাস্তার ধারে যে বড় পুষ্করিণী আছে, সেদিকে ভোরে বেড়া'তে গিয়ে যা দেখে' এলুম, সে সব আপনাকে একবার দেখাতে চাই। আমাদের মনে যেন কেমন কেমন ঠেকছে। সেই চিহ্ন ধরে আপনার মেয়ের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া পশুপতি কহিলেন, "অবশ্য যাব। আপনাদের অনুগ্রহে বিশেষ আপ্যায়িত হলুম। দেখুন, আপনাদের কল্যাণে মেয়ের লাসটাও যদি পাই। আমি কাপড় ছেড়ে এখনই আসছি।"

এই বলিয়া অন্তঃপুরে গিয়া পত্নীকে ডাকিলেন এবং কহিলেন, "আমাদের পাড়ার রাম, হরি আর গণেশ এসে বলছে যে একটী পুকুরধারে এমন চিহ্ন তারা দেখে এসেছে, যাতে করে সম্ভবতঃ কুসুমের সন্ধান পাওয়া যা'বে।"

সুকুমারী যেন স্বর্গ হাতে পাইয়া বলিলেন, "তা'দের মুখে ফুলচন্দন

পড়ুক। তুমি একটু কিছু মুখে দিয়ে একবার গিয়ে দেখে এস। হে মা কালি, এমন শুভদিন কি হ'বে যে আমার কুসুমকে ফিরে পা'ব!"

পশুপতি কহিলেন, "আমি কাপড় ছেড়ে এখনই তা'দের সঙ্গে যাচ্ছি। তুমি তিনজনের মতন চা শীগ্‌গির বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দাও, তা'দের বসিয়ে এসেছি।"

"দিচ্ছি; সেই সঙ্গে তুমিও চা খেয়ে নিও, কারণ কালকের উপোসী রয়েছ।"

এই বলিয়া সুকুমারী চা প্রস্তুত করিতে গেলেন। পশুপতি তাড়াতাড়ি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে সুকুমারী চারি পেয়ালা চা ও কিছু খাবার ঝীর হাতে পাঠাইয়া দিলেন।

পশুপতি যুবকত্রয়কে বলিলেন, "আপনাদের এখনও চা খাওয়া হয়নি দেখছি। অনুগ্রহ করে' এক এক পেয়ালা খেয়ে নিন।"

তাঁহাদের মধ্য হইতে রামচরণ বলিলেন, "তা বেশ, আপনিও আসুন। আপনার মুখ খানা শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি!"

"আমাদের কথা আর বলবেন না। আমরা যে বিপদে পড়েছি, ঈশ্বর যেন শত্রুকেও এমন বিপদে না ফেলেন।"

এই বলিয়া পশুপতি তাঁহাদের সঙ্গে চা পান করিলেন এবং সকলে মিলিয়া সেই পুষ্করিণী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যুবকবৃন্দ পশুপতিকে প্রথমতঃ মোটরের চাকার দাগ দেখাইলেন। তারপর মোটরকার খানিক দূর উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় ঘাটের উপর ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহা চাকার চিহ্ন দেখিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা সপ্রমাণ করিলেন। তদনন্তর ঘাটের উপরে মোটরের চাকার চিহ্নের সন্নিকটেই খানিকটা জমি এখনও জলসিক্ত রহিয়াছে ও সেই স্থানে দুইজনের পদচিহ্ন রহিয়াছে, তাহাও দেখাইলেন।

হরিচরণ পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব চিহ্ন দেখে আপনি কি ঠাওরা'লেন ?"

পশুপতি উত্তর করিলেন, "হাঁ ; দেখে বেশ বোধ হচ্ছে কোন ভদ্র-লোক কোন একটা জিনিস জল থেকে তুলে মোটর যোগে এই রাস্তার ধারে উত্তর দিকে গিয়েছেন।"

"অতএব আপনি যত শীঘ্র পারেন, আপনার ঘোড়ায় চড়ে' এই মোটরের চাকার চিহ্ন ধরে' বরাবর চলে যান'। যে বাড়ীতে মোটর ঢুকেছে দেখ্‌বেন, সেইখানে গিয়ে সন্ধান নেবেন। ঈশ্বর আপনার সহায় হউন।"

এই বলিয়া যুবকত্রয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। পশুপতিও আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাটী ফিরিলেন। হৃদয়ে অনেকটা আশা ও উৎসাহ লইয়া চলিলেন।

[১৮]

বাটী আসিয়া পশুপতি পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন। সুকুমারী কহিলেন, "আহা, সে কি আর এখনও বেঁচে আছে ? তবু যখন একটু আশার সঞ্চার হয়েছে, তখন তুমি দু'টী ভাত খেয়ে দুর্গা বলে' যাত্রা কর। তোমার স্নান করতে ভাত হয়ে যা'বে।"

পশুপতি কহিলেন, "নাইতে খেতে দেরি হ'বে ; আমি এসে ভাত খা'ব।"

সুকুমারী বলিলেন, "ওমা, সে কি হয় ? কোথায়, কত দূরে যাচ্ছ, তা'র ঠিক নেই ; সেখানে গিয়ে কি দেখ্‌বে, তা'র স্থিরতা নেই ; মেয়েটা

যদি বেঁচে থাকে, তা'কে সঙ্গে আন্‌বার ব্যবস্থা করতে হ'বে। এমন কাজে কি না খেয়ে বেরুতে আছে ?"

অর্দ্ধঘন্টা মধ্যে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পশুপতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন; একটী লোক বাইসিকেলে আরোহণ করিয়া তাঁহার বাটী অভিমুখে আসিতেছে। লোকটী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাইসিকেল হইতে নামিল এবং বলিল, "এই কি বাবু পশু-পতি মুখুজ্যের বাড়ী ?"

"হাঁ, এই বাড়ী।"

"আপনার নামই কি পশুপতি বাবু ?"

"হাঁ। কেন ? কোথেকে আসছ ?"

"আজ্ঞে, আপনার নামে একখানি পত্র আছে। পড়লেই সব জানতে পারবেন। আমি গোপালপুর থেকে আসছি।"

এই বলিয়া আগন্তুক পশুপতির হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল—। তিনি চিঠিখানি হাতে লইয়া বলিলেন, "গোপালপুর থেকে ?—আচ্ছা, তুমি এই বেঞ্চের উপর বসো, আমি চিঠিখানা পড়ি।"

পশুপতি পত্রপাঠ করিতে করিতে আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "তবে আমার মেয়ে বেঁচে আছে !"

আগন্তুক উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ ; দিদিমণি ভাল আছেন, তবে বড় কাহিল। এখনও উঠে বসতে পারেন নি। বাবুর বাড়ীর মেয়েরা তাঁ'কে খুব যত্নে রেখেছেন।"

"ধন্য ভগবান্ !" বলিয়া পশুপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পত্নীকে ডাকিয়া হর্ষ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "কুসুম বেঁচে আছে গো ! এই চিঠি এসেছে।"

"অ্যাঁ! কুসুম আমার বেঁচে আছে? মা কালী, তা'কে রক্ষা করেছ? সে কোথায় আছে? দেখি চিঠি।"

এই বলিয়া সুকুমারী হস্ত দস্ত হইয়া স্বামীর নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রথমেই পড়িলেন, "গোপালপুর"। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ গোপালপুর?"

পশুপতি স্মিতাননে উত্তর করিলেন, "পড়ে'ই দেখ না।'

সুকুমারী পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। যথা—

"গোপালপুর, শনিবার।

"মহাশয়, নমস্কার। আমি গতকল্য সূর্য্যাস্তের সময়ে সান্ধ্য ভ্রমণ উপলক্ষে মোটরকারে বাটী ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার জলমগ্না কন্যার কেশরাশি একটী পুষ্করিণীর জলে ভাসিতে দেখিয়া তাঁহাকে কোন-ক্রমে উদ্ধার করি। পরে তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ মোটরে স্থাপনপূর্ব্বক সোজা বাটী চলিয়া আসি; কারণ নিকটে চীৎকার করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলাম না।

"ঈশ্বর কৃপায় ডাক্তারের সাহায্যে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। আজ সকাল হইতে তিনি অনেকটা ভাল বোধ করিতে-ছেন। অতএব আমার সবিনয় নিবেদন, আপনি একবার এ বাটীতে শুভাগমন করিয়া তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া যা'ন। পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী বলিলেন, দুই চারি দিনে কুসুমকুমারী চলিতে ফিরিতে পারিলে আপনি পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে নাড়া চাড়া করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

"এই লোকের সঙ্গেই আপনি চলিয়া আসিবেন ইতি।

বিনয়াবনত ক্ষিতীশচন্দ্র।

(শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের পুত্র)

সুকুমারী পত্রপাঠান্তে সানন্দে ও সবিস্ময়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বলিলেন, "মেয়েটা দেখ্ছি, অদ্ভুত উপায়ে গোপালপুরের সেই উকীল বাবুর বাড়ী পহুঁছে গিয়েছে। কিন্তু তিনি যে মানুষ তোমার মুখে শুনেছি, তুমি সেখানে গেলেই হয় তো মেয়ে শুদ্ধ তোমাকে তাড়িয়ে দেবেন।"

পশুপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঐ যে বাবুর স্ত্রী বলে পাঠিয়েছেন, মেয়েকে দু'চার দিন সেখানে রেখে তবে আস্তে দেবেন; ইনিই সেই দেবী, যাঁ'র কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলেছিলুম। যখন তাঁ'র হাতে কুসুম পড়েছে, তখন ওর ভালই হ'বে ব'লে আশা হচ্ছে। তবে যে ভয়ানক বাবুটী, তাঁ'কে বাগানই শক্ত।"

সুকুমারী কহিলেন, "তা'ই বলে' এবারেও যেন উকীল বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে' এস না।"

"সে পাজীর মুখ দেখ্লে তো।" এই বলিয়া পশুপতি গমনোদ্যত হইলেন এবং পত্নীকে বলিলেন, "যে লোকটা চিঠি এনেছে, তা'কে খেতে দাও; নিশ্চয়ই তা'র খাওয়া দাওয়া হয় নি।"

সুকুমারী আগন্তুককে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং তাহার নিকট হইতে কন্যা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বরক্ষক অশ্ব সজ্জিত করিয়া সম্মুখে উপনীত করিল। পশুপতি আগন্তুককে প্রস্তুত হইতে বলিয়া স্বয়ং অশ্বোপরি আরূঢ় হইলেন।

খোকা মোহিতমোহন দৌড়িয়া আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি দিদিকে চোচুলবাড়ী থেকে আন্তে যাচ্ছে?"

সুকুমারী তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, সেই বাড়ীই তোমার দিদির শ্বশুর বাড়ী হ'ক।"

মোহিত মাতার বাক্যের ভাবার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ইত্যবসরে পশুপতি অশ্বচালনা করিলেন। আগন্তুকও বাইসিকেলে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

[১৯]

বেলা একটার সময়ে পশুপতি গোপালপুরে উত্তীর্ণ হইলেন। অশ্ব-খুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশু-পতি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবামাত্র ক্ষিতীশ একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া অশ্বকে আস্তাবলে লইয়া গিয়া ঘাসদানা দিতে আদেশ করিলেন, এবং পশুপতিকে অভিবাদনপূর্ব্বক বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

পশুপতি কন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে ক্ষিতীশ প্রত্যুত্তরে কহি-লেন, "কুসুমকুমারী আজ অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। এখন বিনা সাহায্যে বস্‌তে পেরেছেন এবং ঘণ্টা দুই হ'ল কিছু আহারও করেছেন। আপনি একটু জিরিয়ে তাঁ'র সঙ্গে দেখা কর্‌বেন। আমি ততক্ষণ মাকে খবর দিয়ে আসি আর আপনার আহারের ব্যবস্থা কর্‌তে বলি।"

পশুপতি বলিলেন, "আমি খেয়ে দেয়ে এসেছি, এখন আর আহার কর্‌ব না। আর বিশ্রাম কর্‌বারও তেমন দরকার নেই। মেয়েটাকে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ কর্‌ছে।

"তবে আসুন আমার সঙ্গে, সে ঘরে আর কেউ নেই, আমিই তাঁ'র কাছে বসেছিলুম।"

এই বলিয়া ক্ষিতীশ পশুপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া কুসুমকুমারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুসুম শশব্যস্তে পিতাকে প্রণাম করিবার

জন্য উঠিতে গেলেন। ক্ষিতীশ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া বলিলেন, "উঠো না, পড়ে' যা'বে। বসে' বসে' প্রণাম কর।"

কুসুমকুমারী তদ্রূপ করিলেন। পশুপতি তাঁহার মাথায় হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন আছ মা ?

কুসুমকুমারী অবনতমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পশুপতি স্নেহভরে বলিলেন, "এখন কাতর হচ্ছ কেন মা ? না বুঝে একটা কুকায করে' ফেলেছিলে ; তা যা' হ'বার হয়ে গিয়েছে, সেজন্তে আর দুঃখ করো না। ঈশ্বর তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

কুসুমকুমারী কাতরস্বরে কহিলেন, "বাবা, আমি:তো কোন কুকাযই করি নি। আমি আপনাদের মুক্তি দেবার জন্তেই প্রাণ বলি দিয়েছিলুম ; কিন্তু ঈশ্বর আবার আমাকে আপনাদের গলগ্রহ করে' দিলেন। আমি মরে' গেলে আপনাদের মাথা থেকে একটা মস্তো বোঝা নেবে যেত, আর সংসারেরও উপকার হ'ত। এ অভাগিনীর কোথাও মরণ নেই বাবা।"

এই বলিয়া পুনরায় অশ্রু:মোচন করিতে লাগিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ছি কুসুম, এ সব কি কথা ? মরণ হ'বার হ'ত, সেই পুকুরেই হ'ত। তা'র পর আমি যখন ঈশ্বর-কৃপায় তোমাকে বাঁচা'তে পেরেছি, তখন আর এরকম কথা আমার সমুখে মুখে এন না।"

কুসুমকুমারী কৃতাঞ্জলিপুটে সকাতরে কহিলেন, "আমায় মাপ কর্‌বেন, অপরাধ হয়েছে। আপনার মনে কষ্ট দেব না, আপনি আমার প্রাণদাতা।"

পশুপতি উভয়ের এই বাক্যালাপে মনে মনে হর্ষিত হইলেন : কিন্তু

অন্তরের ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "ক্ষিতীশবাবু ঠিক বলেছেন কুসুম। তুমি যখন ঘটনাচক্রে এঁদের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তখন তাঁর মরণ কামনা করো না।"

পরে ক্ষিতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাকে 'আপনি' বলে' সম্বোধন কর্‌তে কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।"

ক্ষিতীশ কহিলেন, "আমায় সমীহ করে' কথা কইবেন না, আমি আপনার সন্তান।"

সন্তুষ্ট হইয়া পশুপতি বলিলেন, "তা'ই বল্‌ছিলুম বাবা। তোমার স্বভাব বড় অমায়িক দেখ্‌ছি; তোমার কথাগুলি বড় নম্র। তুমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে' আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছ। তোমাকে আর আমি কি বল্‌ব? আমি সামান্য জমিদার মাত্র, আমি আর তোমাকে কি পুরস্কার দিতে পারি?"

মুখ হেঁট করিয়া ক্ষিতীশ মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আপনি মনে কর্‌লে অনেক কিছু দিতে পারেন।"

পশুপতি বলিলেন, "আমি মনে কর্‌লেই যদি দিতে পার্‌তুম বাবা, তা'হ'লে আমার এত নাকাল হ'তেও হ'ত না, আর এ মেয়েটাও জলে ডুবে মর্‌তে যেত না।"

লজ্জায় কুসুমকুমারী মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন এবং বামহস্তস্থিত স্বর্ণাঙ্গুরীকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র বলিয়া ফেলিলেন, "আপনার কন্যাকে তো আপনি হারিয়েই বসেছিলেন। আমি ওঁকে উদ্ধার করেছি, সুতরাং উনি আমারই ন্যায্য প্রাপ্য।"

হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে হাসিতে হাসিতে পশুপতি ক্ষিতীশের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, "স্বচ্ছন্দে, বাবা, স্বচ্ছন্দে! আজ থেকে ও তোমারই

জিনিস হ'ল।—কিন্তু বাবা, তোমার পিতাকে তো আমি সন্তুষ্ট করতে পারব না। তিনি কি এ গরীবের মেয়েকে নিতে রাজি হ'বেন? সেদিন তো আমার উপর খড়্গ-হস্ত হয়েছিলেন, আমাকে কেবল মারতে বাকী রেখেছিলেন। তাঁ'র কথা মনে হলে'ই ভয় হয়।—আচ্ছা, তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন, তিনি কোথায়?"

ক্ষিতীশ উত্তর করিলেন, "তিনি চুঁচড়োর কাছারীতে গিয়েছেন। সাড়ে চারটে পাঁচটা নাগাদ বাড়ী ফিরবেন। নিজের মোটর কারেই যাওয়া আসা করে' থাকেন।"

পশুপতি উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তাঁ'র সঙ্গে দেখ্‌ছি তবে আজ আর সাক্ষাৎ হয়ে উঠ্‌বে না।"

ক্ষিতীশ কহিলেন, "অনুগ্রহ করে' আর দু' তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করলেই তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'তে পারবে।"

পশুপতি ক্ষিতীশের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "পষ্ট কথা বলতে কি বাবা, আমি তাঁ'র মুখদর্শন করতে চাই না। অবশ্য, তিনি তোমার পিতা হ'ন; আমার এ কথায় নিশ্চয়ই তোমার মনে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তিনি যদি আমার মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েও দেন, সেও ভাল; তবু ওর বিবাহ সম্বন্ধে তাঁ'র সঙ্গে আর কথা কইব না।"

এমন সময়ে ঝী আসিয়া ক্ষিতীশকে বলিল, "বড়বাবু, মা ঠাকরুণ আপনাকে ডাক্‌ছেন।

ক্ষিতীশ গাত্রোত্থান করিয়া পশুপতিকে বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আস্‌ছি। মাকে আপনার সংবাদ এতক্ষণ দেওয়া হয় নি, অন্যায় হয়েছে।"

ক্ষিতীশ প্রস্থান করিলে কুসুমকুমারী পিতাকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বাবা, মা কেমন আছেন? তিনি হয়তো আমার উপর খুব রাগ করেছেন।"

পশুপতি কহিলেন, "রাগ কর্‌বে ? কাল প্রায় সমস্ত রাত্রিই তোমার জন্তে কেঁদেছে। তা'র মুখে কোন রকমে এক গাল অন্ন দিতে পারি নি, কাজেই আমারও খাওয়া হ'ল না। আজ এখান থেকে তোমার খবর গেলে তবে তা'র ধড়ে প্রাণ এল।"

শুনিয়া কুসুমের চক্ষে কয়েক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি অঞ্চলে চক্ষুঃমুছিয়া মাতার উদ্দেশে করপুটে বলিলেন, "মা' গো, তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। মা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।—খোকা ভাল আছে তো ? কাল তা'কে ছেড়ে যাবার সময়ে বড় মন কেমন কর্‌ছিল।

পশুপতি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সে ভাল আছে। আজ আস্‌বার সময়ে সে বল্‌ছিল, বাবা দিদিকে শ্বশুর বাড়ী থেকে আন্‌তে যাচ্ছে।

কুসুমকুমারী লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

(২০)

মাতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসিলেন, "মা, আপনি কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

আভাময়ী উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ। বলি ব্রাহ্মণ এতদূর থেকে দুপুর রোদে এল, তাঁ'কে নাইতে খেতে বল্‌তে হয়, না শুধু কথাতেই তাঁ'র পেট ভর্‌বে ?

ক্ষিতীশ কহিলেন, "আমি তাঁ'কে খা'বার জন্তে অনেক করে' বলেছিলুম ; তিনি বল্লেন যে বাড়ী থেকে ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলেন।

আভাময়ী। বেশ কথা। তোমাদের কথাবার্ত্তা তো একরকম পাকা হয়ে গেল ; এখন আমি দুটো কথা ওঁ'র সঙ্গে কইতে চাই।

ক্ষিতীশচন্দ্র। আপনারই উৎসাহে এতদূর এগুতে সাহস করেছি মা ; এখন আপনি যা' আদেশ দেবেন, তা'ই কর্‌ব। আপনার কথার অবাধ্য পূর্ব্বেও কখনও হই নি, এখনও হ'ব না।

আভাময়ী বলিলেন, "তা' আমি জানি। এখন আমি যা' বলি, তা'ই কর। আমি ঝীকে দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে বাবুটীর সঙ্গে কথা কইব। তুমি তাঁ'কে এই কথা বল আর তাঁ'র কাছে গিয়ে বসো।

ক্ষিতীশ তাহাই করিলেন। আভাময়ী কক্ষান্তর হইতে ঝীর প্রমুখাৎ বলিলেন, "আমার ছেলের সঙ্গে আপনার যা' কথাবার্ত্তা হয়েছে, সে সব শুনেছি, আর শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি।

পশুপতি। মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি শুনেছেন জেনে আমিও সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি কুসুমকে যে পথ দিয়ে এ বাড়ীতে আন্‌তে চেয়েছিলুম, সে পথ দিয়ে আসা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি ওকে মরণের পথ দিয়ে এখানে এনে উপস্থিত করেছেন। এখন ওকে রাখা না রাখা আপনার হাত।

আভাময়ী। আপনার মেয়েটী সোজাপথ দিয়ে এ বাড়ীতে এসেছে, সেজন্যে ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ। এখন ওকে সে পথ দিয়ে, কিম্বা কোন পথ দিয়েই আর ফিরিয়ে নিয়ে যা'বার উপায় নেই।

পশুপতি। তবে আপনি কি কর্‌তে চা'ন ?

আভাময়ী। কর্‌তে আর কি চাইব ? আপনি মেয়েটাকে আমায় দিন, আমি ওকে আমার বউ কর্‌ব।

পশুপতি। আমি তো, মা, এই কতক্ষণ হ'ল, ক্ষিতীশকে সে কথা ...আমার কোন আপত্তি নেই, আপত্তি আপনাদেরই হ'বে ; ...আমি উকীল মশাইয়ের দাবী পূর্ণ কর্‌তে একেবারে অক্ষম।

আভাময়ী। সেজন্যে আপনাকে ভাব্‌তে হ'বে না। আমরা যার

পোর যেমন করে' পারি, তাঁ'কে রাজি করে' নেব। তিনি নিতান্তপক্ষে সম্মত না হ'ন, আমি নিজেই ছেলের বিয়ে দেব। . . .

পশুপতি। মা, আপনি বুঝে সুঝে কাজ করবেন। আমার ইচ্ছে নয় যে আমার মেয়ের জন্তে আপনার সংসারে একটা অশান্তি উপস্থিত হয়। আমাদের অদৃষ্টে যা' আছে, তা'ই হ'বে। আপনি কেন আমাদের জন্তে আপনার স্বামীকে অসন্তুষ্ট করবেন ?

আভাময়ী।—কারণ আপনার মেয়েকে আমি ছাড়্‌ব না। আপনি ক্ষিতীশকে জিজ্ঞেস করুন, ওর বউ পছন্দ হয়েছে, কি না।

পশুপতি। ক্ষিতীশ বাবা তো আপনা হ'তেই কুসুমকে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। কেবল আপনার আদেশের প্রতীক্ষা ছিল মাত্র।

আভাময়ী। তবু ক্ষিতীশ আমার সুমুখে বলুক, ওর বউ পছন্দ হয়েছে।

ক্ষিতীশ মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, হয়েছে।

আভাময়ী পশুপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তবে আপনার সঙ্গে পাকা কথা রইল, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ের উদ্যোগ করুন। মেয়ে একটু সবল হ'লেই আপনাকে সংবাদ দেব ; আপনি এসে ওকে নিয়ে যা'বেন, আর বিয়ের দিন স্থির করে' যা'বেন।

পশুপতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "মা, সেদিন একটী কথাতেই জেনেছিলুম আপনি দেবী। আজ হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে নিজেকে ধন্ত জ্ঞান করছি। আপনার মতন দেবী যদি আমার মেয়ের শাশুড়ী হ'ন, তবে তা'র অনেক পুণ্যবল।—এখন আমাকে কি কি দিতে হ'বে মোটামুটি বলে' দিলে বড় উপকৃত হই ; তবে আমি বেশি দিতে খুবে পারব না, সেটা যেন মনে থাকে।

আভাময়ী বলিলেন, "নিজের মেয়েকে যা' ইচ্ছে দিতে পারেন তা'ছাড়া বিয়ের পণ বলে' আপনাকে কিছুই ধরে' দিতে হ'বে না।"

পশুপতি বলিলেন, "তা'হ'লে আমি কর্ত্তা বাবুকে কি করে' মুখ দেখা'ব ?

আভাময়ী। সে ভার আমার উপর রইল।

পশুপতি। আমি তবে এখন বিদায় হই।

আভাময়ী। সে কি হয় ? বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেল, এখন মিষ্টি মুখ না করে' কি যেতে আছে ?—ও ক্ষিতীশ, আগে কুসুমকে একটু দুধ দাও। তা'রপর তোমার হবু শ্বশুর মশাইকে ভাল করে' জলযোগ করাও।

পশুপতি কহিলেন, "আমায় মাপ করবেন। আমি এ বাড়ীতে জল গ্রহণ করব না, শপথ করেছিলুম।

আভাময়ী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভাল, আপনি সে বাড়ীতে জল গ্রহণ করবেন না। কিন্তু যে বাড়ীতে মেয়ে দিচ্ছেন, সে বাড়ীর জল খেতে এখন আপনার কি আপত্তি হ'তে পারে ?"

পশুপতি কহিলেন, "আপনি দেবী, তা'তে আবার আমার বেহান হ'তে চল্লেন, সুতরাং আপনার আদেশ অমান্য করতে পারি না।"

* * * * * *

আভাময়ী স্বীয় হস্তে এক বাটী দুগ্ধ ও খান কতক বিস্কুট কুসুমকুমারীর জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ক্ষিতীশ পশুপতিকে কহিলেন, "আপনার মুখ হাত ধোবার জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, তা'রপর জলখাবার আনছি।"

এই বলিয়া ক্ষিতীশ প্রস্থান করিলেন।

কুসুমকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুগ্ধপান করিয়া শয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঝী তাকিয়া সরাইয়া উঁহাকে শয়ন করাইয়া দিল।

পশুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নিজের শরীর কি রকম বুঝ্‌ছ কুসুম? পুরোপুরি সার্‌তে ক'দিন লাগ্‌বে বোধ হয়?"

কুসুমকুমারী উত্তর করিলেন, "কি করে' বল্‌ব বাবা? তবে আশা হয় যে তিন চার দিনের মধ্যে উঠে হেঁটে বেড়া'তে পার্‌ব। আপনি দয়া করে' তিন দিন পরে এসে আমাকে নিয়ে যা'বেন। মার জন্যে বড় মন কেমন কর্‌ছে। ওঠ্‌বার শক্তি থাক্‌লে আজই আপনার সঙ্গে চলে' যেতুম।"

পশুপতি কহিলেন, "এঁরা খবর পাঠা'লেই আমি এসে নিয়ে যা'ব।"

ইত্যবসরে হস্তমুখ প্রক্ষালন জন্য জল আনীত হইল। পরে ক্ষিতীশ স্বহস্তে নানাবিধ উপাদেয় ফল ও মিষ্টান্নাদি সজ্জিত দুইখানি রেকাব আসন সম্মুখে রাখিয়া পশুপতিকে আহ্বান করিলেন। তিনি বিনাবাক্য-ব্যয়ে সেগুলির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিলেন। দ্বারের অন্তরাল হইতে আভাময়ী ক্ষিতীশের প্রমুখাৎ শিষ্টাচারের খাতিরে সামান্য বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

জলযোগ সারিয়া পশুপতি কহিলেন, "দেখ্‌বেন বেহান, যেন বেহাই মশাই শেষে আমার এ সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে না দেন।"

আভাময়ী কহিলেন, "ভাঙ্গ্‌তে দিলে তো?"

ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত আপাততঃ সম্ভাষণাদি করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন না বলিয়া পশুপতি চারিটা বাজিবার পূর্ব্বেই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

[২১]

... বৈকালে পাঁচটার সময়ে সুধীরচন্দ্র বাটী আসিলেন। বস্ত্র পরিবর্ত্তন শেষ হইলে আভাময়ী জলযোগের সরঞ্জাম লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "মেয়েটা বেঁচে আছে ?"

আভাময়ী উত্তর করিলেন, "ওমা, বেঁচে থাক্‌বে না তো কি ? দুপুরে খানিকক্ষণ বস্‌তে পেরেছিল, এখন শুয়ে আছে।"

সুধীর মুখ হাত ধুইয়া জলযোগে বসিলেন। আভাময়ী নিকটে উপবেশন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আপদ্‌টাকে কবে বিদেয় কর্‌বে ? ওর বাপকে খবর দেওয়া হয়েছিল ?"

আভাময়ী। হাঁ, খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসে মেয়েকে দেখেও গিয়েছেন।

সুধীরচন্দ্র। দেখে গেলেন, আর নিয়ে যেতে পার্‌লেন না ?

আভাময়ী। যে উঠে বস্‌তে পারে না, তা'কে কি ক'রে নিয়ে যেতেন ? আমি বলেছি, তিন চার দিনে ও একটু সবল হ'য়ে চল্‌তে ফির্‌তে পার্‌লেই তাঁ'কে আবার ডেকে পাঠা'ব।

সুধীরচন্দ্র। তবেই হয়েছে। ন'মণ তেলও পুড়্‌বে না, রাধাও নাচ্‌বে না। তা'দের মেয়ে এখানে দিব্যি রাজভোগে রয়েছে, তা'র বাপ স্বচক্ষে দেখে গেল। এখন মেয়ে নিয়ে যা'বার জন্তে তা'র কলা কেঁদেছে।

আভাময়ী বলিলেন, "বেশ, তিনি আর মেয়েকে খেতে দিতে পারেন না ; তাই নিশ্চিন্দি হয়ে তা'কে এখানে ফেলে রেখে যেবেন। তোমার যেমন কথা।"

সুধীরচন্দ্র নিঃশব্দে জলযোগ শেষ করিলেন। তখন আভাময়ী সহাস্যে বলিলেন, "পুরুত মশাইকে ডেকে বিয়ের একটা দিন স্থির করে ফেল। এই ফাল্গুন মাসে অনেকগুলো দিন আছে। ছেলের বিয়ে দিতে হ'বে।"

সুধীরচন্দ্র ভ্রূকুটী পূর্ব্বক কহিলেন, "মাইরি ?"

আভাময়ী পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাইরি, ঠাট্টা নয় বিয়ের কথা সব ঠিক হয়ে গিয়েছে ; এখন দিন স্থির করে' তাঁকে খবর দিলেই শুভকার্য্য সমাধা হয়ে যায়।"

সুধীরচন্দ্র মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন,, "বাঃ! এ কালনেমীর লঙ্কা ভাগ না কি ? কথা নেই, বার্ত্তা নেই, ছেলের বিয়ে!"

আভাময়ী। কথাবার্ত্তা হয়ে গিয়েছে। মেয়ে বাপের বাড়ী গেলে তুমি গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে' এস। তা'র পর মেয়ের বাপ ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে' যা'বেন।

সুধীরচন্দ্র। বাঃ বাঃ বাঃ! কি সোজা কথাটাই বল্লে! এ শেয়াল কুকুরের বিয়ে না কি ?

আভাময়ী। এখানে শেয়ালও নেই, কুকুরও নেই। তোমার ছেলের বিয়ে তুমি দেবে, এইটেই হ'ল সোজা কথা।

সুধীরচন্দ্র। সেই হতভাগা মিন্‌সেটার মেয়ের সঙ্গে ?

আভাময়ী। আহা, তাঁ'কে হতভাগা বলো না। তাঁ'র সোণার চাঁদ মেয়েটী যদি সত্যি সত্যিই মারা যেত, তা'হলে' তিনি যথার্থই হতভাগা হ'তেন। তাঁ'র বড় পুণ্যের জোর যে এমন মেয়েকে তিনি ফিরে পেয়েছেন।

সুধীরচন্দ্র। তোমারও বড় পুণ্যের জোর, যে বলা নেই কওয়া নেই মেয়েটা ধড়াস্ করে' তোমার ঘাড়ে পড়্‌ল।

আভাময়ী। সত্যিই তো। ছেলের পুণ্যের বল না থাকলে কি মন বউ পায়?

সুধীরচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বউ বউ কর্‌ছ, এদিকে নেওয়া ওয়ারও কিছু ঠিক করেছ কি: ?"

আভাময়ী হাস্যবদনে বলিলেন, "নেওয়া দেওয়া আবার কি? বউকে াপড় গহনা যা' দিতে চাও দিও; নোবার কথা মুখে এন না, ছিঃ!"

সুধীরচন্দ্র দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "ছেলে আমার ক্যাল্‌না এসেছে আর ক, যে একটা মেয়ে ধরে' এনে বিয়ে দিলেই হ'ল। ও সব কাযের কথা য় গিন্নী। যদি ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেই হয়, তবে আমি ফর্দ্দ দেব, া'তে তিনি দু'জন সাক্ষীর সমুখে সই করে' দেবেন, আর অর্দ্ধেক টাকা াগ্রিম দেবেন, তা'র পর বিয়ের পাকা কথা।"

অবজ্ঞাভরে আভাময়ী উত্তর করিলেন, "কিসের ফর্দ্দ? ভদ্রলোক া' ভাল বুঝ্‌বে, তাই'দেবে। তা'তে আমরা ফর্দ্দ দেবার কে?"

সুধীরচন্দ্র বলিলেন, "বিলক্ষণ! কেন মিছে বকাবকি কর্‌ছ আভা? তামার আজ কি হয়েছে?"

আভাময়ী প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন, "মিছে বক্‌ছি না।" শোন াবে বলি। মেয়ের কাণে, গলায়, নীচে হাতে ও ওপর হাতে এক এক ানা সোণার গহনা থাক্‌বে মাত্র। ছেলের বরাভরণ কেবল হাতের াংটী, আর পণ পাঁচ সিকে নগদ ও পিতল কাঁসার দানসামগ্রী। বর-যাত্রী দশ জনের বেশি যা'বে না, তা'দের যাওয়া আসার খরচ অবশ্য া'রা দেবেন। এছাড়া চেলীর জোড় নমস্কারী আর ফুলশয্যার তত্ত্ব া'রা ক্ষমতামত দেবেন; না দিতে চা'ন, তা'তেও ক্ষতি নেই। এর ছাড়া একটী পয়সাও নয়।—কেমন, রাজি আছ?

সুধীরচন্দ্র বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব তোমার হবু বেইয়ের সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়ে গিয়েছে না কি? ভারি বাহাদুর তো তুমি!"

আভাময়ী উত্তর করিলেন, "তাঁ'র সঙ্গে নিষ্পত্তি এখনও করা হয় নি তবে তোমার সঙ্গে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই তাঁ'কে শুনিয়ে দেব।" ...

"ও সব হ'বে টবে না বল্‌ছি। আমাকে বিরক্ত করো না।" এই বলিয়া সুধীরচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন।

"হ'বে না কি, হ'-য়ে গি-য়ে-ছে! এই ব্যবস্থাই ঠিক করা রইল।" এই বলিয়া আভাময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "এ বুঝি সেই ক্ষিতীশটা তোমায় পরামর্শ দিয়েছে? এম, এ, পড়্‌ছেন, না ছাই পড়্‌ছেন? পড়ে' শুনে' এই আক্কেল হয়েছে।"

আভাময়ী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সে আমাকে পরামর্শ দিতে যা'বে কেন? তা'র কি আর লজ্জা সরম নেই? ছেলে হয়ে নিজের বিয়ের পরামর্শ আমার সঙ্গে কর্‌বে? ছিঃ! এখন তুমি আমার কথায় সম্মত হয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর, ভালই। নইলে—"

বাধা দিয়া সুধীরচন্দ্র কহিলেন, "আমার কি মান অপমান জ্ঞান নেই? ছিঃ! এ রকম করে' বিয়ে দিলে লোকে বল্‌বে কি?"

আভাময়ী। লোকে ভালই বল্‌বে। এতে তোমার মান বেশী হবে।

সুধীরচন্দ্র। আমি এমন করে' বিয়ে দেব না। জোর না কি?

আভাময়ী। তুমি না দাও, আমি দেব। আমারও তো ছেলে ওকে আমি পেটে ধরেছি; তাই ওর ওপর তোমার চেয়ে আমার জোর বেশি।—এখন একটা দিন স্থির করে' দাও, তা'র পর তোমাকে আর কিছুই কর্‌তে হ'বে না।

সুধীরচন্দ্র কৃত্রিম হাস্য করিয়া কহিলেন, "মাথায় জবা কুসুম তেল দাও, মাথা ঠাণ্ডা হ'বে। মাথা ঠাণ্ডা হ'লে তা'র পর এ বিষয়ে আবার কথা পেড়ো"। এই বলিয়া বৈঠকখানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।"

আভাময়ী কহিলেন, "আমার মাথা ঠাণ্ডাই আছে।" মনে মনে কহিলেন, "বাগিয়ে এনেছি, আর যা'বেন কোথা'? ক্ষিতীশকে বলে' আমি দু'দিনের মধ্যে সব স্থির করে' ফেলছি। উনি 'হা টাকা, হা টাকা' করতে থাকুন।"

[২২]

পর দিবস দুই প্রহরের পর, অর্থাৎ উকীল মহাশয়ের কাছারী হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই, আভাময়ী পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পুরোহিত মহাশয় আসিয়া ২৬এ ফাল্গুন বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়া দিলেন। এবং বর কন্যা উভয়েরই মিথুন রাশি, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছুই দেখিতে হইবে না বলিলেন। আজি ১২ই, মধ্যে মাত্র দুই সপ্তাহ সময় রহিল।

আভাময়ী ভাবিলেন, "যথেষ্ট সময়। এখন মেয়ের বাপ বলে' না বসেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজন হয়ে উঠ্‌বে না। কিন্তু তাঁ'কে আয়োজনই বা কি করতে হ'বে? তাঁ'র ঘাড়ে তো কোন বোঝাই চাপাচ্ছি না।"

ক্ষিতীশের সম্মুখেই পুরোহিত মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে আভাময়ী বলিলেন, "ক্ষিতীশ, তুমি কলেজের ছেলেদের লিখে দাও, যে ২৬শে বিয়ের দিন স্থির হয়ে গিয়েছে, তা'রা

তয়ের থাকে। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেলেই যেন তা'রা এসে আমোদ আহ্লাদ করে' যায়।"

ক্ষিতীশ কহিলেন, "মা, আপনি যা বল্‌বেন, তা'তে আমি 'না' কর্‌তে পারি না। কিন্তু একবার বাবার মতটা নিয়ে নিলেই ভাল হ'ত না? তিনি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'ন, তা'হ'লে আমি বড় দুঃখিত হ'ব।"

আভাময়ী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি যা' কিছু করছি, তোমার ভালর জন্তেই। এখন হয় এই বউকে নিয়ে নিজে সুখী হও, আর আমাকে সুখী কর; নয় একে ত্যাগ কর, আর তোমার পিতাকে সন্তুষ্ট কর। বল, এই দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা কর্‌তে চাও?"

ক্ষিতীশ নত মস্তকে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়াই পাইলেন না। আভাময়ী পুনরায় বলিলেন, "চুপ করে' থাক্‌লে চল্‌বে না। কি কর্‌তে চাও বল।"

ক্ষিতীশ কাতর স্বরে উত্তর করিলেন, "আমাকে কেন লজ্জা দিচ্ছেন মা? যা'তে আপনি সুখী হ'ন, আমি কায়মনোবাক্যে তা'ই কর্‌তে প্রস্তুত। ভবিষ্যতে আমার মন্দ হয়, তা'তেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনাকে অসুখী কর্‌তে চাই না।"

আভাময়ী হাসিয়া বলিলেন, "আর এতে তো'র নিজের কোন স্বার্থ নেই বুঝি? যদি আমি বলি, এ বউকে বিয়ে কর্‌লে আমি অসুখী হ'ব, তা'হ'লে কি তুই একে ত্যাগ কর্‌বি?"

যুক্ত-করে ক্ষিতীশ উত্তর করিলেন, "পত্রপাঠ। মা, আপনি আমার জীবন্ত দেবতা। আপনি আদেশ দিলে আমি স্বচ্ছন্দে নিজের গলায় ছুরি দিতে পারি মা!"

প্রসন্ন হইয়া আভাময়ী কহিলেন, "ষাট্ ষাট্! তোকে গলায় ছুরি দিতে হ'বে না, তো'র গলায় বউ দেব, নিবি?"

ক্ষিতীশ উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মাতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ও ক্ষিতীশ, একটা কথা শুনে যা' রে।"

ক্ষিতীশ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা মা?"

আভাময়ী কহিলেন, "তোমার পিতা যদি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করেন, তবে তুমি বলো, 'আমি কিছু জানি না; মা কি কর্‌ছেন, তিনিই জানেন।' বুঝ্‌লে?"

ক্ষিতীশ বলিলেন, "তা'ই বল্‌ব মা। বাস্তবিকই আমি কিছুই জানি না।"

আভাময়ী দুই তিন দিনের মধ্যেই পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন অনেকটা সারিয়া লইলেন। আত্মীয় কুটুম্বগণকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া শুভসংবাদ দিলেন। বাটীর জীর্ণ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। গৃহ-প্রাঙ্গন ও ফুল-বাগান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। বউ আসিয়া উঠানের কোন্ স্থানে দাঁড়াইবে, ভেনঘর কোথায় হইবে, বউভাতের রন্ধনাদি কোন্ ঘরে হইবে, রন্ধনের জন্য কলিকাতা হইতে কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে আনান হইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, সমস্ত এখন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিলেন।

সুধীরচন্দ্র দুই একবার পত্নীর সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন ছলে বাধা দিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু আভাময়ীর দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া তাঁহাকে বেশি ঘাঁটাইতে সাহসী হইলেন না। কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "আমি ছেলের বিয়ে এই ২৭ তারিখে দেবই দেব। তুমি সাধ্যমত বাধা দেবার চেষ্টা করো, দেখ্‌ব কি করে' বিয়ে স্থগিত

করতে পার। বিয়ের খরচের টাকা না দাও, আমি নিজের গহনা বিক্রী করে' বিয়ে দেব।"

সুতরাং ইহার উপর সুধীরচন্দ্রের আর কোন কথাই খাটিল না। তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ মনে পত্নীর কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। মনের আগুন মনেই জ্বলিতে লাগিল। সময়ে সময়ে ভাবিতেন, "তাই তো, গিন্নী আচ্ছা জেদ ধরেছেন! অন্ততঃ দশ বারো হাজার টাকার লোকসান করাচ্ছেন, তবু কিছু বল্‌বার জো নেই। বল্লেই বলেন ; 'রেখে দাও তোমার টাকা, বউ আগে না টাকা আগে ?' যা' ইচ্ছে করুন গে যা'ক, আমি ও বিয়ে স্বচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ব না, আমার বুকে শেল লাগ্‌বে।—ইত্যাদি।"

এদিকে এই তিন দিনে কুসুমকুমারী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। স্বামীর অসম্মতিকে উপেক্ষা করিয়া আভাময়ী যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত বিবাহের আয়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া কুসুমকুমারী সাতিশয় বিস্মিতা হইতেন এবং কোন কোন সময়ে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিতা হইতেন। কিন্তু ক্ষিতীশ তাঁহাকে প্রায়ই আশ্বাস দিতেন এবং মাতার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বলিতেন।

চতুর্থ দিবসে আভাময়ী পশুপতি বাবুর নিকট পত্র দ্বারা কুসুমকুমারীর স্বাস্থ্যলাভের সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং সেই দিন বৈকালে আসিয়া কন্যাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাও লিখিয়া দিলেন যে গাড়ীর ব্যবস্থা এখান হইতেই করা হইবে, সঙ্গে কোন প্রকার যান আনিবার প্রয়োজন নাই।

সংবাদ পাইয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন। সুকুমারী স্বামীকে বলিলেন, "শুভকার্য্যে বিলম্ব করা ঠিক নয়। তুমি যত শীগ্‌গির পার, গিয়ে কুসুমকে নিয়ে এস।"

পশুপতি কহিলেন, "তাড়াতাড়ির কায নয় গো। সেখানে বাড়ীর কর্ত্তা কাছারী থেকে প্রায় পাঁচটার পূর্ব্বে বাড়ী আসেন না। তিনি না এলে তো আর মেয়েকে আন্‌তে পার্‌ব না। বিশেষ সেদিন তাঁ'র সঙ্গে দেখা হয় নি, আজ তাঁ'র বচনামৃত পান কর্‌তেই হবে।"

সুকুমারী উৎকণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন, "দেখো, আজ আবার ঝগড়া' ঝাঁটি করে' এস না।"

পশুপতি হাসিয়া বলিলেন, "আজ বেহান আমার সহায়, আজ আর উকীল বাবুর পরোয়া করি না। বেহান ঠাক্‌রুণ বেশ করে' কল টিপে রেখে থাক্‌বেন, বোধ হয় চোঁ শব্দ কর্‌বার মুখ রাখেন নি।"

আশ্বস্ত হইয়া সুকুমারী কহিলেন, "ভাল, যা' করেন মা দুর্গা। মেয়েটার একটা গতি হয়ে গেলেই প্রাণ বাঁচে।"

*   *   *   *   *

পশুপতি বৈকালে দুইটার সময়ে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সহিসকে নিলেন, কারণ ফিরিবার সময়ে অশ্ব ছাড়িয়া কুসুমের সহিত গোযানে বা অশ্বযানে আসিতে হইবে।

[২০]

বৈকালে পাঁচটার সময়ে পশুপতি গোপালপুরে উকীল মহাশয়ের বাটী পঁহুছিলেন। কুসুমকুমারী হাসিতে হাসিতে আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পশুপতি কহিলেন, "এখন বেশ সেরে উঠেছ তো মা?"

কুসুম উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আর এঁদের যত্নে আবার খাড়া হয়ে উঠেছি।"

পশুপতি হাসিয়া বলিলেন, "এখন আমাদের বাড়ী যেতে হবে, না এইখানেই থাকবে?"

লজ্জাবিনম্র স্বরে কুসুম উত্তর করিলেন, "নিয়ে গেলেই যা'ব বাবা। এখানে আস্‌ব আর মরে' বাঁচ্‌ব, সেও তো আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে নি।"

ইত্যবসরে ক্ষিতীশ আসিয়া প্রণাম করিলেন ও কুসুম অন্তর্হিতা হইলেন। পশুপতি জিজ্ঞাসিলেন, "কর্ত্তা এসেছেন কি?"

ক্ষিতীশ কহিলেন, "হাঁ, তিনি আধ ঘণ্টা হ'ল এসেছেন, আর বৈঠকখানায় আপনাকে ডাক্‌ছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

পশুপতি তাহার অনুসরণ করিলেন এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া সুধীরচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন। সুধীরচন্দ্র প্রত্যভিবাদনান্তে ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন, "আপনার মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল?"

পশুপতি উত্তর করিলেন, "সে আপনাদেরই হাত। আপনার আদেশ না পেলে তো আর আমি কোন উদ্যোগ করতে পারি না।"

সুধীরচন্দ্র। গিন্নী তো আপনাকে পাকা কথা দিয়েছেন, তখন আর আমার অনুমতির অপেক্ষা কর্‌বার প্রয়োজন কি?

পশুপতি। হাঁ, তিনি অবশ্য কথা দিয়েছেন, কিন্তু আপনি মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করলে তবে তো আমি বাবাজীউকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি। আর বলেন তো আমিই আজ বাবাজীউকে আশীর্ব্বাদ করে' যাই।

সুধীরচন্দ্র। মেয়েকে তিনিই আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। এ বিয়ের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই।

পশুপতি। আপনি বলেন কি? আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে আপনি হস্তক্ষেপ কর্‌বেন না, তা' কখনও হ'তে পারে?"

সুধীরচন্দ্র। যখন আমার অসম্মতিতে এ বিবাহ হচ্ছে, তখন আমার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল।

... পশুপতি। আপনি অনুগ্রহ করে' সম্মতি দিলেই তো গোল চুকে যায়। আপনার আপত্তিটা কি?

সুধীর। সম্মতি? আপত্তি? আপত্তি আর সম্মতি, দুইই একসঙ্গে থাক্‌তে পারে না, তা'তো জানেন।

পশুপতি। তা' জানি। সেই জন্যেই বল্‌ছিলাম, আপত্তি না থাকে, তবে আপনার সম্মতি পেলেই বাধিত হই।

সুধীর। সম্মতির ব্যবস্থাতো আমি গত বারেই দিয়েছিলাম। আপনি তা'তে সম্মত হ'ন, আমিও বিয়ে দিতে সম্মত হতে পারি।

এমন সময়ে ভিতরের দ্বারে খট্ খট্ শব্দ হইল। পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে ক্ষিতীশ সেই দ্বার খুলিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং মাতার আদেশমত বলিলেন, "মা বল্‌ছেন যে সে সব পুরাণ কথার উত্থাপন কর্‌বার এখন আর প্রয়োজন নেই। মা সেদিন আপনাকে (পিতাকে সম্বোধন করিয়া) যে ফর্দ্দ শুনিয়েছিলেন, সেই ফর্দ্দমত ইনি দেবেন। তিনি এই কাগজে ফর্দ্দ লিখে দিয়েছেন॥"

এই বলিয়া ক্ষিতীশ একখণ্ড কাগজ পশুপতির হস্তে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বকথিত ফর্দ্দ আভাময়ী স্বহস্তে লিখিয়া স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছিলেন। ২৬শে ফাল্গুন শুভবিবাহের দিনস্থির করা হইয়াছে, এ কথাও তাহাতে উল্লিখিত ছিল।

পশুপতি তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন এবং সুধীরচন্দ্র রোষ-কষায়িত লোচনে একবার পশুপতির দিকে, একবার ক্ষিতীশের দিকে কটাক্ষপাত

করিতে লাগিলেন। পাঠান্তে পশুপতি কহিলেন, "বেশ কথা। বিশেষ অনুগৃহীত হলাম। তবে ২৬শে দিনস্থির রইল। পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ কবে করা হ'বে?"

সুধীরচন্দ্র ক্রোধভরে কহিলেন, "আমি জানি না, আপনার বেহানকে জিজ্ঞেস করুন।"

পশুপতি উঠিয়া হাততালি দিতে দিতে উচ্চহাস্যপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর কি? এ বিবাহে আপনার পূর্ণ সম্মতি পেয়ে বড় সুখী হ'লাম।"

সুধীরচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ আবার কি? আপনি ক্ষেপে উঠ্‌লেন না কি?"

হাসিতে হাসিতে পশুপতি উত্তর করিলেন, "আপনার দেবী-স্বরূপা স্ত্রী যখন আমার বেহান হ'লেন, তখন আর আপনি বেহাই না হয়ে যা'ন কোথায়? উঠুন, উঠুন, বেহাই মশাই, একবার আপনার সঙ্গে কোলাকুলিটা করে' সম্পর্ক পাকা করে নিই।"

এই বলিয়া পশুপতি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সুধীরচন্দ্র অবাক্ হইয়া এই অপূর্ব্ব প্রহসনে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ পত্নীকে পশুপতি বাবুর বেহান বলিয়া পরিচয় দিবার পর আর তাঁহার কোন আপত্তিই খাটে না। পার্শ্বের কক্ষে আভাময়ী ও তাঁহার দুইজন প্রতিবেশিনী, যাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল, তিন জনে মিলিয়া উলুধ্বনিও শঙ্খবাদন করিতে লাগিলেন।

* * * * *

বলাবাহুল্য সেই দিনেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আভাময়ীর অনুরোধে সুধীরচন্দ্র নিজের মোটরকারে করিয়া পশুপতির সমভিব্যাহারে কুসুমকুমারীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এই গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

জাগ্রত স্বপ্ন বা দেবলোকে পুনর্মিলন

মূল্য—১।•

"এক নির্জ্জন শৈলাবাসে লেখক তাঁহার মৃত পত্নীর কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে মরিয়া কল্পনার সাহায্যে বহু কষ্টে প্রেত-লোকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া শিবলোকে উপনীত হইয়া ভগবতীর পদ-সেবারতা স্বীয় পত্নীকে দেখিতে পাইলেন। এই জাগ্রত স্বপ্ন অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। × × ×

দেখা গেছে, গৃহ-লক্ষ্মীরা সত্য সত্যই এ গ্রন্থ পাঠে কৌতুক মিশ্রিত কৌতূহল অনুভব করেন। সুতরাং লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।"

প্রবাসী।

"মৃত্যুর পর দেবলোকে স্বর্গগতা স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলনের মূল আখ্যান নানা বিচিত্র সুরম্য ব্যাপারে চিত্রিত। × × × অনেক মুখরোচক কাহিনীতে পুস্তকখানি পূর্ণ। পুস্তকের ভাষাও সুন্দর। ছাপা ও কাগজ ভাল।"

দৈনিক বসুমতী।

"It is a thrilling romance. × × The diction is simple and chaste, × × The ennobling influence of love is felt everywhere in the book. × ×"

"× × কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব জগতের যে অপরূপ চিত্র আপনি হিন্দু নরনারীর সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বড় মধুর হইয়াছে। এরূপ চিত্র আজকালের সাহিত্যে দুর্ল্লভ। × ×"

"পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন যথার্থ দেবলোকে যাইয়া স্বচক্ষে দেবতাদর্শনে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতেছি। × ×"

"Life would be happier if one could dream of truer dreams like these."

"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম অন্তভাবে লেখা, কিন্তু আপনার প্রেম স্বর্গীয়, যেন শরতের চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। × × ধন্য আপনার লেখনী।"

"উহা পাঠ করিলে, মৃত্যুভয় একেবারে উড়িয়া যায়। আমিও এই দণ্ডে মরিতে রাজি আছি। জগজ্জননীর ক্রোড়ে যাইতে কাহার না ইচ্ছা?" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৪৪, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আচার প্রবন্ধ

এ দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত এবং স্বল্প আয়াস ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য কিরূপ বিধি পালন করিলে শরীর এবং মনের দৃঢ়তা, পটুতা ও উদারতা বৃদ্ধি হয় এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় এবং কিরূপে এই জীবন সুখের হইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকলের পক্ষেই ইহা একান্তই প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা রিভিউ বলেন—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু অর্থ দান করিয়া জন্মভূমির অশেষ হিতের উপায় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজী রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের নিকট বহুগুণ অধিক কৃতজ্ঞতার ভাজন।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব

এ পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের, ছাত্রদিগের এবং তাহাদিগের অভিভাবকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক। বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে এবং পরিবার মধ্যে ছাত্রবর্গের যে প্রকারে প্রতিপালন হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে অনেক কথা এই পুস্তকে পাওয়া যায়। অধিকন্তু শিক্ষাদান (Art of Teaching) কার্য্যে পারদর্শী হইতে হইলে এ গ্রন্থখানির সাহায্য লওয়া অপরিহার্য্য মূল্য এক টাকা।